



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ ভাদ্র ১৪২৭

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০



বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

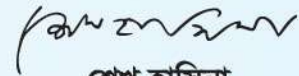
আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কারণে গত ১১ বছরে ১২৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে ২৩ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াট। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭ শতাংশ হয়েছে। ৫৮ লাখ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে গ্রিড সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ পাচ্ছেন। বিদ্যুৎখাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ মাত্র ২ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৭ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ব আজ প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস জনিত মহামারির কারণে বিপর্যস্ত। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিদ্যুৎ কর্মীগণ নিরলসভাবে কাজ করার ফলে দুর্যোগকালীন সময়েও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয়েছে।

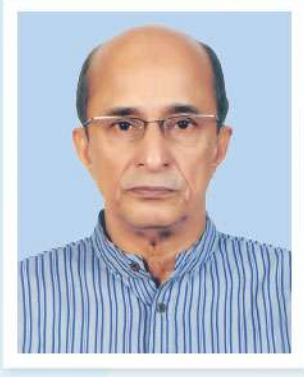
২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে 'সেবা বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং মুজিববর্ষের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা





ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রতিশ্রুত এই লক্ষ্য অর্জনে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎ অন্যতম মূল নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং নেতৃত্বে বিগত ১১ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (শ্রেডা), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি), বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্ণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) গঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় আমরা জি-টু-জি সহযোগিতার মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বৃহৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যা ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গ্রামাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক জনগণকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা শতকরা ৯৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে এবং মুজিববর্ষের মধ্যেই দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হবে ইনশাআল্লাহ। শিল্প ও সেবা খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে উত্তরোত্তর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে, যার ফলে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি অনুসরণযোগ্য মডেলে পরিণত হয়েছে। গত এক বছরে বিদ্যুৎখাতে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার যাবতীয় তথ্যাবলি এ প্রকাশনায় রয়েছে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম





নসরুল হামিদ, এমপি

প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ২০১৯-২০ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি বিদ্যুৎখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সবার জন্য সাশ্রয় মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা মুজিববর্ষে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে চাই।

করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব বিপর্যস্ত। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চলমান রাখতে যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিদ্যুৎ কর্মীগণ নিরলসভাবে কাজ করার ফলে এই দুর্ঘটনার সময়েও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয়েছে। বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরও বিদ্যুৎখাতের ১,৪০০-এর বেশি কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১৭ জন ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে আবাসিক গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ ছাড়া পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

বিগত এক বছরে ১,৭৭৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় খ্রিডে যুক্ত করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৩ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন যেমন স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট মিটার, আন্ডারগ্রাউন্ড বিতরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৩৩ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্ধারণ এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে পেপারলেস অফিস রূপান্তরে ইআরপিসহ “আইসিটি রোডম্যাপ” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় বিগত ১১ বছরে বিদ্যুৎখাতে অর্জিত অভাবনীয় সাফল্য বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। আমি বিদ্যুৎ বিভাগের ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০’ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি





ড. সুলতান আহমেদ
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অত্যাবশ্যিকীয় কার্যক্রমসমূহের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হলো। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার এক বছরের অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র এ প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে বিদ্যুৎখাতের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৯৭ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৩ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টা, সঞ্চালন লাইন ১২ হাজার ২৮৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সংস্থাওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, নিয়মিত তদারকির ফলে সিস্টেম লস উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বিতরণ সিস্টেম লস ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯.৩৫% হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮.৭৩%-এ নেমে এসেছে।

টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে ৫৮ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম ও ২৬টি মিনি গ্রিড স্থাপনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অফগ্রিড এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিল্ডিংয়ের ছাদকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নেট মিটারিং গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে গ্রিড-অফগ্রিড নির্বিশেষে সকল গ্রাহকের জন্য ইউনিফর্ম ট্যারিফের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে অফগ্রিড এলাকার গ্রাহকের আর অতিরিক্ত হারে ট্যারিফ প্রদান করতে হবে না।

ই-নথি, ই-জিপি, স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, সমন্বিত ইআরপি বাস্তবায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল সেবা প্রদানসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে 'পেপারলেস অফিস' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

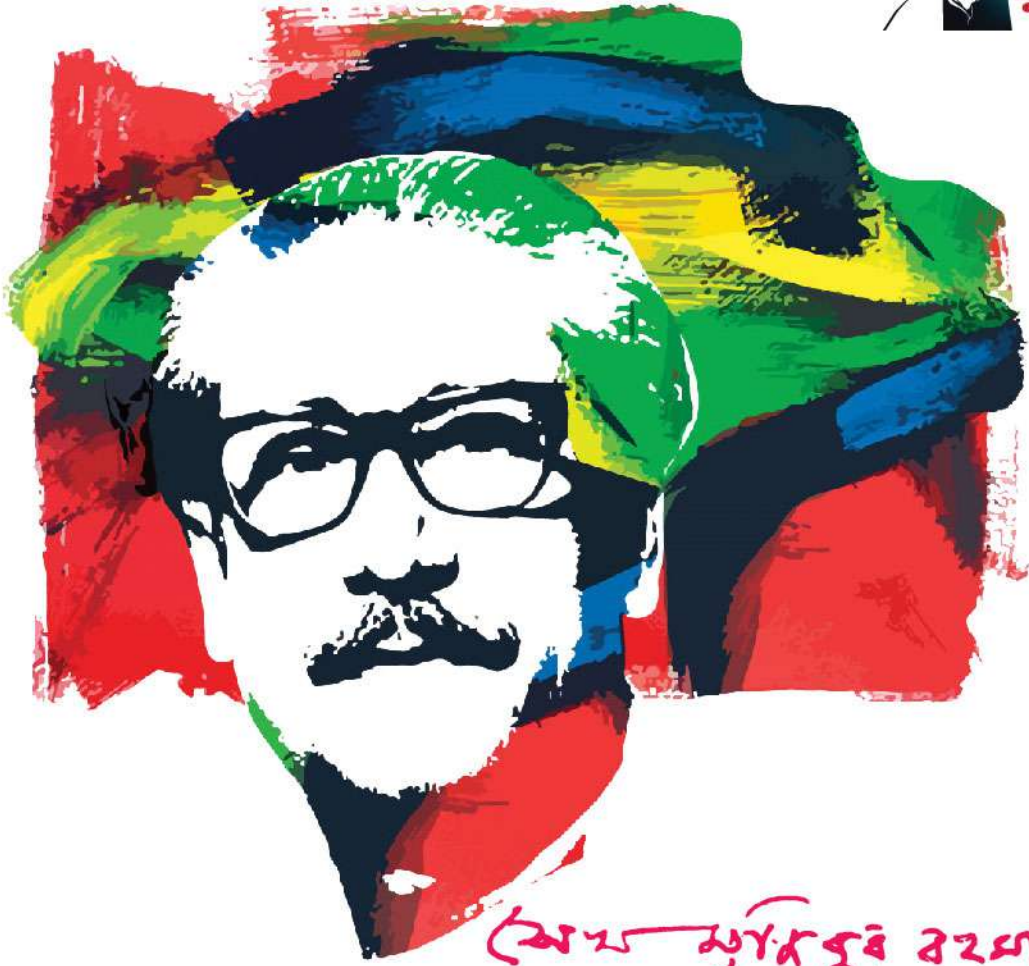
স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে সেবা-বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে মুজিববর্ষের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কিংবদন্তী নেতৃত্বে মুজিব শতবর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়িত হচ্ছে দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সুগভীর শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সরকারের ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রাণঘাতী করোনভাইরাস মহামারিকালীন বিরূপ পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার কাজটি সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রতিবেদন থেকে বিদ্যুৎখাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, বিনিয়োগকারী এবং আগ্রহী ব্যক্তিসহ সকলে উপকৃত হবেন।

ড. সুলতান আহমেদ





শেখ মুজিবুর রহমান



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্মশতবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।
মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুৎ নিশ্চিত
করতে সরকার বদ্ধপরিকর।



বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়



মুজিববর্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে মুজিববর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষকে (১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১) সেবা-বর্ষ হিসাবে ঘোষণা এবং গ্রাহক সেবা আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে:

- ২০২০ সালের ১৭ মার্চ হতে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ পর্যন্ত সময়কে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক 'সেবা-বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা প্রদান ও যথাযথভাবে প্রতিপালন করা;
- বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন;
- গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনাকে (Grievance Redress System) উন্নত করতে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ হট লাইন নম্বর প্রবর্তন;
- গ্রাহক সেবার উৎকর্ষ সাধনে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের ভিত্তিতে সংস্থাসমূহে 'ইনোভেশন প্রতিযোগিতা'-এর আয়োজন করা;
- সেবা-বর্ষে (১৭ মার্চ ২০২০-১৭ মার্চ ২০২১) বিদ্যুৎ বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ১ ঘণ্টা বেশি কাজ করা। এ ছাড়াও ইউনিয়নে জিএম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিত হয়ে গ্রাহক সমাবেশ করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধান করা;
- 'আমার গ্রাম আমার শহর' বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে মডেল গ্রাম নির্বাচনপূর্বক পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রামের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর আওতায় সুফলভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুৎ সেবা সহজীকরণ;
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং বৈদ্যুতিক ক্যাবলের Standard Specification করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিদ্যুৎখাতে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তি চাহিদা পূরণকল্পে বৈদ্যুতিক কর্ম পেশায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'মুজিববর্ষে' প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩ হাজার বেকার জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা;
- বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা। দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি প্রতিপালনপূর্বক গ্রাহক হয়রানি মুক্তির লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন। প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মধ্য থেকে কার্যক্ষেত্রে সফলতার জন্য বঙ্গবন্ধু Service Excellence Award প্রদান এবং প্রতিটি উপজেলায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একজন সেরা বিদ্যুৎ কর্মীকে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার প্রদান;
- মুজিববর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন;
- বিদ্যুৎখাতের বিবর্তনের উপর আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা প্রকাশ;
- বিদ্যুতায়নে জাতির পিতার অবদান, বাংলাদেশের সংবিধানে পল্লী বিদ্যুতের স্বীকৃতি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন, পল্লী বিদ্যুতের সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎখাতের অর্জন, ১৯৭৫ সালে ইঞ্জিনিয়ারদের সমাবেশে জাতির পিতার উক্তি অন্তর্ভুক্ত করে ডকুমেন্টারি প্রস্তুত; তা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সেমিনার, সভা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার;

- 💡 বঙ্গবন্ধুর দর্শন, জাতীয় উন্নয়নে বিদ্যুৎখাতের অবদান, বিদ্যুৎখাতের অর্জন বিষয়ে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ আয়োজন এবং বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়ে আলোকপাত;
- 💡 সেবা সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উদ্ধৃতি সংকলন করে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাঝে বিতরণ। জনগণকে বিদ্যুৎ সশ্রয় ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্লায়ার্স/লিফলেট বিতরণ;
- 💡 জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে যে ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে, তার সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের লিংক স্থাপন;
- 💡 বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিদ্যুতের ভূমিকা এবং টেকসই উন্নয়নে বিদ্যুৎ সশ্রয় ও বিদ্যুতের যৌক্তিক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম;
- 💡 বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় বছরব্যাপী সেবা প্রদান সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ;
- 💡 দেশের প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে বঙ্গবন্ধুর সেবা সম্পর্কিত বক্তব্য ও উক্তিসমূহ ইলেকট্রনিক বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা;
- 💡 মুজিববর্ষে বিভিন্ন কর্মসূচিকে জাতীয় দিবসসমূহের সাথে একীভূত করা;
- 💡 বিদ্যুৎখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারি/বেসরকারি নিয়োগকারীদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা;
- 💡 মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জরুরি বিদ্যুৎ কাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহনে সেবা-বর্ষের পৃথক লোগো ব্যবহার ও সজ্জিতকরণ;
- 💡 বিদ্যুতের অপচয় রোধ ও অবৈধ সংযোগমুক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবৈধ সংযোগমুক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বছরব্যাপী বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ;
- 💡 বিদ্যুতের অপচয় রোধে দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং কার্যক্রম গ্রহণ;
- 💡 দেশব্যাপী বিদ্যুতের অপচয় এবং বিদ্যুতের দুর্ঘটনা রোধকল্পে স্কুল/কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজন।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে “মুজিববর্ষ” পালনের প্রস্তুতিমূলক সভা





বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



সূচিপত্র

ভিশন ও মিশন	১-২
এক নজরে বিদ্যুৎখাত	৩-২৪
বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৫-৩৬
বিদ্যুৎ সঞ্চালন	৩৭-৪২
বিদ্যুৎ বিতরণ	৪৩-৫০
বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ	৫১-৫২
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	৫৩-৫৬
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়	৫৭-৬৬
বিদ্যুৎখাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম	৬৭-৭০
আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন	৭১-৭৪
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৭৫-৮০
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৮১-৮৪
এডিপি বাস্তবায়ন	৮৫-৮৮
বিশেষ কার্যক্রম	৮৯-৯৯
ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	১০০
পরিশিষ্ট-ক	১০১-১০৮
চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)	
পরিশিষ্ট-খ	১০৯-১১২
চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন এবং দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
পরিশিষ্ট-গ	১১৩-১২০
নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
পরিশিষ্ট-ঘ	১২১-১২৪
পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ	
পরিশিষ্ট-ঙ	১২৫-১৪৮
আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
পরিশিষ্ট-চ	১৪৯-১৫৯
আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি	১৬২



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৭টি জেলা ও ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও ফেনী ১১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্বোধন অনুষ্ঠান



বার্ষিক প্রতিবেদন
আব্দান ২০১৯-২০২০



ভিজন ও মিশন



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যুৎখাতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক সভা



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২১-২০২০



ভিশন

যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সবার জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
১. বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন	১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
২. বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন	২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৩. বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন	৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর আওতা সম্প্রসারণ	৪. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
	৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
	৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন;
২. বিদ্যুৎখাতের আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;
৩. বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার বহুমুখীকরণ;
৪. বিদ্যুৎখাতে যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;
৫. পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
৬. বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম তদারকি;
৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং
৮. প্রতিবেশি দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি এবং হাইড্রো-পাওয়ার প্রকল্পের বিনিয়োগে অংশগ্রহণ।

কর্মপরিকল্পনা

১. দেশের সকল মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো;
২. ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
৩. ২০৩০ সালের মধ্যে সঞ্চালন লাইন ২৮ হাজার ৩২০ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন ৬ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধন করা;
৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৫. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা;
৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা;
৭. বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে মেট্রোপলিটন এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপন;
৮. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন করা;
৯. ২০৪১ সালের মধ্যে আঞ্চলিক গ্রিডের মাধ্যমে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা;
১০. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেজলোড কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ;
১১. সিস্টেম লস হ্রাস করা;
১২. পর্যায়ক্রমে সকল মিটার প্রি-পেইডে রূপান্তর;
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয় ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি অপচয় রোধ করা;
১৪. গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা;
১৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
১৬. কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ৭০ জনঘণ্টায় উন্নীত করা।



বার্ষিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০২১-২০২০



এক নজায়ে বিদ্যুৎখাত



পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প

বিদ্যুৎখাত: উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। এতে বিদ্যুতের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে সেবা-বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং মুজিববর্ষের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরেও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা যাচ্ছে।

নিম্নে এক বছরে (২০১৯-২০ অর্থবছরে) বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ দেখানো হলো:

১. নতুন ১১ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে মোট ১,৭৭৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় খিঁড়ে যুক্তকরণ;
২. ৩০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান;
৩. ৬৩৩ সার্কিট কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ;
৪. ৪৫ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন নির্মাণ;
৫. বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৯৪% থেকে ৯৭%-এ উন্নীত;
৬. মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাথে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

বিষয়		২০১৮-১৯	২০১৯-২০
উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)	মেগাওয়াট	২২,০৫১	২৩,৫৪৮
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	টি	১৩৪	১৩৮
সর্বোচ্চ উৎপাদন	মেগাওয়াট	১২,৮৯৩	১২,৭৩৮
সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কিঃমিঃ	১১,৬৫০	১২,২৮৩
খিঁড় সাবস্টেশনের ক্ষমতা	এমভিএ	৪১,১৯৫	৪৫,১৯৪
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	৯৪%	৯৭%
মাথাপিছু উৎপাদন	কি.ও. ঘণ্টা	৫১০	৫১২
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	৩৪৩	৩৭৩
বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন	কিঃমিঃ	৫ লক্ষ ৩২ হাজার	৫ লক্ষ ৭৭ হাজার
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ	কোটি টাকায়	২৬,৭৭০	২৬,০৩২
সামগ্রিক সিস্টেম লস	%	১১.৯৬	১১.২৩



বিদ্যুৎ বিভাগের গঠন ও জনবল

বিদ্যুৎ বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য এ বিভাগে 'উন্নয়ন', 'প্রশাসন', 'পরিকল্পনা' ও 'বাজেট' অনুবিভাগ রয়েছে। উক্ত অনুবিভাগ ৪টির অধীনে ১০টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ২০টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/যুগ্ম-প্রধান; অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপসচিব/উপ-প্রধান/সিস্টেম এনালিস্ট এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মোট জনবল ১৩২ জন। অনুমোদিত ১৩২ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ১০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বিগত ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিভাগের Reform Management and Policy Research (RM & PR) ইউনিট সৃজনের প্রমিত পদবিন্যাস কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিপত্রে Reform Management and Policy Research (RM & PR) অনুবিভাগের জন্য ০৫টি ক্যাডার পদ সৃজনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকের মাধ্যমে শূন্যপদ দেখানো হলো:

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

ক্র নং	পদবি	সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	সচিব	১	১	০
০২	অতিরিক্ত সচিব	১	৩	০
০৩	যুগ্মসচিব	৩	১০	০
০৪	যুগ্মপ্রধান	১	১	০
০৫	উপসচিব	৮	১২	০
০৬	উপপ্রধান	১	২	০
০৭	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১
০৮	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৬	৮	৮
০৯	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৩	২	১
১০	প্রোগ্রামার	১	১	০
১১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
১২	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১
১৩	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
১৪	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭	১৩	৪
১৫	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫	৪	১১
১৬	হিসাবরক্ষক	১	১	০
১৭	কম্পিউটার অপারেটর	৪	১	৩
১৮	সাঁট মুদ্রাঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬	৪	২
১৯	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাঃ	১৬	১১	৫
২০	ক্যাশিয়ার	১	১	০
২১	ক্যাশ সরকার	১	১	০
২২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	০
২৩	অফিস সহায়ক	৩১	২৪	৭
মোট		১৩২	১০২	৪৪

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান

বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) ও বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) একক ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদারকিকরণের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করা হয়। এছাড়া পাওয়ার সেল বেসরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম, এ খাতের পারফরমেন্স মনিটরিং, ট্যারিফ ও বিদ্যুৎখাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ

১. বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি) (www.eprc.gov.bd);
২. টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) (www.sreda.gov.bd);
৩. বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর (www.eacei.gov.bd);
৪. পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd);
৫. বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) (www.bpmi.gov.bd);
৬. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) (www.bpdb.gov.bd);
৭. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) (www.reb.gov.bd);
৮. ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি) (www.dpdc.gov.bd);
৯. ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো) (www.desco.gov.bd);
১০. ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) (www.wzpdcl.org.bd);
১১. নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো) (www.nesco.gov.bd);
১২. ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি) (www.egcb.gov.bd);
১৩. পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) (www.pgcb.gov.bd);
১৪. আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) (www.apscl.gov.bd);
১৫. রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) (www.rpcl.gov.bd);
১৬. নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো) (www.nwpgcl.gov.bd);
১৭. কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) (www.cpgcbl.gov.bd);
১৮. বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ (www.brpowergen.gov.bd)

বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো



পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটি

পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎখাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় “পাওয়ার সেল”-এর যাত্রা শুরু হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সময়োপযোগী নতুন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎখাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিকরণ, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র দলিল ও সিকিউরিটি প্যাকেজ প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা, আইসিটি ও ই-গভর্নেন্সসহ যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকিসহ পারফরমেন্স মনিটরিং এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব

১. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সময়োপযোগী নতুন আইন/বিধিমালা/নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎখাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
২. বিদ্যুৎখাতের সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
৩. বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও নতুন কোম্পানি গঠনে সহায়তা প্রদান;
৪. বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
৫. বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ;
৬. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
৭. বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারি খাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ও আর্থহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
৮. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
৯. বিদ্যুৎখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পেপারলেস অফিস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
১০. পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
১১. বিদ্যুতের দক্ষ ও শাস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম শনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
১২. বিদ্যুৎখাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
১৩. বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থার সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১৪. বিদ্যুৎখাতের পারফরমেন্স সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
১৫. এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
১৬. বিদ্যুৎখাত সংক্রান্ত ডাটাবেসের হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
১৭. বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন;
১৮. বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

বিগত এক বছরে পাওয়ার সেলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের পারফরমেন্স উন্নয়নের লক্ষ্যে কেপিআই স্বাক্ষর ও তদারকিকরণ;
২. বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস এবং বকেয়া আদায় তদারকিকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৩. সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের অগ্রগতি তুলে ধরা এবং জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৪. “শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা;
৫. বিদ্যুৎখাতের সমন্বিত সফটওয়্যারসমূহ নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
৬. সমন্বিত অভিযোগ ও মতামত ব্যবস্থাপনা (Complaint Management Software) পদ্ধতি হালনাগাদকরণ;
৭. পেট্রোবাংলার “Floating Storage Regasification Unit (FSRU)” প্রকল্পের জন্য পরামর্শ সহায়তা প্রদান;
৮. নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানি কাজে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে পরামর্শ সহায়তা প্রদান;
৯. পিজিসিবিবির ইসিজিএসটিএল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সঞ্চালনের লাইনের “Assessment of Compensation and Preparation of Resettlement Action Plan (RAP)”-এর সমীক্ষা বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন;

১০. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের URES:DCSD প্রকল্পের “Assessment of Compensation and Preparation of RAP for Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of 33kv River Crossing” শীর্ষক সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা;
১১. চলমান বিদ্যুৎখাতের সমন্বিত “Enterprise Resource Planning (ERP)” বাস্তবায়ন;
১২. পিজিসিবি পূর্বাঞ্চলের সঞ্চালন ব্যবস্থা উন্নয়নে “Preparation of Resettlement Action Plan (RAP)” সমীক্ষার জন্য পরামর্শক নিয়োগ ও সমীক্ষা সম্পন্নকরণ;
১৩. ইজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাত্মক সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য “Case Study of Construction Delay” শীর্ষক সমীক্ষা সম্পন্ন;
১৪. “Rationalize and Update the Power Purchase Agreement (PPA) & Implementation Agreements (IA) of IPPs” শীর্ষক সমীক্ষা;
১৫. বিদ্যুৎখাতের জন্য “Independent System Operator (ISO)” প্রতিষ্ঠার জন্য স্ট্যাডি সম্পন্ন করা;
১৬. বিদ্যুৎখাতের জন্য “Baseline Survey on Global Multi-tier Measurement for Access to Energy” শীর্ষক কাজ সম্পন্ন ;
১৭. বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের Pre-Paid Metering System সংক্রান্ত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৮. সোলার রুফটপ সিস্টেম সংক্রান্ত Net Metering Guideline হালনাগাদকরণ;
১৯. সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলা বিদ্যুতায়নের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম;
২০. নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের Unsolicited Proposal সংক্রান্ত Documents (PPA, IA etc) হালনাগাদকরণ;
২১. বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের পারফরমেন্স অডিট শীর্ষক সমীক্ষা;
২২. “Private Sector Power Transmission Policy in Bangladesh” শীর্ষক খসড়া নীতিমালা প্রস্তুতকরণ;
২৩. বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
২৪. সারাদেশের পার্বত্য অঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলসহ সকল এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য রোডম্যাপ (কর্ম পরিকল্পনা) প্রণয়ন;
২৫. করোনাতাইরাসের সময়ে বিদ্যুৎখাতের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ;
২৬. বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের জন্য নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন সংক্রান্ত টার্গেট নির্ধারণ;
২৭. বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের স্মার্ট গ্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমের জন্য Communication Technology নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৪ টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ৮ টি ৩৩/১১ কেভি জিআইএস উপকেন্দ্র এবং ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম উদ্বোধন

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ একটি সংযুক্ত দপ্তর। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্টের ধারা ৩৬ ও ১৯৩৭ সালের ইলেকট্রিসিটি রুলসের বিধি ৪-১০ অনুসরণে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮-এর ৩১ ধারায় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের স্থলে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক হিসেবে সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৩৭ সালের বিদ্যুৎ বিধিমালার ৬২ ও ৭৯ বিধি মোতাবেক শিল্প কল-কারখানা সহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানসহ ৪৯(৫) বিধি মোতাবেক উচ্চ ও মধ্যম চাপের পুরাতন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ মেয়াদি পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিধিমালার ৪৮(১) বিধি মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ দপ্তর পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম বাবদ সরকারের রাজস্ব (Non-tax Revenue) আদায় করে থাকে।

রূপকল্প

বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনজীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য

জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাঁদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজারি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- (ক) নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- (খ) দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি প্রস্তুতকরণ ও লাইসেন্স প্রদান।

২. কার্যাবলি

- (ক) সমগ্র বাংলাদেশের আবাসিক/এ্যাপার্টমেন্ট ভবন/বাণিজ্যিক ভবন/শিল্প কলকারখানায় ৮০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ মধ্যম ও উচ্চ চাপের নতুন বৈদ্যুতিক স্থাপনা, উপকেন্দ্র ও লাইনসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান;
- (খ) প্রতিটি শিল্প কলকারখানার বৈদ্যুতিক স্থাপনায় জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা;
- (গ) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার রিপোর্টের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (ঘ) নতুন সিনেমা হলের বিদ্যুৎ সংযোগের ছাড়পত্র প্রদান ও প্রদর্শনী লাইসেন্স জারির সুপারিশ করা;
- (ঙ) সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, প্রকৌশলীবৃন্দ ও ইলেকট্রিশিয়ানদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজারি কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরি পারমিট প্রদান এবং এগুলো প্রতি বছর নবায়ন করা ও এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- (চ) পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম বাবদ সরকারের রাজস্ব (Non-tax Revenue) আদায়।

সাংগঠনিক কাঠামো

১৯৪৭ সালে ১১ (এগার)টি পদ সৃজনের মাধ্যমে এ দপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮২ সালে ৩৩ জন (৮ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারী) জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনসহ ১৯৮৫ সালে নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদিত হয়। সেবার মান অধিকতর উন্নয়ন ও দ্রুতকরণের লক্ষ্যে ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে ০৪ মে ২০১৪ তারিখে নতুন আরও ১২টি পদ চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। বর্তমানে এ দপ্তরে নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ৪৫ জন। দপ্তরটি শক্তিশালী, আধুনিকিকরণ ও ডিজিটলাইজড এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপন করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় হতে নতুন আরও ৬৯টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে পদ সৃজনের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে একটি শক্তিশালী আধুনিক অফিস স্থাপন করা সম্ভব হবে।

সেবাভিত্তিক সাফল্য

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক রেগুলেটরি কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিগত ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেবা প্রদানের অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হলো:

ক্র নং	কার্যক্রম	২০১৮-১৯ অর্থবছর	২০১৯-২০ অর্থবছর	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অগ্রগতির হার (%)
০১	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি	৩৫২৯	৩১৬৪	(-) ১০.৩৪%
০২	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স জারি	৫০২	৮৮৩	(+) ৭৫.৮৯%
০৩	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট জারি	৮২৩	১৮৪৮	(+) ১২৪.৫৪%
০৪	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারি	১৪০৮৬	৮৫১১	(-) ৩৯.৫৭%
০৫	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স নবায়ন	৪৩১৩	৪৫০২	(+) ৪.৩৮%
০৬	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৫৩৩৪	৫৩১১	(-) ০.৪৩%
০৭	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন	৭০০৩	৭৮২০	(+) ১১.৬৬%

আর্থিক সাফল্য

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিবছরই রাজস্ব (Non-tax Revenue) আয় করে আসছে। বিগত ০২ (দুই) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নিচের ছকে দেয়া হলো।

অর্থবছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অর্জনের হার (কম/বেশি)
২০১৮-১৯	১০,৮৫,০০,০০০.০০	১১,৪৫,৫৪,০০০.০০	(+) ৬০,৫৪,০০০.০০	(+) ৫.৫৮%
২০১৯-২০	১১,০০,০০,০০০.০০	১০,০৫,৩৩,০০০.০০	(-) ৯৪৬৭০০০.০০	(-) ৮.৬০%

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

সমস্যা

১. জনবলের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় রুটিন পরিদর্শন কাজে বিঘ্ন;
২. পরিদর্শন যানবাহনের না থাকায় পরিদর্শন কাজে বিঘ্ন;
৩. বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস না থাকা।

চ্যালেঞ্জ

১. ২০২১ সালের মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধিসহ বিভাগীয় শহরে অফিস স্থাপন;
২. অনলাইনভিত্তিক গ্রাহকসেবা চালুকরণ;
৩. দাপ্তরিক সমস্ত কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক বাস্তবায়ন করা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

এ দপ্তরের কার্যক্রমের উপর সামগ্রিক একটি ডাটাবেইজ তৈরি করার জন্য ইতোমধ্যে এডিপিতে একটি অটোমেশন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রূপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ সকল কাজ সম্পাদন করা হলে একদিকে যেমন দপ্তরের লাইসেন্সিং কার্যক্রমসহ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের গ্রাহকের আবেদন অনলাইনে গ্রহণপূর্বক অনুমোদনপত্র প্রদান করা সম্ভব হবে; অপরদিকে এ দপ্তরের লাইসেন্সিং কার্যক্রমও পর্যায়ক্রমে ডিজিটলাইজড করা যাবে। এতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে।

২০২০ সালের মধ্যে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর নিজস্ব অফিস ভবনে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর এবং ২০২১ সালে সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধিসহ বিভাগীয় শহরে অফিস স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপিত হলে লাইসেন্সিং কার্যক্রম এবং উপকেন্দ্রের অনুমোদনপত্র গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ঢাকায় আসতে হবে না। ফলে গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘব হবে এবং গ্রাহক সেবার মানে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে।



প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

২০১২ সালের ৪৮ নং আইনের মাধ্যমে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) গঠিত হয় এবং ২০১৪ সালের ২২ মে শ্রেডা কার্যক্রম শুরু করে। এসডিজি ৭-এর লক্ষ্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্ব প্রদান, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধান শ্রেডা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ভিশন

জ্বালানির টেকসই উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে একটি জ্বালানি সচেতন সমাজ গঠন।

মিশন

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও প্রসার, জ্বালানি দক্ষতার উন্নয়ন, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধান।

শ্রেডার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী ২৩ জন (গ্রেড ১-৯), ৫ জন (গ্রেড-১০), ২৪ জন (গ্রেড ১১-১৬) এবং ০৯ জন (গ্রেড ১৭-২০) কর্মচারীসহ মোট ৬১টি পদ বিদ্যমান। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালন এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শ্রেডার সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বর্তমানে ঢাকার ইনিস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স ভবনের ১০ম ও ১১তম তলার সুপারিসর ও অত্যাধুনিক অফিসে শ্রেডার কার্যক্রম চলছে। শ্রেডার প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য শের-ই-বাংলা নগরে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ভবন নির্মাণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত শ্রেডা ভবনের নকশা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

প্রধান প্রধান কার্যাবলি

১. সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয়;
২. টেকসই জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ;
৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের যথাযথ ব্যবহারে সহযোগিতা করা;
৪. নতুন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার এবং সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;
৫. বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৬. নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন;
৭. সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৮. আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

শ্রেডার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৪. কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি পরিবেশ নিশ্চিত ও মানোন্নয়ন;
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার;
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত

১. Energy Efficiency and Conservation Master Plan upto 2030;
২. Action Plan for Energy Efficiency and Conservation;
৩. জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬;
৪. শ্রেডার কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১৮;
৫. টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল পরিচালনা বিধিমালা-২০১৯;
৬. Energy Audit Regulation-২০১৮;
৭. নেট মিটারিং নির্দেশিকা ২০১৮;
৮. Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৯. Bangladesh National Building Code-এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;
১০. বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইভান্সিফিকেশন সুরক্ষা প্রদানের জন্য নীতিমালা;
১১. টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য SREP (Scaling-up Renewable Energy Project) Investment Plan;
১২. Building Energy Efficiency and Environment Rating (BEEER)-এর খসড়া;
১৩. Grid Integration of Solar Irrigation Pump বিষয়ক গাইডলাইনের খসড়া;
১৪. বায়োগ্যাস গাইডলাইনের খসড়া;
১৫. খসড়া যন্ত্রপাতির জ্বালানি দক্ষতা প্রমিতকরণ ও লেবেলিং প্রবিধানমালা;
১৬. শ্রেডার ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার।

ইনোভেশন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তরসমূহের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য ইনোভেটিভ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও তথ্য জনসাধারণের নিকট উন্মুক্তকরণ;
২. বিভিন্ন শিল্পকারখানায় অব্যবহৃত তাপ, চাপ, বাষ্প ব্যবহার করে ওয়েস্ট হিট রিকোভারি কার্যক্রম প্রসার;
৩. সোলার বোটের পাইলটিং;
৪. জ্বালানি সাশ্রয় উন্নত চুলার নতুন মডেল উদ্ভাবন;
৫. চিংড়ি ঘেঁরে সোলার প্যানেল ব্যবহারে এইরেশন ও চিংড়ি উৎপাদনে প্রভাব সমীক্ষা;
৬. সৌর বিকিরণের পরিমাণ নির্ণায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন;
৭. সোলার প্যানেলের মানমাত্রা বাস্তবায়নে শ্রেডা কর্তৃক No Objection Certificate (NOC) জারিকরণ প্রক্রিয়া অনলাইন;
৮. নেট মিটারিং প্রোগ্রামের অনুমোদিত যন্ত্রাংশের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
৯. প্রায় ১২.০৫ মেগাওয়াট ক্যাপাসিটির রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন;
১০. ১০.৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন;
১১. Grid Integration of Solar Minigrid-এর কারিগরি উপযোগিতা বিষয়ক সুপারিশ;
১২. শ্রেডার নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে Site Specification Wind Data Collection কার্যক্রম গ্রহণ;
১৩. Biomass Resource Mapping সম্পন্নকরণ;
১৪. জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪টি ব্যাচে মোট ১৬৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৫. জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষা-২০২০ গ্রহণ;
১৬. শ্রেডার ওয়েবসাইটে অনলাইন নেট মিটারিং ক্যালকুলেটর প্রস্তুতকরণ;
১৭. জ্বালানি সাশ্রয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অনলাইনে No Objection Certificate (NOC) প্রদান
১৮. শ্রেডায় ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চালু ;
১৯. বায়োমেট্রিক (ফিঙ্গার প্রিন্ট)/ডিজিটাল (প্রক্সিমিটি কার্ড) অ্যাটেনডেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রেডার কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতির রেকর্ড সংরক্ষণ;
২০. সকল ডাক ও নথি আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজসমূহ ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে নিষ্পন্ন ;

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি)

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উৎকর্ষ আনয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫-এর মাধ্যমে ২৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনোভেশন, ইনকিউবেশন এবং অস্ট্রোপ্রেনারশিপ (IPE) মূলনীতি অনুসরণে দেশের বিদ্যমান প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রূপকল্প

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতের দক্ষ, সাশ্রয় এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নে উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রদান।

অভিলক্ষ্য

কাউন্সিল বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে সহায়তা করবে। এটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি/বেসরকারি গবেষণা সংস্থা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা দক্ষতা জোরদার করবে এবং পাশাপাশি জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতে গবেষণার প্রয়োজনকে তুলে ধরতে একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা এবং এই চাহিদা পূরণের জন্য আকর্ষণীয় উদ্ভাবনী সমাধানসমূহ সংগ্রহ করা;
২. জাতীয় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামোগত চাহিদা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ গবেষণা ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং একত্রীকরণ;
৩. গবেষণা সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক সক্ষমতার উন্নয়নকরণ;
৪. গবেষণা মঞ্জুরি এবং বৃত্তি কার্যক্রমে অর্থায়ন, সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ;
৫. গ্রাহকভিত্তিক এবং চাহিদাভিত্তিক যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তাকরণ এবং
৬. গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

১. জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা এবং সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গবেষণা সম্পর্কিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে উৎসাহ প্রদান;
৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রায়োগিক গবেষণাকার্যে উৎসাহ প্রদান এবং উক্ত গবেষণা কার্যের সমন্বয় সাধন;
৫. জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কাজে সম্পৃক্তকরণ;
৬. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন, উৎকর্ষ সাধন ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৭. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় পণ্যসমূহের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসপূর্বক জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে আনয়ন বা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;
৮. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক গবেষণালব্ধ ফলাফল ও প্রয়োগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কর্মশালার আয়োজন এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
৯. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার স্থাপনসহ নিয়োজিত গবেষকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ;

১০. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রায়োগিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
১১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত সমস্যা নিরসনে করণীয় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
১২. কাউন্সিলের বাজেট প্রস্তাব অনুমোদনসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পর্কিত গবেষণা পরিকল্পনা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
১৩. গবেষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং অনুমোদন;
১৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা;
১৫. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রমসহ নতুন গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধনে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান;
১৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন;
১৭. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি, প্রবিধান দ্বারা বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক যে ৭ টি গবেষণা ক্ষেত্রে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদানের জন্য গবেষণা প্রস্তাব আহবান করা হয় তা নিম্নরূপ:

১. Responsible Energy Conservation
২. Energy Efficiency and Demand Management
৩. Renewable Energy
৪. Conventional Energy
৫. Transmission & Distribution-Integration and Infrastructure
৬. Energy, Environmental and Socio-economic Impact Analysis
৭. Energy Storage (including crossborder storage, positive use of offpeak power)



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৮টি ৩৩/১১ কেভি জিআইএস উপকেন্দ্র ও ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

- ১) প্রায়োগিক গবেষণা প্রস্তাব দাখিল ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সহজীকরণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাউন্সিলের নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে (www.researchgrant.eprc.gov.bd) এবং হালনাগাদকরণ চলমান রয়েছে;
- ২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্য এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক বিশ্বব্যাপী সমসাময়িক গবেষণা বিষয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০৯ (নয়) টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনার/ওয়ার্কশপসমূহ নিম্নরূপ:
 - ক) যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) কর্তৃক ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “Sustainable Energy and Power Transition in Bangladesh” শীর্ষক সিম্পোজিয়াম;
 - খ) ১৪/০৯/২০১৯ তারিখে বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে অনুষ্ঠিত “Problem Solving Session” শীর্ষক সেশন;
 - গ) পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি) কর্তৃক ২২/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “Electrical Safety: Power Transmission and Distribution for Coastal Area of Bangladesh” শীর্ষক ওয়ার্কশপ;
 - ঘ) পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগ কর্তৃক ২৮/১০/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “Renewable Energy & Sustainable Development of Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার;
 - ঙ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল অনুষদ কর্তৃক ২১/১১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “Potentials and Challenges of Energy and Power Sector of Bangladesh” শীর্ষক ওয়ার্কশপ;
 - চ) আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ কর্তৃক ১৮/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত “টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত: আমাদের করণীয়” শীর্ষক কর্মশালা;
 - ছ) বিদ্যুৎ ভবনের সম্মেলন কক্ষে ০৫/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত “Battery Energy Storage as Backup Power for Garments Industry” শীর্ষক সেমিনার;
 - জ) বিদ্যুৎ ভবনের সম্মেলন কক্ষে ০৬/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত “Hydrogen Fuel Cell and its Prospect in Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার;
 - ঝ) শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কর্তৃক ২৪/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত “Renewable Energy in Bangladesh: Prospects and Challenges” বিষয়ক সেমিনার।
- ৩) প্রায়োগিক গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নসহ কাউন্সিলের বিভিন্ন কার্যক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তার নিমিত্তে দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষকদের সমন্বয়ে ১১১ (একশত এগার) জন সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল অব এক্সপার্ট গঠন করা হয়েছে ও প্যানেলের হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং তাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা হচ্ছে।
- ৪) বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে MoU স্বাক্ষর করার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ল্যাব আধুনিকায়নে বিইপিআরসি পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এরই অংশ হিসাবে Building Energy Management System Lab (BEMS Lab) স্থাপনের লক্ষ্যে অর্থায়ন করা হয়েছে। BEMS Lab বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
- ৫) Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)-এ বিইপিআরসির অর্থায়নে “Design and Optimization of Parabolic Reflector Type Solar Cooker for Indoor Application” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে Clean Cooking-এর জন্য সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে।

- ৬) ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)-এ “Future Grid: Demand Response Enabled Future Smart Grid to Maximize Intermittent RE Penetration and Reduce Electricity Loss and Theft” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় Demand Management-এ গ্রাহকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।
- ৭) কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েটে “Integrated Concept for Converting Solid Waste to Energy (InConSolE) – Waste to Biocoal for Power Generation” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা শহরের Solid Waste প্রক্রিয়াজাত করে Biocoal উৎপন্ন করা হবে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যাবে।
- ৮) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েটে “Design and Development of a Strategic Flow-Acceleration System to Maximize the Power Output of a Conventional Open (bare) Wind Turbine in Context of Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে।
- ৯) গ্যাস এন্ড সিরামিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েটে “Energy Harvesting Glass for Green Building Application” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে।
- ১০) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)-এ “Remotely Accessible Cyber-Physical System Testbed and open Architecture Synchro Phasor System for Bangladesh's National Power Grid's Cyber Security and Reliability” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে।



সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই)

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎখাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে নতুন নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে জ্বালানি বৈচিত্র্য (Fuel Diversification) বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্পকে আরও অত্যাধুনিক করে তুলছে। গ্রাহকদের নিকট নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য একদিকে যেমন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োজন, তেমনি সে সব প্রযুক্তি ব্যবহারের এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎখাত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ জনবল।

বিদ্যুৎখাতের প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য এবং বিভিন্ন স্থাপনার কারিগরি নকশা তৈরি, নির্মাণ, কমিশনিং, পরীক্ষা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দক্ষ, স্বপ্রণোদিত পেশাদার কর্মীবাহিনী প্রয়োজন, যা শুধুমাত্র যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব।

অতীতে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল সৃজনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে বিদ্যুৎ বিভাগ 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' (বিপিএমআই) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বিপিএমআই-এর পরিচালনা পদ্ধতি

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের একটি গভর্নিং বডি রয়েছে, যার সভাপতি বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব। ১৬ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডির নির্দেশনা অনুসারে বিপিএমআই-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বিপিএমআই-এর মূল কার্যাবলি

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের মূল কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. পাওয়ার সেক্টর প্রশিক্ষণ নীতিমালা বা পিএসটিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহায়তা করা;
২. দক্ষ জনবল গঠনে যুগোপযোগী ও মানসম্মত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ-মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৩. বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
৪. বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা;
৫. প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদ্যুৎখাতে পরামর্শক ও উপদেষ্টা সেবা প্রদান করা;
৬. সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৭. ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৮. সহশ্রাধিক প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে একযোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৯. বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম ও স্টাডি সম্পাদন করা।

যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্ব প্রদান করা হবে

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ
২. বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
৩. কোল সোর্সিং ও হ্যাভলিং
৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন
৫. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
৬. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা
৮. উন্নত গ্রাহক সেবা
৯. বিদ্যুৎখাতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার
১০. প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি)
১১. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ
১২. আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
১৩. সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
১৪. লিডারশিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

এ সব বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলো বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে, বাকি বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণ কোর্স যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা হবে।

কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট

বিপিএমআইতে যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, সে সব বিষয়ে কোর্স কারিকুলাম তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যুৎ বিভাগের সিবিআইএসপি প্রকল্পের আওতায় কিছু কোর্সের কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছিল। বিপিএমআই সেগুলোকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে কারিগরি বিষয়সমূহে বুয়েটসহ বিভিন্ন কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে নিজস্ব কোর্স কারিকুলাম তৈরি করে। অকারিগরি, যেমন সাধারণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় কারিকুলাম উন্নয়ন করা হয়। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামের সাথে সেগুলো মিলিয়ে নেয়া বা প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা হয়। বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থা বা কোম্পানির দক্ষ প্রকৌশলী বা কর্মকর্তাদের সাথেও এ সব কারিকুলাম নিয়ে পরামর্শ করা হয়। এরপর বিপিএমআই কোন বিষয়ের কোর্স কারিকুলাম অনুমোদন করে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে কোর্সটি সম্পর্কে ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয়। তবে, আন্তর্জাতিক পরামর্শকদের সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স কারিকুলাম এবং কোর্স ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য বিপিএমআই একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য দাখিল করেছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিপিএমআই-এর কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১,৬৫০ জন কর্মকর্তা/প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে করোনাভাইরাসজনিত পরিস্থিতির কারণে প্রায় ৩ মাস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে জুন ২০২০ মাস থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিপিএমআই ২০১৯-২০ অর্থবছরে যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, তা নিম্ন হুকে উল্লেখ করা হলো:

ক্র নং	বিষয়	প্রশিক্ষণপঞ্জি ২০১৯-২০ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত
০১	প্রশিক্ষণ কোর্স	৩৪টি
০২	কর্মশালা	২টি
০৩	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১,২৬৩ জন
০৪	প্রশিক্ষণ দিবস	৩৩২ দিন
০৫	প্রশিক্ষণ জনদিবস	১০,৯৫৫ জনদিবস
০৬	প্রশিক্ষণ জনঘণ্টা	৮৬,৩২৮ জনঘণ্টা
০৭	জনপ্রতি জনঘণ্টা (প্রশিক্ষণ)	৭৯.৯৩ ঘণ্টা

করোনাভাইরাসজনিত ছুটির কারণে ৩ মাস বন্ধ থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলতি বছরে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

বিপিএমআই-এর কার্যক্রম পরিচালনার ২ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণের মান এবং পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিপিএমআই তার উপর অপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছে।

বিপিএমআই যে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে নিজের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, সেগুলো হচ্ছে:

১. জনবলের স্বল্পতা
২. পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব
৩. নিজস্ব ভবন না থাকা
৪. ক্রাসকর্মের স্বল্পতা
৫. নিজস্ব ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপের অভাব
৬. বিভিন্ন বিষয়ের সিমুলেটর না থাকা
৭. প্রশিক্ষার্থীদের যথাসময়ে ও চাহিত সংখ্যায় মনোনয়ন প্রদান না করা

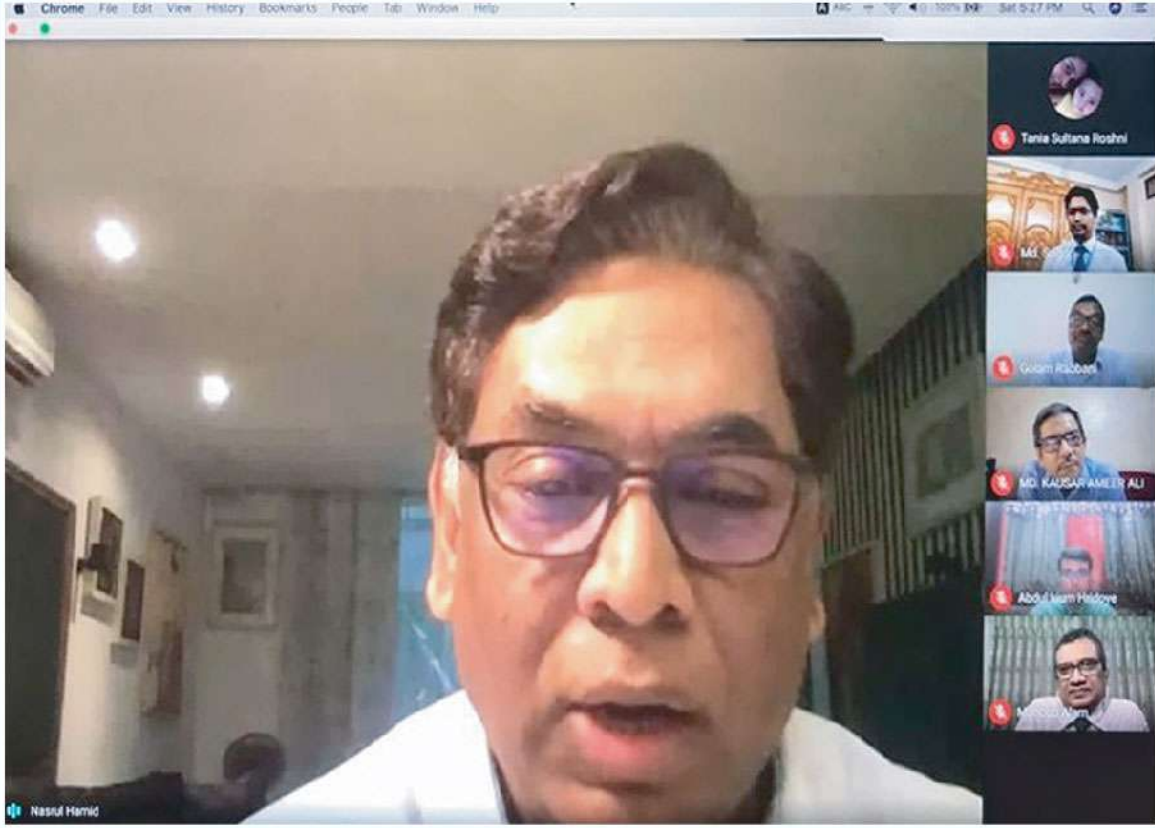
বিপিএমআই বর্তমানে পূর্বাচলে ডেসকোর একটি সাব-স্টেশন ভবনে নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিপিএমআই একত্রে কাজ করেছে। ভবিষ্যতে কেরাণীগঞ্জে নিজস্ব জমিতে ভবনাদি নির্মাণ করার পর সেখানে কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যাতে বিদ্যুৎখাতে প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিপিএমআই প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষমতা বাড়ানো, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করেছে, যেগুলো হচ্ছে:

১. এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে বিদ্যুৎখাতে উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ, পেশাদার কর্মীবাহিনী তৈরির জন্য বিপিএমআই প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;
২. মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোর্স কারিকুলাম ও কোর্স ম্যাটেরিয়াল তৈরি করবে;
৩. কারিগরি, জনবল ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাতে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষক তৈরি করবে;
৪. বিদ্যুৎ সেক্টরের বেসরকারি খাতে কর্মরত জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
৫. বিদ্যুৎখাতে প্রশিক্ষণের একটি মান নির্ধারণেও বিপিএমআই কাজ করবে;
৬. বিপিএমআই ভবিষ্যতে বিদ্যুৎখাতে সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত পরামর্শক (কনসালট্যান্ট) সেবা প্রদান করবে। কনসালট্যান্ট সার্ভিসের জন্য বিদেশ-নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলকে এক ছাতার তলায় আনা হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
৭. কারিগরি সহায়তার জন্য দেশের সরকারি/বেসরকারিখাত এবং বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বিপিএমআই ভারতের এনটিপিসি/এনপিটিআই, জাপানের টেকোসহ অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার জন্য সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের জন্য আলোচনা চলছে;
৮. কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা ও মেইনটেন্যান্স বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত জনবল গড়ে তোলা হবে;
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ তথা সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ে বুদ্ধিভিত্তিক পরামর্শ সেবা প্রদান করবে;
১০. স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেরাণীগঞ্জে ২৫ একর জমি নেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বাবিউবোর সহায়তায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে;
১১. সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎখাত তথা বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএমআইকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইনস্টিটিউট বা উৎকর্ষতার কেন্দ্র (সেন্টার অব এক্সেলেন্স) হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

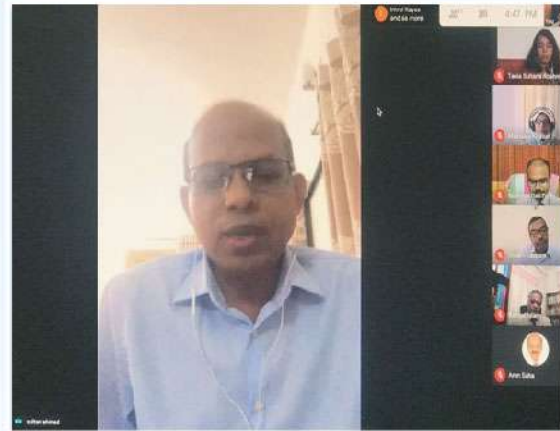
শুরু থেকেই বিপিএমআই প্রশিক্ষণে উচ্চমান রক্ষার জন্য চেষ্টা করে আসছে। এ জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বিদেশি বিভিন্ন সমশ্রেণির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে প্রয়োগের লক্ষ্যে বিপিএমআই সব সময় সচেষ্ট থাকবে।



বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
কর্তৃক অনলাইনে ২য় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ উদ্বোধন



অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব



অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য দিচ্ছেন
বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব



চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ফেঞ্চুগঞ্জ ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বার্ষিক প্রতিবেদন
জানুয়ারি ২০১৯-২০২০



বিদ্যুৎ উৎপাদন



মধুমতি ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে মেয়াদভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা নিবিড়ভাবে তদারকির মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



মধুমতি ১০০ মেগাওয়াট এইচএফও বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ২৩ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০,৩৮৩ মেগাওয়াট, ক্যাপটিভ ২,৮০০ মেগাওয়াট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি (অফগ্রিড) ৩৬৫ মেগাওয়াট।

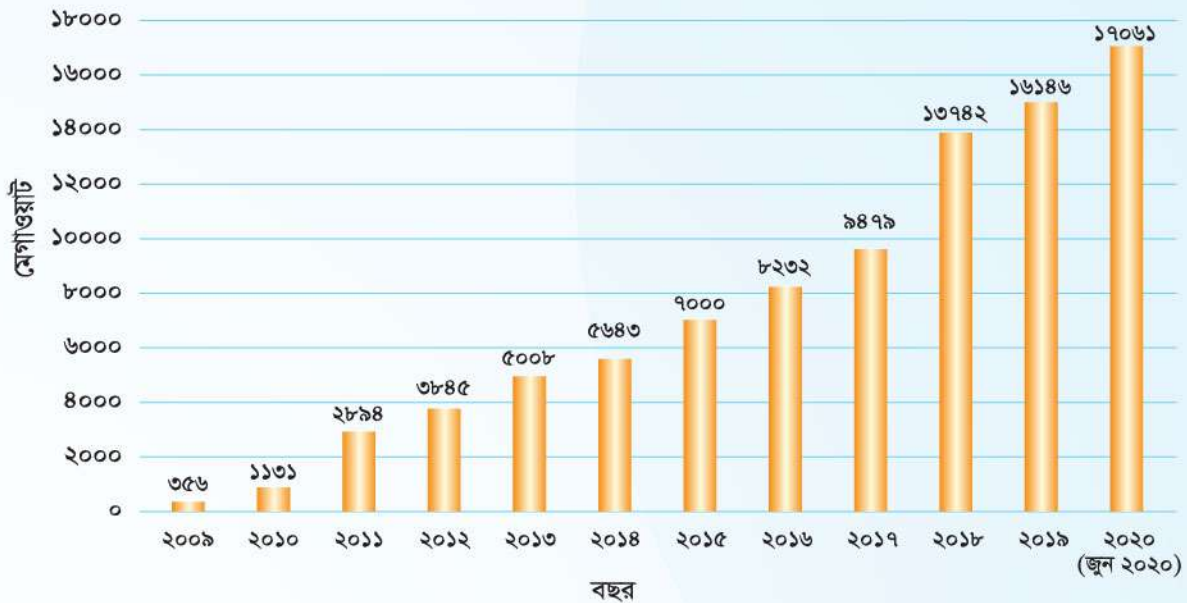
ক্রমিক	খাত	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
ক	গ্রিড	২০,৩৮৩
খ	অফগ্রিড	
	ক্যাপটিভ	২,৮০০
	নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৩৬৫
		মোট : ২৩,৫৪৮

গ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০,৩৮৩ মেগাওয়াট; এর মধ্যে সরকারি খাতে ৯,৭১৭ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৮,৮৮৪ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ৩৬২ মেগাওয়াট ও বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্রমিক	খাত	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	শতকরা
ক	সরকারি	৯,৭১৭	৪৮%
খ	বেসরকারি	৮,৮৮৪	৪৩%
গ	যৌথ উদ্যোগ	৬২২	৩%
ঘ	বিদ্যুৎ আমদানি	১,১৬০	৬%
		মোট: ২০,৩৮৩	১০০%

বর্তমানে আরও ১৫ হাজার ২৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এর মধ্যে ৯ হাজার ৬৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্র সরকারি খাতে এবং ৬ হাজার ২২৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেসরকারি খাতে নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২ হাজার ৭৮৫ মেগাওয়াটের ১২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ও ৬৫০ মেগাওয়াটের ৬টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১৯ হাজার ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ১৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ সাল হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৫,৯০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১২৮টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষমতা দেখানো হলো:

সাল (ক্যালেন্ডার)	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০ (জুন ২০২০)	মোট
ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	৬৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১১৩২	১১৮৭	৩৭৬৩	২৪০৪	৯১৫	১৫৯০১
বিদ্যুৎ আমদানি	০	০	০	০	৫০০	০	০	১০০	৬০	৫০০	০	০	১১৬০
মোট	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	১১৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১২৩২	১২৪৭	৪২৬৩	২৪০৪	৯১৫	১৭০৬১



বছরভিত্তিক জাতীয় খিডে বিদ্যুৎ সংযোজন (ক্রমপুঞ্জিত)

১.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৫০ টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার মোট ক্ষমতা ৩০,২৯৮ মেগাওয়াট। তন্মধ্যে রয়েছে সরকারি খাতে ৫৫ টি, ভাড়াভিত্তিক ২০ টি এবং আইপিপি ৭৫ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যার বিবরণ নিম্নরূপ:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরন	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	৫৫	১৬,১৭১
রেন্টাল	২০	১,৬৫৩
আইপিপি	৭৫	১২,৪৭৪
মোট	১৫০	৩০,২৯৮

২ হাজার ৭৮৫ মেগাওয়াটের ১২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন যার বিবরণ নিম্নরূপ:

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	০	০
বেসরকারি	১২	২,৭৮৫
মোট	১২	২,৭৮৫

৬৫০ মেগাওয়াটের ৬টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ:

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	১	৪০০
বেসরকারি	৫	২৫০
মোট	৬	৬৫০

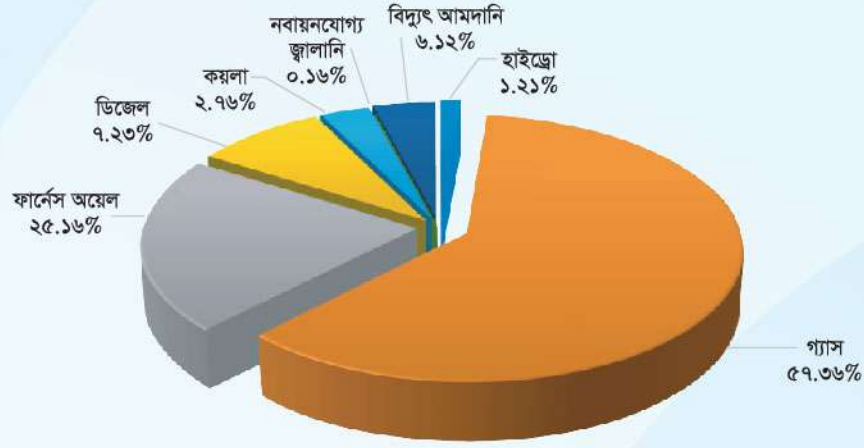
২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ পরিশিষ্ট 'ক', চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ও দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'খ' এবং নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'গ'-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

১.২ জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

জুন ২০২০ সালে জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (গ্রিড) ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো:

জ্বালানির ধরন	সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
হাইড্রো	১	২৩০
গ্যাস	৬৪	১০,৯৭৯
ফার্নেস অয়েল	৫৬	৫,৫৪০
ডিজেল	১০	১,২৯০
কোল	৩	১,১৪৬
নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৪	৩৮
বিদ্যুৎ আমদানি		১,১৬০
মোট	১৩৮	২০,৩৮৩

জ্ঞানানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

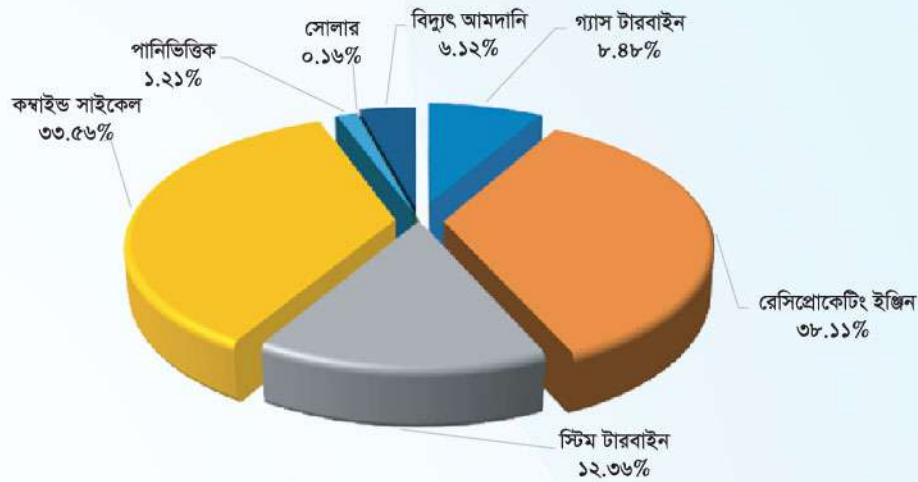


উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিড) ২০,৩৮৩ মেগাওয়াট

জুন ২০২০ সালে প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (গ্রিড) ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো:

প্রযুক্তি	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
গ্যাস টারবাইন	৮৫১
রেসিপ্রোকটিং ইঞ্জিন	৭,৮০৮
স্টিম টারবাইন	২,৯৬৬
কম্বাইন্ড সাইকেল	৭,৩৩০
পানিভিত্তিক	২৩০
সোলার	৩৮
বিদ্যুৎ আমদানি	১,১৬০
মোট	২০,৩৮৩

প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



উৎপাদন ক্ষমতা ২০,৩৮৩ মেগাওয়াট

১.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির (খিড) তুলনামূলক চিত্র

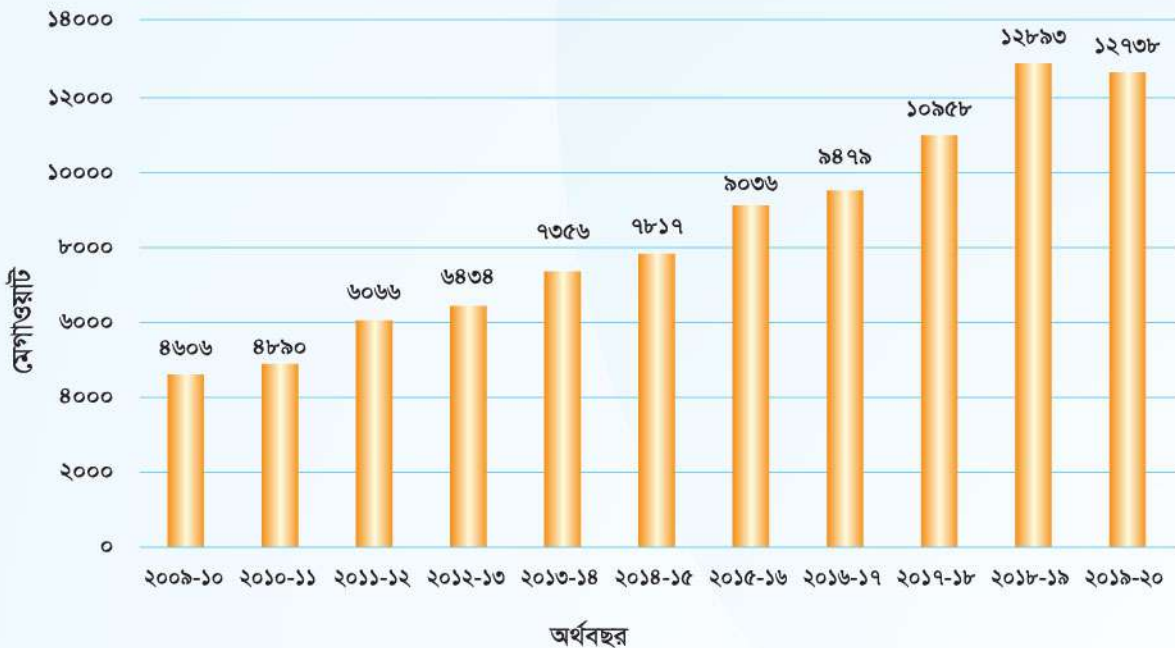
২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি খাতে ৯,৫০৭ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৮,২৯৪ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৮,৯৬১ মেগাওয়াট। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৯,৭১৭ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৮,৮৮৪ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ৬২২ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ ২০,৩৮৩ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ৭.৫% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৬০৬ মেগাওয়াট। যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেড়ে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ ১২,৭৩৮ মেগাওয়াটে (৫ আগস্ট ২০১৯) দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে তীব্র গরম এবং সেচের কারণে প্রতিবছর বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং সে আলোকে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে ২০২০ সালে করোনা মহামারির উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজ, কলকারখানা বন্ধ থাকায় বিদ্যুতের চাহিদা প্রক্ষেপণ থেকে কম ছিল।

২০০৯-১০ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নে দেওয়া হলো:

অর্থবছর	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৯-১০	৪,৬০৬
২০১০-১১	৪,৮৯০
২০১১-১২	৬,০৬৬
২০১২-১৩	৬,৪৩৪
২০১৩-১৪	৭,৩৫৬
২০১৪-১৫	৭,৮১৭
২০১৫-১৬	৯,০৩৬
২০১৬-১৭	৯,৪৭৯
২০১৭-১৮	১০,৯৫৮
২০১৮-১৯	১২,৮৯৩
২০১৯-২০	১২,৭৩৮

বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র



১.৪ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার

জ্বালানি নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের একক জ্বালানি হিসাবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্র্যতাকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের (গ্রিড) প্রায় ৭১.৮০ শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল প্রায় ৮৯.২১ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হলো:

অর্থবছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাস ভিত্তিক	কয়লা ভিত্তিক	তরল জ্বালানি ভিত্তিক	পানি ভিত্তিক	আমদানি ভিত্তিক	নবায়নযোগ্য জ্বালানি
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--	
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--	
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--	
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--	
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--	
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭	
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬	৬৯.৪৪	২.০৫	১৯.৯০	১.২৩	৭.৩৭	
২০১৫-১৬	৫২,১৯৩	৬৮.৬৩	১.৬২	২০.৫৭	১.৮৪	৭.৩২	
২০১৬-১৭	৫৭,২৭৬	৬৬.৪৪	১.৭৬	২১.৯৬	১.৭১	৮.১৩	
২০১৭-১৮	৬২,৬৭৮	৬৩.৩১	২.৭০	২৪.৭২	১.৬৩	৭.৬৩	০.০১
২০১৮-১৯	৭০,৫৩৩	৬৮.৪৯	১.৭৪	১৯.০৭	১.০৩	৯.৬২	০.০৫
২০১৯-২০	৭১,৪১৯	৭১.৮০	৪.২০	১৩.৪০	১.২০	৯.৩০	০.১০

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১৮-১৯

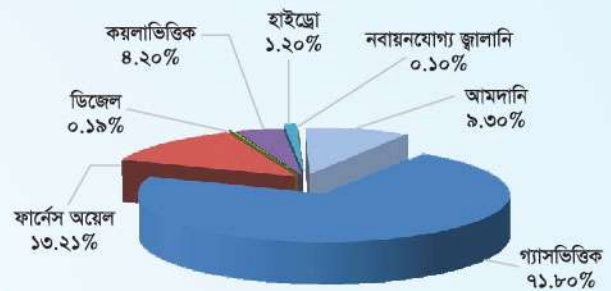
বিদ্যুৎ উৎপাদন জ্বালানির ধরন অনুযায়ী



মোট উৎপাদন ৭০,৫৩৩ মিলিকিঃঘঃ

জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১৯-২০

বিদ্যুৎ উৎপাদন জ্বালানির ধরন অনুযায়ী



মোট উৎপাদন ৭১,৪১৯ মিলিকিঃঘঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৭০,৫৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭১,৪১৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮৮৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৫.০ পরিকল্পনাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক ৮,৫৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানি ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	পায়রা ১২০০x৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৩,৬০০	এনডব্লিউপি জিসিএল	এলএনজি	জুন ২০২৪ জুন ২০২৭ জুন ২০৩৩	Siemens এবং NWPGL এর মধ্যে JDA স্বাক্ষর করা হয়েছে।
০২	সিদ্ধিরগঞ্জ ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৫	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
০৩	৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (JV of CPGCBL & Mitsui & Co. Ltd, Japan)	৬০০	মৌখ উদ্যোগ (জাপান)	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৬	প্রকল্পের Feasibility Study এবং ESIA Study-এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৪	মহেশখালি ১২০০x৩ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি	৩,৬০০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৬ জুন ২০২৮ জুন ২০৩১	GE এবং BPDB-এর মধ্যে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
০৫	বরিশাল ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২২৫	বিপিডিবি	গ্যাস/ ডিজেল	ডিসেম্বর ২০৩৩	প্রাথমিক কাজ চলছে।
মোট		৮,৫৭৫				

১.৫.১ নির্মাণাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক নির্মাণাধীন ৩,৪৭১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	অগ্রগতি
০১	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০০	বিপিডিবি	গ্যাস	আগস্ট ২০২০	৯১%
০২	শাহজিবাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	বিপিডিবি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২০	৯৬%
০৩	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৩৮৩	ইজিসিবি	গ্যাস	জিটি: অক্টোবর/২০ এসটি: ডিসেম্বর/২০	৮০%
০৪	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০৬	বিপিডিবি	গ্যাস	এসটি: ডিসেম্বর/২০	৯৯%
০৫	আগুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব)	৪০০	এপিএসসিএল	গ্যাস	জুন ২০২১	৫০%
০৬	রূপসা ৮০০ (২x৪০০) মেগাওয়াট সিসিপিপি	৮৮০	এনডব্লিউপি জিসিএল এপিএসসিএল	এলএনজি	১ম ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২২	২১%
০৭	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৮৪	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	জুলাই ২০২২	৯%
০৮	মেঘনাঘাট ৭৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৭১৮	আইপিপি	এলএনজি	আগস্ট ২০২২	৩%
সর্বমোট		৩,৪৭১				

১.৫.২ দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন গ্যাস ও এলএনজিভিত্তিক ১,৪৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (আনলিমা পাওয়ার)	৪৫০	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৩	২৫/০৬/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০২	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ)	৫৯০	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৪	২৫/০২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৩	রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৪০০	বিপিডিবি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২২	দরপত্র আহ্বানঃ ৩১/১২/২০১৯ দরপত্র গ্রহণঃ ২৬/০৮/২০২০
মোট		১,৪৪০				



জুলদা ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.৬.০ পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ৯,৮২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা ৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১,৩২০	বিপিডিবি	জুন ২০২৭	পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
০২	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of CPGCBL & Sumitomo, Japan)	১,২০০	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	জুন ২০২৮	০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে CPGCBL এবং Sumitomo-এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
০৩	কোহেলীয়া ৭০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of CPGCBL & Sembcorp, Singapore)	৭০০	যৌথ উদ্যোগ (সিঙ্গাপুর)	জুন ২০২৯	Feasibility Study ও EIA সম্পন্ন হয়েছে।
০৪	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১,৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	ডিসেম্বর ২০২৯	Company-এর ২য় বোর্ড সভা বিগত ২১/১১/২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৫	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১,৩২০	এপিএসসিএল	জুন ২০৩১	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন
০৬	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১,৩২০	যৌথ উদ্যোগ (মালয়েশিয়া)	জুন ২০৩৩	২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে BPDB এবং TNB-PTB-এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর হয়েছে।
০৭	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & SEPCO, China)	১,৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	জুন ২০৩৫	২৭ জুন ২০১৬ তারিখে BPDB এবং SEPCO-এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে। JVA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
০৮	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & KEPCO, South Korea)	১,৩২০	যৌথ উদ্যোগ (দক্ষিণ কোরিয়া)	জুন ২০৩৭	১৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে BPDB এবং KEPCO-এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মোট (০৮টি)		৯,৮২০			

১.৬.১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াটের ৩টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ৬১২x২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পসহ সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট ৮,৩৫৯ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। পায়রা, পটুয়াখালী ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াটের (১ম পর্যায়ের) ১ম ইউনিট গত ১৫ মে ২০২০ তারিখে চালু হয়েছে।

মিরসরাই ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের (হাংবু, চায়না) দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.৬.২ নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

কয়লাভিত্তিক ৮,৩৫৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নবর্ণিত ০৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	৬৬০	BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China)	আমদানিকৃত কয়লা	২য় ইউনিট ডিসেম্বর ২০২০	৯৮%
০২	মৈত্রী সুপার ১৩২০ মেগাওয়াট ধার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১,৩২০	BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India)	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২২ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২২	৪৯%
০৩	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১,২৪৭	RNPCL (JV of RPCL & Norinco, China)	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ আগস্ট ২০২৩	১২%
০৪	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১,২৪৪	BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China)	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জুন ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২৩	প্রাথমিক কাজ চলছে
০৫	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১,২০০	সিপিজিসিবিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	২৮%
০৬	বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০৭	সিপিজিসিবিএল	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২২	২৫%
০৭	চট্টগ্রাম ২x৬১২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১,২২৪	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	২১%
০৮	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৬	৩% *Financial Closing হয়নি *EIA অনুমোদিত
০৯	ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬৩৫	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৬	২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে GE, USA-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
সর্বমোট (সরকারি খাত)		৮,৩৫৯ মেগাওয়াট				

১.৬.৩ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
মিরসরাই ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (হাংঝু, চায়না) মোট	১,২৪০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৫	২৭/০৩/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে

৭ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২৩ টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন

প্রধান অতিথি: **শেখ হাসিনা**
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

আয়োজনে: বিদ্যুৎ বিভাগ

২৮ কার্তিক ১৪২৬, ১৩
গণভবন, ঢাকা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন অনুষ্ঠান





বার্ষিক প্রতিবেদন
অক্টোবর ২০১৯-২০২০



বিদ্যুৎ সঞ্চালন



শেরপুর, বগুড়া মিত লাইন সাব-স্টেশন

২.০ বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাত

পিজিসিবি সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ জাতীয় এবং আন্তঃদেশীয় সঞ্চালন গ্রিড লাইন নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিজিসিবি বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রাপ্তে পৌঁছে দিয়ে থাকে। দেশের বিদ্যুৎখাতে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাত সংস্কারের আওতায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে ১৯৯৬ সালের ২১ নভেম্বর “পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)” প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.১ এক নজরে সঞ্চালন খাত

● ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র	: ১টি (২x৫০০ মেগাওয়াট HVDC Back to Back স্টেশন)
● মোট সঞ্চালন লাইন	: ১২,২৮৩ সার্কিট কিলোমিটার
৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৮৬১ সার্কিট কিলোমিটার
২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩,৬৫৮ সার্কিট কিলোমিটার
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৭,৭৬৪ সার্কিট কিলোমিটার
● গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা	: ৪৫,২৭৭এমভিএ
৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০৪ টি (৩,৭৭০ এমভিএ)
৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০২ টি (১,৩০০ এমভিএ)
২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ২৫ টি (১৩,০৭৫ এমভিএ)
২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০৩ টি (৯১০ এমভিএ)
১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ১৪৫ টি (২৬,২২২ এমভিএ)

২.২ ২০১৯-২০ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০১৯-২০ অর্থবছরে পিজিসিবির উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা নিম্নরূপ:

- পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ
- রাজশাহী জেলায় ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ
- কুড়িগ্রাম জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ
- নড়াইল জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

পটুয়াখালী জেলার পায়রা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় নির্মিতব্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের পাওয়ার ইন্ডাকুয়েশনের জন্য পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের ১ম সার্কিট চালু করা হয়েছে। দৈর্ঘ্য বিবেচনায় আলোচ্য লাইনটি ৪০০ কেভি ভোল্টেজের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যের সঞ্চালন লাইন এবং বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতার দিক থেকে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার সঞ্চালন লাইন। উক্ত লাইনটি চালু করার জন্য গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত লাইনের মাধ্যমে বিসিপিএল কর্তৃক নির্মিত পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রথম ইউনিটের পাওয়ার ইন্ডাকুয়েশন করা হচ্ছে। বর্তমানে একই স্থানে ৪০০/১৩২ কেভি রেগুলার গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের দ্বিতীয় সার্কিটের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।



পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা

১. উক্ত লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম কয়লা-ভিত্তিক (আমদানিকৃত) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইন্ডাকুয়েশন শুরু হয়েছে, যা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক;
২. বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক পূর্বের চেয়েও শক্তিশালী হয়েছে, যার মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ লোড সেন্টার পর্যন্ত সঞ্চালিত হচ্ছে;
৩. প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, যা সরকারের দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করবে;
৪. নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;
৫. ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গোপালগঞ্জ জেলাসহ বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীসহ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হবে;
৬. এছাড়াও দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে উক্ত লাইন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

রাজশাহী জেলায় ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোরসহ আশেপাশের জেলায় ইতিপূর্বে ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ১৩২ কেভি লাইনের কারণে উক্ত এলাকায় মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা অনেক সময় কঠিন হতো। ফলে উক্ত এলাকার তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ চালু রাখার প্রয়োজন হতো এবং বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্রে ক্যাপাসিটর ব্যাংক ব্যবহৃত হতো, যা সিস্টেমের ব্যয় বৃদ্ধিসহ সিস্টেম লসের পরিমাণ বৃদ্ধি করত। বর্তমানে ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। রাজশাহী ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রটি রেডিয়ালভাবে ভেড়ামারা এইচভিডিসি স্টেশনের সাথে যুক্ত হয়েছে, ফলে ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের মাধ্যমে রাজশাহী ও আশেপাশের অন্যান্য জেলার বিদ্যুতের চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে। উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের আওতায় ইশ্বরদী/ভেড়ামার হতে রাজশাহী পর্যন্ত প্রায় ৮০ কিলোমিটার ২৩০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এবং রাজশাহীতে ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা

১. রাজশাহী জেলা প্রথমবারের মত ২৩০ কেভি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে রাজশাহী ও আশেপাশের অন্যান্য জেলার চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে;
২. প্রত্যেক বড় শহরকে ২৩০ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্কের আওতায় নেওয়া পরিকল্পনার অগ্রগতি বাস্তবায়িত হয়েছে;
৩. রাজশাহী এলাকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক আরো শক্তিশালী হয়েছে, যার মাধ্যমে ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ লোড সেন্টার পর্যন্ত সঞ্চালিত হচ্ছে; যা ভেড়ামারা এইচভিভিসি স্টেশনের Reliability বৃদ্ধি করেছে;
৪. রাজশাহী এলাকার ব্যয়-বহুল তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা দূর হয়েছে;
৫. বৃহৎ রাজশাহী এলাকার ১৩২ কেভি লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে;
৬. প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, যা সরকারের দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করবে;
৭. নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;
৮. ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রাজশাহী ও আশেপাশের জেলাসমূহের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীসহ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হবে;
৯. এছাড়াও দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে উক্ত অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কুড়িগ্রাম জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

কুড়িগ্রাম জেলাতে ইতিপূর্বে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ৩৩ কেভি লাইনের কারণে উক্ত এলাকায় প্রকট লো-ভোল্টেজ সমস্যা ছিল, চাহিদামত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হতো না এবং বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হতো। ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে, এতে উক্ত এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের আওতায় রংপুর হতে কুড়িগ্রাম পর্যন্ত প্রায় ৪১ কিলোমিটার ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে কুড়িগ্রামে ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রটি জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হয়েছে।

উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা

১. কুড়িগ্রাম জেলা প্রথমবারের মতো সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে জেলার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কাছে চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে;
২. এই অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে কুড়িগ্রাম জেলার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
৩. এ এলাকার ৩৩ কেভি লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে;
৪. এই লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যমান ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কের লসের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে;
৫. প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, যা সরকারের দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করবে;
৬. এছাড়াও দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে উক্ত অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

নড়াইল জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

নড়াইল জেলায় ইতিপূর্বে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ৩৩ কেভি লাইনের কারণে উক্ত এলাকায় প্রকট লো-ভোল্টেজ সমস্যা ছিল, চাহিদামত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হতো না এবং বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হতো। ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে, এতে উক্ত এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের আওতায় মাগুরা হতে নড়াইল পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এবং নড়াইলে ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা

১. নড়াইল জেলা প্রথমবারের মত সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে জেলার চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে;
২. নড়াইল জেলায় চাহিদামত নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে;
৩. এই অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নড়াইল জেলার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
৪. এ এলাকার ৩৩ কেভি লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হবে;
৫. এই লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যমান ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কের লসের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে;
৬. প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বৃদ্ধি করছে, যা সরকারের দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে;
৭. এছাড়াও দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে উক্ত অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২.৩ বিগত এক বছরে সঞ্চালন খাতে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ

১. ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১ টি (৬৫০ এমভিএ)
২. ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১ টি (৩০০ এমভিএ)
৩. ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১ টি (২৫০ এমভিএ)
৪. ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০৯ টি (১,৪১৫ এমভিএ)
৫. উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন	: ১,৪৬৭ এমভিএ
৬. ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১৬৩.৫৫ সার্কিট কিলোমিটার
৭. ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ২৫১.২৪ সার্কিট কিলোমিটার
৮. ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ২১৮.৫৩ সার্কিট কিলোমিটার
৯. ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতাবর্ধন	: ২১৮.৪০ সার্কিট কিলোমিটার

২.৪ আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ ও বিদ্যুৎ আমদানি

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) বিদ্যুতের আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন কাজ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পিজিসিবি ইতোমধ্যে ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুইটি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন (বাংলাদেশ অংশ) সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ফলে ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বর্তমানে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমানে ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্যভাবে আমদানির লক্ষ্যে ভেড়ামারা-বহরমপুর আরেকটি ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের বাংলাদেশ অংশের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যে ২য় লাইনটি চালু হবে বলে আশা করা যায়। এতে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে ভেড়ামারা-বহরমপুর লিংকের Reliability অনেক বৃদ্ধি পাবে।

আদানি গ্রুপ ভারতে ঝাড়খণ্ডে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে। বিগত ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়ে বাবিউবো, পিজিসিবি এবং আদানি গ্রুপের মধ্যে PPA এবং IA স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২২ নাগাদ ১,৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। উক্ত বিদ্যুৎ যথাসময়ে আমদানির লক্ষ্যে পিজিসিবি কর্তৃক বাংলাদেশ অংশের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য এডিবি এবং জিওবির অর্থায়নে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্প দুটির ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উভয় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

২.৫ ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি)

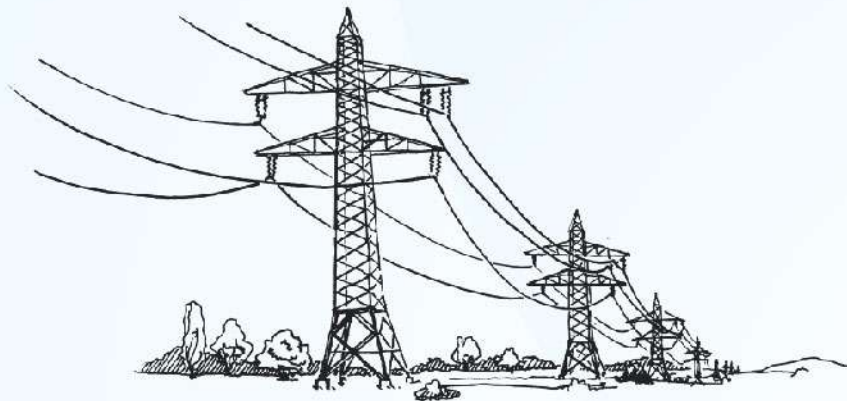
বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত বিগত এক দশকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্প্রসারিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্য পূরণে নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সরবরাহ অবকাঠামো। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টারের (এনএলডিসি) কার্যক্রম পরিচালনের মাধ্যমে সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সমন্বয়সাধনের গুরুদায়িত্ব পালন করছে। এনএলডিসিতে প্রধানত চারটি কাজ করা হয়:

- জাতীয় গ্রিডের সার্বিক মনিটরিং, নির্দেশনা প্রদান ও লোড ডিসপ্যাচিং
- এলডিসি স্ক্যাডা সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলডিসি কমিউনিকেশন সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের প্রটেকশন ও মিটারিং নিশ্চিতকরণ।

আধুনিক Delta VPS এবং অপারেটর কনসোলার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ এনএলডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিকভাবে ২০,০০০ মেগাওয়াটের অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের ১৩৮ টির বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তাৎক্ষণিক উৎপাদন পরিস্থিতি মনিটর করেন। একইসাথে প্রায় ১২,২৮৩ সার্কিট কিলোমিটার বিস্তৃত ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন এবং মোট ১৭৪ টি গ্রিড উপকেন্দ্রসহ যাবতীয় সঞ্চালন অবকাঠামো পরিচালন, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও ২x৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভেড়ামারা এইচভিডিসি ব্যাক টু ব্যাক উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের বহরমপুর হতে ও কুমিল্লা দক্ষিণ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা হতে আমদানিকৃত বিদ্যুতের চাহিদা প্রদান, সার্বক্ষণিক প্রবাহ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেমের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মাধ্যমে অটোমেটিক ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলার প্রথম ধাপ (প্রাইমারি কন্ট্রোল) তথা গভর্নর কন্ট্রোলার মাধ্যমে Free Governor Mode of Operation (FGMO)-তে প্লান্টসমূহ চালনা করার কোন বিকল্প নেই। বাবিউবো এবং পিজিসিবির যৌথ প্রচেষ্টা ও দিকনির্দেশনায় এখন পর্যন্ত ২৪ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, যা থেকে একত্রে সর্বাধিক ১৯ টি বিদ্যুৎকেন্দ্র FGMO-তে পরিচালনা করে ৪০০-৪২০ মেগাওয়াট স্পিনিং রিজার্ভ রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি ভেরিয়েশন ব্যান্ড ২.৫ হার্জ থেকে কমিয়ে ১.৫ হার্জ এ আনা সম্ভব হয়েছে। বাবিউবো এবং পিজিসিবির এই যৌথ প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে, যাতে সম্ভাব্য সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা যায়; যার মাধ্যমে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীল করে গ্রাহকদের মানসম্মত বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা যায়।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের ওপর স্থাপিত প্রায় ৮,৫০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে দেশের অন্যতম বৃহত্তম অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে, যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে এনএলডিসির SCADA System-এ সংযুক্ত করেছে। ওভারহেড অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে স্থাপিত এ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তুলনামূলক বেশি নিরাপদ, দ্রুতগতির ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন। অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্য হটলাইন টেলিফোন ব্যবস্থার ফলে এনএলডিসির নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ফিল্ড অপারেটররা খুব সহজে যে কোন বিদ্যুৎ স্থাপনার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত সংরক্ষণ কাজে সময় ও রাজস্ব ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, শাস্ত্রীয় ও নিরাপদভাবে পরিচালনায় পিজিসিবি ও এনএলডিসি নিরলসভাবে কাজ করছে।





বার্ষিক প্রতিবেদন
জানুয়ারি ২০১৯-২০২০



বিদ্যুৎ যিত্যগ



৩.০ বিদ্যুৎ বিতরণ খাত

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি রয়েছে যথা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)। বর্তমানে ছয়টি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার কিলোমিটার।

৩.১ বিতরণ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত ভিশন অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল অবিদ্যুতায়িত গ্রামে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিতরণ লাইন নির্মাণের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিতরণ লাইন নির্মাণের পাশাপাশি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র, অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.২ সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লাইন

২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ প্রায় ৪৫ হাজার কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে সংস্থাভিত্তিক ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিতরণ লাইনের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হল:

সংস্থার নাম	বিতরণ লাইন (কিলোমিটার)	
	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০
বাপবিবো	৪,৫৯,৭১৪	৪,৯৯,২৮৩
বাবিউবো	৩১,৪৯৪	৩৩,৬৪০
ডিপিডিসি	৫,৬৪৮	৫,৭৪১
ডেসকো	৫,০০৮	৫,২৩৫
ওজোপাডিকো	১১,৫৯৪	১১,৮৩০
নেসকো	১৯,১৩২	২১,৭৫০
মোট	৫,৩২,৫৯০	৫,৭৭,৪৭৯



পল্লী বিদ্যুতায়নের অবদানে রংপুরে পাট শিল্পের পুনঃবিকাশে নারীদের কর্মসংস্থান

৩.৩ বিতরণ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন/উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন করছে। এতে করে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.৪ গ্রাহক সংখ্যা

সরকার সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিগত এগারো বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিতরণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।

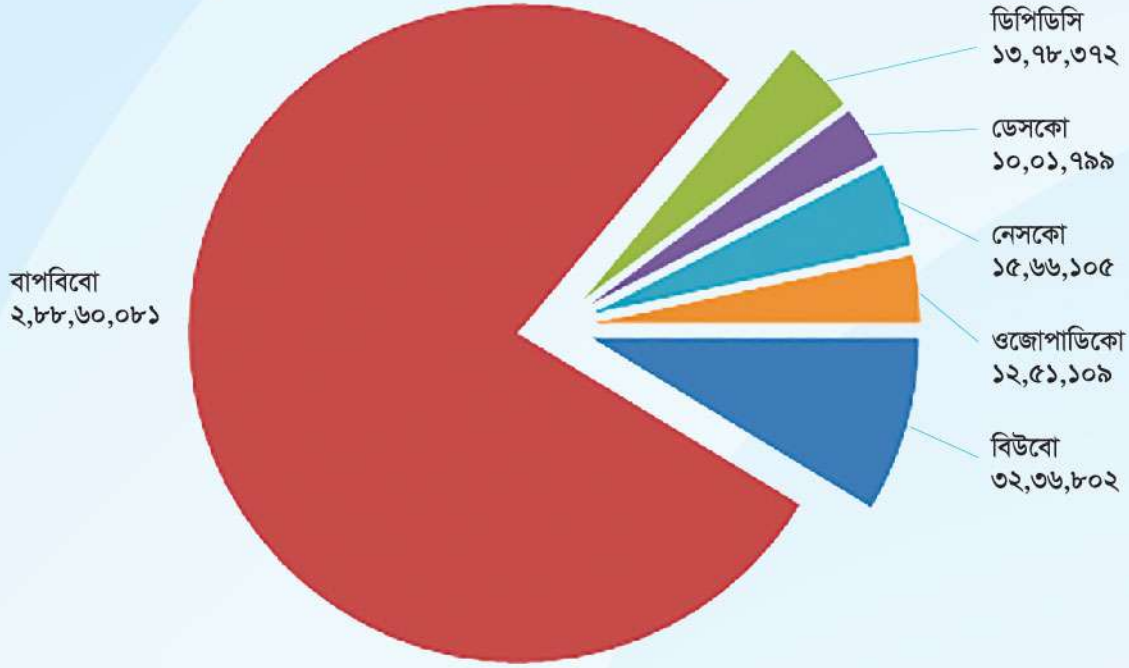


জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলন ২০২০-এ বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়কে
ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান

৩.৫ সংস্থাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

বিগত এক বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ফলে বিদ্যুৎখাতে বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে, যার ৭৭ শতাংশ গ্রাহকই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা।

সংস্থার নাম	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা (প্রায়)
বাপবিবো	২,৮৮,৬০,০৮১	৭৭.৩৮%
বাবিউবো	৩২,৩৬,৮০২	৮.৬৮%
ডিপিডিসি	১৩,৭৮,৩৭২	৩.৭০%
ডেসকো	১০,০১,৭৯৯	২.৬৯%
ওজোপাডিকো	১২,৫১,১০৯	৩.৩৫%
নেসকো	১৫,৬৬,১০৫	৪.২০%
মোট	৩,৭২,৯৪,২৬৮	১০০%



সংস্থাওয়ারি গ্রাহক সংখ্যা জুন ২০২০

৩.৬ সিস্টেম লস

সরকার বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা তদারকির ফলে বিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম লস ২০০৯ সালের ১৪.৩৩% হতে বর্তমানে ৮.৭৩%-এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%
২০১৪-১৫	১১.৩৬%	১৩.৫৫%
২০১৫-১৬	১০.৯৬%	১৩.১০%
২০১৬-১৭	৯.৯৮%	১২.১৯%
২০১৭-১৮	৯.৬০%	১১.৮৭%
২০১৮-১৯	৯.৩৫%	১১.৯৬%
২০১৯-২০	৮.৭৩%	১১.২৩%

অর্থবছরভিত্তিক সিস্টেম লস

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস



৩.৭ সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লস

নেসকোর বিতরণ লস ডাবল ডিজিটে থাকলেও বাপবিবো, বাবিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো ও ওজোপাডিকো বিতরণ লস সিঙ্গেল ডিজিটে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার নাম	সিস্টেম লস (%)
বাবিউবো	৮.৯৯
বাপবিবো	৯.৯০
ডিপিডিসি	৬.৬৭
ডেসকো	৬.৩২
ওজোপাডিকো	৮.২৭
নেসকো	১০.৬২
সামগ্রিক বিতরণ লস	৮.৭৩

২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থাওয়ারি সিস্টেম লস

৩.৮ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে আবাসিক গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ ছাড়া ৩১ আগস্ট ২০২০-এর মধ্যে পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে জুন ২০২০ পর্যন্ত বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৮৯
২০১৭-১৮	১.৯৮
২০১৮-১৯	১.৫৮
২০১৯-২০	১.৮৭

২০১৯-২০ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো :



৩.৯ সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

২০১৯-২০ অর্থবছরে বিতরণ খাতের সমন্বিত বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া ১.৮৭ সমমাসে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। কোভিড ১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০১৮-১৯ এর তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্থার নাম	বকেয়া (সমমাস)
বিউবো	২.৭৪
পবিবো	১.৪১
ডিপিডিসি	১.৭৮
ডেসকো	২.০০
ওজোপাড়িকো	২.৩৪
নেসকো	৩.১৯
মোট বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া	১.৮৭

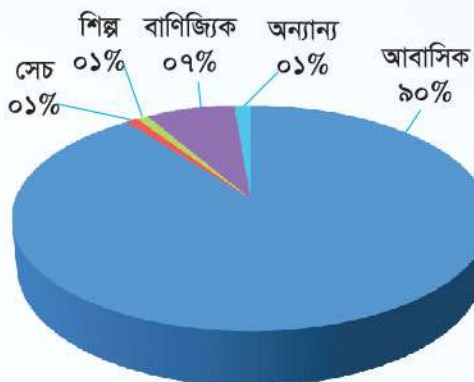
২০১৯-২০ অর্থবছরে সংস্থাওয়ারি বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)

৩.১০ উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবহার

বিগত ১১ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। ইতোমধ্যে দেশের ৯৭ ভাগ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিগত ১১ বছরে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ নতুন বিদ্যুৎ গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যার অধিকাংশই পল্লী এলাকার আবাসিক গ্রাহক। ফলে বর্তমানে দেশে উৎপাদিত (গ্রিড) বিদ্যুতের একটি বড় অংশ ব্যবহার হচ্ছে আবাসিক খাতে। অপরদিকে শিল্প গ্রাহকদের একটা অংশ গ্রিডে সঞ্চালিত বিদ্যুতের পরিবর্তে নিজস্ব ক্যাপিটিভ (২,৮০০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ গ্রিডে সংযুক্ত গ্রাহকের ৯০% আবাসিক গ্রাহক মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫৭ ভাগ এবং ৮% শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহক মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৩৮ ভাগ ব্যবহার করছে।

খাত-ওয়ারি বিদ্যুতের গ্রাহক (২০১৯-২০ অর্থবছর)

শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
আবাসিক	৩,৩৪,৭২,৩৬৬	৯০
সেচ	৩,৬২,৬৬৮	০১
শিল্প	৩,৩০,৩৫১	০১
বাণিজ্যিক	২৬,৪৬,১৬৩	০৭
অন্যান্য	৪,৮২,৭২০	০১
মোট	৩,৭২,৯৪,২৬৮	১০০



খাত-ওয়ারি বিদ্যুতের ব্যবহার (২০১৯-২০ অর্থবছর)

শ্রেণি	শতকরা
আবাসিক	৫৭
সেচ	০২
শিল্প	২৮
বাণিজ্যিক	১০
অন্যান্য	০৩
মোট	১০০





হাওর অঞ্চলে আলোর ফেরিওয়ালার মাধ্যমে ট্রান্সফরমার পরিবর্তনের কাজ করছে
কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুতের “আলোর ফেরিওয়ালার” কর্মীরা



পল্লী বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করছে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মীরা



বার্ষিক প্রতিবেদন
জানুয়ারি ২০১৯-২০২০



বিদ্যুৎখাত বিনিয়োগ



৪.০ বিনিয়োগ কৌশল

অন্যান্য খাতের তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন বিধায় পূর্বে বিদ্যুৎখাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার তাৎক্ষণিক, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীকালে ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাতের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার স্ট্র্যাটেজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারিখাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে বেসরকারিখাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যঞ্জক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরনের টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় ‘যৌথ বিনিয়োগ’ (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।



২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত “Conference on Enhancing Energy Cooperation in the BIMSTEC Region”

৪.১ বিনিয়োগ

৪.১.১ ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎখাতে মোট ২১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে ১৭.২৫, সঞ্চালন খাতে ১.৫৪ ও বিতরণ খাতে ৩.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

৪.১.২ সরকারের ভিশন এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিশাল আকারের বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ রামপাল ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প ও পায়রা, পটুয়াখালী ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪.২ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং

ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিংয়ের আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA)-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে, যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎখাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতির চিত্র থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগের বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং) ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারিখাত ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।



বার্ষিক প্রতিবেদন
আবিসংখ্য ২০১৯-২০২০



আঞ্চলিক ও উদ-আঞ্চলিক গ্রহাযোগিতা



২০৪১ সালের মধ্যে আমদানি করা হবে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ

৫.০ বিদ্যুৎ আমদানির পটভূমি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চলমান। প্রতিবেশি দেশ নেপালের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা চলমান। এছাড়া ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে।

৫.১ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বর্তমানে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

আদানি গ্রুপ ভারতের বাড়খণ্ডে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে, যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে। বিগত ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়ে বাবিউবো, পিজিসিবি এবং আদানি গ্রুপের মধ্যে PPA এবং IA স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২২ নাগাদ ১,৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।



ভেড়ামারা, কুষ্টিয়ায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র

৫.২ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

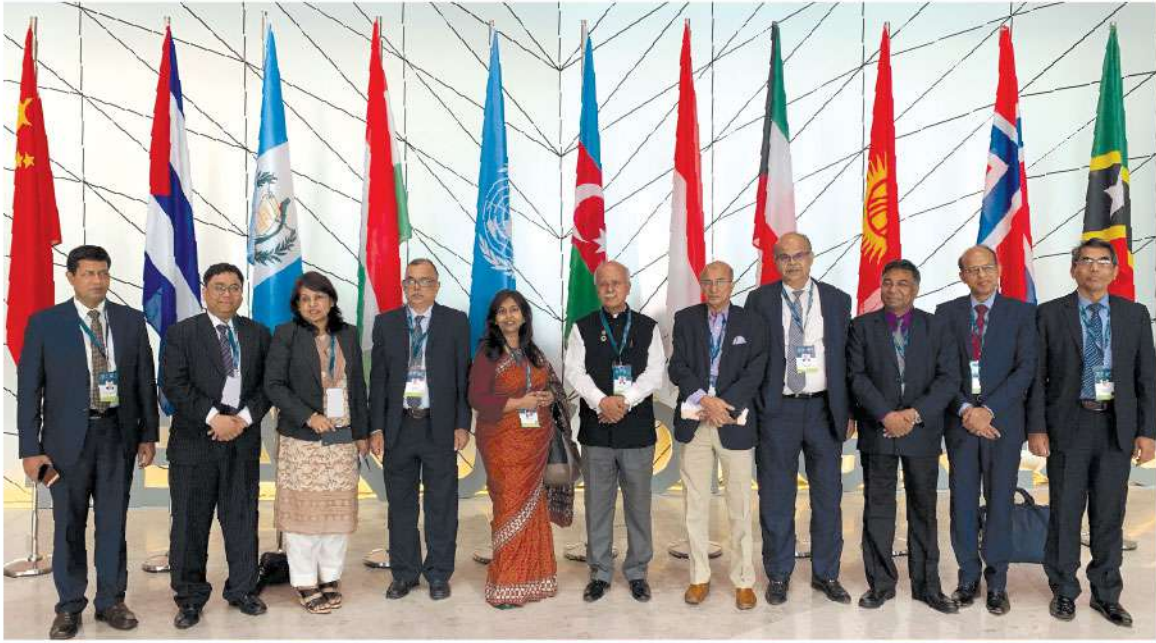
নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্মারকের আওতায় দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে GMR-এর নির্মিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৫.৩ ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভূটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ, ভূটান এবং ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।

৫.৪ বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।



UNESCO World Heritage Committee সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

৫.৫ উপআঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

BIMSTEC-এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC-এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎখাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।



ময়মনসিংহ ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



দাউদকান্দি ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

নবায়নযোগ্য
জ্ঞাননি ও
বিদ্যুৎ আশ্রয়



৬.০ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সশ্রয় কার্যক্রম

এসডিজি ২০৩০ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর সাথে সাথে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানিকৃত কয়লা, তেল ও পারমাণবিক শক্তিকে জ্বালানি উৎস হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

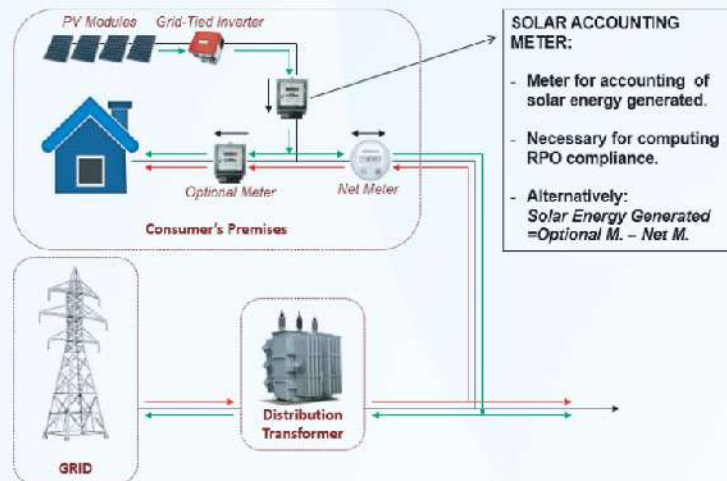
নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'শ্রেডা' নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিভিন্ন উৎসের সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে প্রযুক্তিবান্ধব আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণকে অধিকতর উৎসাহিতকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ যাবৎ মোট ৬৩৫.১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে উৎপাদিত হচ্ছে।

৬.১ নেট মিটারিং কার্যক্রম

নেট মিটারিং পদ্ধতিতে সোলার রুফটপ সিস্টেমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযোজনের লক্ষ্যে নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল সরকারি/বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-কারখানার ছাদে নেট মিটারিং পদ্ধতিতে সোলার রুফটপ স্থাপন করা হলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। সারাদেশে ইতোমধ্যে সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে। যার বর্তমান চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রম	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলোওয়াট)
০১	বাবিউবো	২০৫	১.০৬৮
০২	বাপবিবো	১৯০	৯.১১৯
০৩	নেসকো	২২	০.৬৩৮
০৪	ডেসকো	২২৩	১.৩৮৪
০৫	ডিপিডিসি	২০০	১.৭৫২
০৬	ওজোপাডিকো	১৩৩	০.৭৪
	সর্বমোট	৯৭৩	১৪.৭০১

এছাড়া দেশের সকল সরকারি/আধা-সরকারি অফিস ভবন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে নেট মিটারিং পদ্ধতিতে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।



সোলার নেট মিটারিং

৬.২ সৌর বিকিরণের পরিমাণ নির্ণায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন

Global Solar Atlas থেকে প্রাপ্ত ডাটা অনুসারে বাংলাদেশে দৈনিক গড় Solar Irradiance আনুমানিক ৪.৫ থেকে ৫.৫ কিলোওয়াট আওয়ার প্রতি বর্গমিটার বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সৌর বিকিরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য শ্রেডার উদ্যোগে শ্বেপজেন প্রকল্পের অর্থায়নে দেশের ৭ টি স্থানে সৌর বিকিরণের পরিমাণ নির্ণায়ক পাইরানোমিটার ও পাইহেলিওমিটার স্থাপন করা হয়েছে। সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর, ময়মনসিংহ ও পটুয়াখালিতে সৌর বিকিরণ পরিমাপক এসব যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে, যার মাধ্যমে অচিরেই প্রকৃত ডাটা সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা

- (১) পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান;
- (২) সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০১৩;
- (৩) সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা-২০২০ (অনুমোদনের অপেক্ষাধীন);
- (৪) দেশের বায়ুশক্তির সম্ভাব্যতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে দেশের ৯ (নয়) টি স্থানের উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং কার্যক্রম সম্পন্ন;
- (৫) বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি খসড়া গাইডলাইন প্রণয়ন;
- (৬) সারাদেশে বায়োমাস উৎসের পটেন্সিয়ালিটি নিরূপণে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।



টেকনাফ ২০ মেগাওয়াট সোলার সিস্টেম

৬.৪ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান অবস্থা

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে (হাইড্রোসহ) প্রায় ৬৩৫.১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি	অফ-গ্রিড (মেগাওয়াট)	অন-গ্রিড (মেগাওয়াট)	মোট (মেগাওয়াট)
সোলার	৩১৯.৯	৮১.৩৬	৪০১.২৬
উইন্ড	২	০.৯০	২.৯০
হাইড্রো	-	২৩০	২৩০
বায়োমাস /বায়োগ্যাস টু ইলেকট্রিসিটি	১.০৩	-	১.০৩
মোট	৩২২.৯৩	৩১২.২৬	৬৩৫.১৯



রংপুর জেলার বদরগঞ্জে স্থাপিত সোলার সেচ পাম্প



কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়ায় স্থাপিত উইন্ড মিল



জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ীতে স্থাপিত সোলার পার্ক



বায়োগ্যাস

৬.৫ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শেডা নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকিকরণ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার বহুভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ (মেগাওয়াট):

সাল	সোলার	উইন্ড	হাইড্রো	বায়োম্যাস	বায়োগ্যাস	অন্যান্য উৎস (টাইডাল, ওয়েভ)	মোট
২০১৮ এর আগ পর্যন্ত	৩৫০	২.৯	২৩০	০	১.০৮	০	৫৮৩.৯৮
২০১৯	৮৪	০	০	০	১	০	৮৫
২০২০	১০০	৩৮	০	০	২	০	১৪০
২০২১	১২০	৮০	০	১৫	৩	০	২১৮
২০২২	১৫০	১২০	০	১৫	৪	০	২৮৯
২০২৩	১৬৫	১৭০	০	১৫	৪	০	৩৫৪
২০২৪	১৬৫	১৭০	০	১৫	৪	০	৩৫৪
২০২৫	১৬৫	১৭০	০	১৫	৪	২	৩৫৬
২০২৬	১৬৫	১৭০	০	১৫	৪	৪	৩৫৮
২০২৭	১৬৫	১৭০	০	১৫	৪	৬	৩৬০
২০২৮	১৬৫	১৭০	০	১৫	৪	৮	৩৬২
২০২৯	১৬৫	১৭০	০	১৫	৫	১০	৩৬৫
২০৩০	১৬৫	১৭০	০	১৫	৫	১০	৩৬৫
মোট (মেগাওয়াট)	২১২৪	১৬০০.৯	২৩০	১৫০	৪৫.০৮	৪০	৪১৮৯.৯৮

৬.৬ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

১. ৫৮ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন;
২. কৃষিকাজে ব্যবহৃত ডিজেল চালিত পাম্প ১,৪০৬ টি সোলার ইরিগেশন পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন;
৩. ২১ টি সোলার মিনিগ্রিড প্রকল্প বাস্তবায়ন;
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মাঝে ৫,০০০ সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ এবং আরো ৪৭,০০০ দরিদ্র মানুষকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনতে প্রকল্প গ্রহণ;
৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক তথ্য হালনাগাদকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ডাটাবেইস চালুকরণ;
৬. নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক স্টেকহোল্ডার ডাটাবেইজ চালুকরণ;
৭. ১২ টি স্থানে উইন্ড ম্যাপিংয়ের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ। উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং প্রজেক্টের ফলাফল এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে পরীক্ষাধীন রয়েছে;
৮. ঢাকার কেরানীগঞ্জ ১ মেগাওয়াট পৌরবর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে;
৯. নেট মিটারিং গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ;
১০. বিতরণ ইউটিলিটির প্রায় ৪০০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
১১. দেশে নেট মিটারিং বিষয়ে কারিগরি জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ToT প্রশিক্ষণ প্রদান;
১২. বিভাগীয় শহরগুলোতে নেট মিটারিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন;
১৩. Operational Expenditure (OPEX) মডেলে অন্তর্ভুক্ত করে নেট মিটারিং গাইডলাইনের ১ম সংশোধনী সম্পন্ন;
১৪. বায়োগ্যাস টেকনোলজি টু ইলেকট্রিসিটি গাইডলাইন খসড়া প্রস্তুতকরণ, এ বিষয়ে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ এবং খসড়া গাইডলাইন বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ;
১৫. সৌর যন্ত্রাংশের মানমাত্রা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ল্যাবরেটরির টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে Import Registration Certificate (IRC) জারির পূর্বশর্ত হিসেবে No Objection Certificate (NOC) প্রদানের প্রক্রিয়া চালুকরণ;
১৬. সোলার টেকনোলজি বিষয়ক ই-সার্ভিস চালুকরণ (solar.sreda.gov.bd);
১৭. ন্যাশনাল সোলার রেডিয়েশন ম্যাপিং সম্পাদনের লক্ষ্যে দেশের সাতটি স্থানে সোলার নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন;
১৮. সোলার ইরিগেশনের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকার খসড়া প্রস্তুতকরণ।

৬.৭ শ্রেডার নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সোলারভিত্তিক বিভিন্ন প্রযুক্তি নির্ভর পাইলটিংয়ের সফলতা প্রাপ্তির মাধ্যমে 'শ্রেডা' নিম্নবর্ণিত সিস্টেমসমূহের বাণিজ্যিক মডেল স্থাপন ও প্রয়োগে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে:

১. সোলার বোর্ডিং সিস্টেম
২. শিল্পক্ষেত্রে সোলার ওয়াটার হিটিং
৩. মৎস্য চাষে সোলার ওয়াটার সাপ্লাই
৪. বায়োগ্যাস এবং বায়োমাস জ্বালানির উপর সমীক্ষা এবং জিআইএস ম্যাপিং
৫. পৌরবর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন
৬. সরকারি, আধাসরকারি ও শিল্প স্থাপনায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সোলার রুফটপ সিস্টেম স্থাপন
৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সোলার রুফটপ সিস্টেম স্থাপন
৮. সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপন
৯. সোলার পার্ক, সোলার মিনিগ্রিড ও সোলার ইরিগেশন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও পাইলটিং

৬.৮ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ

৬.৮.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহার কার্যক্রম

জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধাদি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয় ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল কৌশল হিসেবে উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়, দক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৮.২ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক পরিকল্পনা

শ্রেডা কর্তৃক প্রণীত Energy Efficiency and Conservation Master Plan ২০৩০-এ উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহারিক পর্যায়ে ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিবছর ৭,৪৮২ গিগাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে ২০১৩ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন অয়েল সমতুল্য জ্বালানি সাশ্রয় হবে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮০,৫০০ কোটি টাকা।

৬.৮.৩ জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্বালানি-দক্ষ প্রযুক্তিসমূহ সংযোজন এবং শিল্প, পরিবহন ও বাণিজ্যিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অপচয় হ্রাস করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই জ্বালানি ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশে প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় ৫০% শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে থাকে, যাদের অধিকাংশই কাজিফত পর্যায়ে জ্বালানি-দক্ষ নয়। জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রায় ৩১% জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের বৃহৎ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে (ডেজিগনেটেড কঙ্কুমার) জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। কার্যক্রমের আওতায় ডেজিগনেটেড কঙ্কুমারসমূহ তাদের স্থাপনায় জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতের জন্য জ্বালানি ব্যবস্থাপক নিয়োগ প্রদানের পাশাপাশি শ্রেডা কর্তৃক সার্টিফাইড জ্বালানি নিরীক্ষক দ্বারা জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

৬.৮.৪ জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে যন্ত্রপাতির প্রমিতকরণ ও লেবেলিং কার্যক্রম

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার ভিত্তিতে এনার্জি লেবেলিং করা হবে, যার দ্বারা সাধারণ গ্রাহকেরা জ্বালানি দক্ষ বিভিন্ন সামগ্রীর তুলনামূলক দক্ষতা ও সাশ্রয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। এই পদ্ধতি আবাসিক খাতের সাধারণ ব্যবহারকারীদের জ্বালানি সাশ্রয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহী করবে, যা সামগ্রিকভাবে দেশের জ্বালানি সাশ্রয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো বাজারে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পণ্যের বিক্রয় ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির গড় জ্বালানি দক্ষতা ২০-৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা। এই লেবেলিং কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চ জ্বালানি দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতিসমূহের ক্রয়মূল্য সাধারণ জনগণের সাধের মধ্যে রাখার জন্য সেগুলোর ভ্যাট ও ট্যাক্স কমানোর জন্য শ্রেডা ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক সাথে কাজ করবে। উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদাকে অনেকাংশে কমিয়ে দেবে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬.৮.৫ জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম

জ্বালানি-দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রমের আওতায় ভবনসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার ও পরিবেশগত মান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বিল্ডিং এনার্জি এফিসিয়েন্সি এন্ড এনভাইরনমেন্ট রেটিং সিস্টেম প্রণয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ রেটিং সিস্টেমে ভবনের জীবনচক্রে পরিবেশগতভাবে জড়িত প্রক্রিয়া যেমন নকশা থেকে নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং ধ্বংস পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলোতে জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করবে। পরবর্তীকালে এই রেটিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যাংকে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।



সোলার ইরিগেশন সিস্টেম

৬.৮.৬ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে অন্যতম বাধা হলো জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতিসমূহের দাম সাধারণ যন্ত্রপাতির তুলনায় বেশি যা জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভর্তুকি, অগ্রাধিকারমূলক করারোপ এবং স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। এই ধরনের স্বল্প মেয়াদি আর্থিক প্রণোদনা জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা সরাসরি লাঘব করবে। সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গৃহীত এসব স্বল্প সুদের ঋণ সাধারণ স্টেকহোল্ডারদের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান দিতে পারবে, যার ফলে তারা খুব সহজেই অদক্ষ যন্ত্রপাতির পরিবর্তে জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলন করতে সক্ষম হবে।

৬.৮.৭ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্কুলে জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা, ওয়েবসাইট ইত্যাদি মাধ্যমও জনগণকে সচেতন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

১. পিক আওয়ারে এসি, ইলেকট্রিক ইঞ্জি, পানির পাম্প না চালানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
২. দোকান, শপিং মল, বাসাবাড়িসহ বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহারকরণ;
৩. গ্যাস ও বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বন্ধের জন্য মোবাইল কোর্ট ও ঝাটিকা অভিযান পরিচালনা;
৪. বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ করা;
৫. জ্বালানি অপচয় রোধে ব্যবহারের পর গ্যাসের চুলা বন্ধ করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
৬. জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ পালন;
৭. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রম বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্রিকায় প্রচারণা অব্যাহত রাখা;
৮. জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজন।

৬.৯ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডসমূহ

ক) Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project-এর মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান

জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাইকার সহযোগিতায় Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project পরিচালিত হচ্ছে। জাইকা ওডিএ কার্যক্রমের আওতায় শিল্প কারখানায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪% সুদে শিল্পকারখানা উদ্যোক্তা ও গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বিগত ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি (বিডি-পি-১০৯) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আলোকে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা শেডা এবং IDCOL ও BIFFL কে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। শিল্প-কলকারখানায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে ২২ টি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ১,১৪৭ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য NOC প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে NOC প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য উৎপাদনে প্রতি বছর ৩৮,২৬৫ ToE জ্বালানি সাশ্রয় করবে, যা প্রায় ১,৩৫,২১৩ মেগাওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুতের সমান। এর ফলে প্রতি বছর প্রায় ৮০,৩৫৭ মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যয় কমবে।

খ) জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজন

জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে শেডা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে “জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম” আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে ইতোমধ্যে জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও জ্বালানি সাশ্রয় সামগ্রী ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে অবগত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শেডা কর্তৃক ঢাকা শহরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ দেশব্যাপী প্রায় ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত স্কুলিং প্রোগ্রামগুলোতে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক উপস্থাপনা ও ভিডিও প্রদর্শন, বিভিন্ন জ্বালানি সাশ্রয় যন্ত্রপাতির জ্বালানি দক্ষতার তুলনামূলক চিত্র সরাসরি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।



৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে মেহেরপুর জেলায়
অনুষ্ঠিত স্কুলিং প্রোগ্রামের র্যালি



মেহেরপুর জেলায় ৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে
স্কুলিং প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি জনাব ফরহাদ হোসেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরস্কার

গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওয়েস্ট হিট রিকভারি

জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নিঃসরিত তাপশক্তিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে হিমাগার বা অন্য ইভান্সিটিতে প্রদান করার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঘ) ওয়েস্ট হিট রিকভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম

বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কর্মশালা/সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে।

ঙ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয় বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ

১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;
২. সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার উপরে রাখা;
৩. অফিস ভবনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Air Conditioner) ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার আদর্শমান (Energy Management Standard) প্রণয়ন।

৬.১০ জ্বালানি নিরীক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডসমূহ

৬.১০.১ জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ

জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার অংশ হিসেবে প্রস্তুতির লক্ষ্যে ২৫ আগস্ট থেকে ০৫ অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে ৪টি ব্যাচে ০৭ দিন ব্যাপী জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ এবং জ্বালানি নিরীক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

৬.১০.২ জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষা পরিচালনা

দেশে প্রথমবারের মত জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষা ০৬-০৭ মার্চ ২০২০ তারিখে শ্রেডা কর্তৃক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা হয়। চারটি পেপারের উপর অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় ১৭১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।



জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার
প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ



০৬-০৭ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত
জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষা

৬.১১ শ্রেডার প্রকল্পসমূহ

শ্রেডার চলমান ৪(চার) টি প্রকল্প নিম্নরূপ :

১. ডেভেলপমেন্ট অব সাসটেইনেবল রিনিউবেল এনার্জি পাওয়ার জেনারেশন (শ্রেপজেন) প্রকল্প (Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation, SREPGen Project)
২. হাউজহোল্ড এনার্জি প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (Household Energy Platform Program in Bangladesh)
৩. (জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধি কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রকল্প (Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project)
৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানির রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট ও পাইলটিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা (Technical Assistance for Renewable Energy Resource Assessment & Piloting) প্রকল্প

এছাড়া এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় “Capacity Development for Renewable Energy Investment Programming & Implementation” শিরোনামে একটি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, যা লিড এজেন্সি হিসেবে শ্রেডা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।



বার্ষিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০১৯-২০২০



বিদ্যুৎখাতের
সংস্কার
ও পুনর্গঠন
কার্যক্রম



৭.০ বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন

১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) গঠনের মাধ্যমে। তখন বাবিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) গঠন করা হয়। বাপবিবোকে ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ব্যতীত পল্লী এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় “ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। পাওয়ার সেল বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। বিদ্যুৎখাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথকীকরণের জন্য কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল), নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো) ও বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ গঠন করা হয়েছে।

৭.১ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎখাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশি ও বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৭.২ বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর শুরু হয়। উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানে বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে Key Performance Indicator (KPI) প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের জন্য বিদ্যুৎখাতের Key Performance Indicator (KPI) সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) চালু করা হয়। মূলত সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। একই আদলে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা স্থিরপূর্বক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরের অর্জন, এমআইএস, এমওডি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। উক্ত কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ফলে বার্ষিক প্রণোদনা পেয়ে থাকে। ফলে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের উদ্যোগ, উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক পারফরমেন্স উন্নতিতে ভূমিকা রাখছে।

৭.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কর্ম মূল্যায়নের জন্য Annual Performance Agreement (APA) প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরসমূহ নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে APA স্বাক্ষর হয়। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সাথেই ঐরূপ চুক্তি (APA) স্বাক্ষর হয়। APA-তে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্সসমূহ সমন্বিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।



২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ১ম পুরস্কার সম্মাননা স্মারক
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর

বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়ন, সিস্টেম উন্নতকরণ, সুশাসন, জবাবদিহিতা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অনলাইন সার্ভিসসমূহসহ মাঠ পর্যায়ে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহ বেশি গুরুত্ব বহন করে। সকল সংস্থা/কোম্পানির কাজের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী APA-এর পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর নির্ধারণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে APA চালু করার পর সংস্থা/কোম্পানিসমূহে APA-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ, উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীকালে APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোম্পানিসমূহকে ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদান করা হয়। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতের সিস্টেম লস বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সিস্টেম লস তুলনামূলকভাবে কম। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ভারত ও নেপালের সিস্টেম লস ছিল ১৯% ও ৩২% যা বাংলাদেশে ঐ সময়ে ছিল ১৪.১৩%। বর্তমানে বাংলাদেশের সামগ্রিক সিস্টেম লস হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ১১.২৩% হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতের সিস্টেম পারফরমেন্স APA বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। APA-এর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে এবং শতকরা ৯৭ ভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎখাতের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবছর প্রায় একশত ভাগ হচ্ছে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সকল প্রয়োজনীয় সভা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সেবার মান ক্রমান্বয়ে উন্নত করা হচ্ছে, যা এপিএ-এর সফল বাস্তবায়নের ফসল। এর ফলে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অধীন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মানদণ্ডে বিদ্যুৎ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সফলতার শীর্ষে অবস্থান করে।

বিদ্যুৎখাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির নির্ধারিত এপিএ ইন্ডিকেটরসমূহের অগ্রগতির তথ্য সমন্বয় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অটোমেশন, SCADA প্রতিষ্ঠা, গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন, গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এপিএ বাস্তবায়নে আরো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।



বিদ্যুৎ সচিব জনাব ড. সুলতান আহমেদ কর্তৃক গ্রাহকগণের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুর উদ্বোধন

৭.৪ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের বিভিন্ন বিতরণ এলাকায় ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক ৩৩,২১,৭৮১টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সংস্থাওয়ারি প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার স্থাপন কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

সংস্থা/কোম্পানি	জুন ২০২০ পর্যন্ত স্থাপন
বাবিউবো	১১,৭৮,৫০৫
বাপবিবো	১১,১০,০০০
ডিপিডিসি	৪,৯৪,১০৩
ডেসকো	৩,০৩,০৬০
ওজোপাডিকো	২,১৭,২১৯
নেসকো	১৮,৮৯৪
মোট	৩৩,২১,৭৮১ টি





বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



আইন/বিধিমান্য ও নীতিমান্য প্রণয়ন



৮.০ আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে নতুন আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন করেছে। এ সকল আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের ফলে নতুন নতুন সংস্থা/কোম্পানি গঠন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল পরিচালনা বিধিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.১ আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

বিদ্যুৎখাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সময় সময় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরনো আইনকে যুগোপযোগী করা হয়ে থাকে।

৮.২ বিদ্যুৎখাতে প্রণীত আইন

বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	আইন নং
০১	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৩৪
০২	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (ইংরেজি ভাষন)	-
০৩	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (বাংলা ভাষন)	০৭
০৪	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫	০২
০৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	০৩
০৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩	৫৭
০৭	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (বাংলা ভাষন)	৪৮
০৮	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (ইংরেজি ভাষন)	-
০৯	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (বাংলা ভাষন)	৫৪
১০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (ইংরেজি ভাষন)	-
১১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশ, ১৯৭২	৫৯



বৈদ্যুতিক কর্ম পেশায় দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন



'Power Generation & Regional Balance in Bangladesh' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

৮.৩ বিধিমালা ও নীতিমালা

বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য বিধিমালা ও নীতিমালাসমূহ:

ক্রমিক নং	শিরোনাম
০১	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল পরিচালনা বিধিমালা-২০১৯
০২	খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯
০৩	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant (Revised)-2019
০৪	নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮
০৫	জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা, ২০১৮
০৬	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮
০৭	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬
০৮	Action Plan For Energy Efficiency & Conservation
০৯	Solar Guide Book
১০	Country Action Plan for Clean Cook Stoves
১১	500 MW Solar Program
১২	বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা
১৩	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant
১৪	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) গাইডলাইনস্
১৫	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS Fund) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
১৬	পাওয়ার গ্রাইডিং ফ্রেমওয়ার্ক
১৭	বাংলাদেশ বেসরকারি অবকাঠামো নির্দেশিকা
১৮	Policy Guideline for Small Power Plant in Private Sector
১৯	Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh
২০	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৯২
২১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ১৯৮২



পায়রা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ সিস্টেম



কর্ণফুলী ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ସାଧିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧନ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୯-୨୦୨୦



ତଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସ୍ୟବହାର



৯.০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎখাতে সমন্বিত আইসিটি উন্নয়নে আইসিটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী আইসিটি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ/বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎখাতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জাতীয় গুদ্রাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নসহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। অচিরেই রোডম্যাপ অনুযায়ী Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে ‘পেপারলেস’ অফিসে রূপান্তর করা হবে।

৯.১ বিদ্যুৎখাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **ইআরপি বাস্তবায়ন:** বিদ্যুৎখাতের জন্য সমন্বিত ERP বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কনসোর্টিয়াম অব মেসার্স টেকভিশন, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ কম্পিউটার সার্ভিসেস লিঃ টেকনোহেভেনের সাথে (বিদ্যুৎ বিভাগসহ শেড়া, বাবিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো, পিজিসিবি, এপিএসসিএল, ইজিসিবি, আরপিসিএল, নওপাজেকো এবং সিপিজিসিবিএল) ১৩টি সংস্থায় ৪টি মডিউল বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ERP বাস্তবায়ন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ERP বাস্তবায়নের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় এবং ইতিপূর্বে বাংলাদেশে বাস্তবায়নধীন ERP সমূহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। বিদ্যুৎখাতের ১৩টি সংস্থায় ERP-এর ৪টি মডিউল সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ, চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজেশন, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি কারণে বাস্তবায়নে বিশেষ করে করোনাকালীন বিরূপ পরিস্থিতির কারণে ইউটিলিটিসমূহ হতে তথ্য প্রাপ্তিতে অধিক সময় প্রয়োজন হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী এইচআরএম, ফিন্ড অ্যাসেট, ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস, প্রকিউরমেন্ট-এই চারটি মডিউল সংস্থা/কোম্পানিসমূহের চাহিদার আলোকে আরও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বাস্তবায়নসহ প্রশিক্ষণের কাজ চলমান আছে।



১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “ERP” বিষয়ক সেমিনার

(২) বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন: নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অন-লাইনে আবেদন করা যায়। ফলে গ্রাহকগণ বামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে পারেন এবং অন-লাইনের মাধ্যমে সংযোগের হালনাগাদ তথ্য পেতে পারেন। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৭ দিনে আবাসিক সংযোগ ও ২৮ দিনে শিল্প সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

(৩) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহকদের জন্য কিছুদিন আগেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা একটি সময়সাপেক্ষ বিষয় ছিল। ব্যাংক ও ইউটিলিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিল পরিশোধের পরেও পুনরায় বিল দাবী করার ঘটনা ঘটত। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমানে সকল গ্রাহকের হিসাব কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে এবং মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলের তথ্য জানা যাচ্ছে। এখন মোবাইল ফোন এবং অন-লাইনের মাধ্যমেও গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।



ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

৪) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা: গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্থায় অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যে কোন গ্রাহক যেকোন সময় অন-লাইনে, সোশ্যাল মিডিয়া, এ্যাপসের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অভিযোগ, মতামত প্রদান ও ট্র্যাক করতে পারে। ফলে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।

(৫) ই-নথি ব্যবস্থাপনা: বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে নথি নিষ্পত্তির হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মকর্তাগণের নথি নিষ্পত্তি পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের 'ই-নথি ব্যবস্থাপনা' বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।



১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “ERP” বিষয়ক সেমিনার

(৬) প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণ হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল। ওয়েব-ভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্ত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৭) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম (কুশলী): সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎখাতের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ‘কুশলী’ নামে একটি ‘ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম’ বা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ‘কুশলী’ নামে ‘ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম’ শুভ উদ্বোধন করেন।

(৮) পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন (পিএমআইএস) ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎখাতে অন-লাইনভিত্তিক পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন (পিএমআইএস) ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা যাচাই, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে।

(৯) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমন্বয় সভা: বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানির সাথে মাসিক সমন্বয় সভা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হয়ে থাকে। করোনা মহামারির সময়ে সকল সভা নিয়মিত অন-লাইনে করা হয়।

(১০) ই-টেভারিং ব্যবস্থাপনা: ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেভারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(১১) অডিট ম্যানেজমেন্ট: বিদ্যুৎখাতের জন্য একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর এবং গতিশীল হয়েছে। ফলে প্রতি নিরীক্ষা বছরের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির ব্যবধান কমে যাবে। ক্রমান্বয়ে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা হ্রাস পাচ্ছে। সর্বস্তরে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

(১২) কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: বিদ্যুৎখাতের সংস্থাসমূহকে নানাবিধ কারণে বিভিন্ন মামলার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের অভাবে মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে তদারকিতে সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত বাস্তবতায় বিদ্যুৎ খাতের সকল মামলার তথ্য ও অবস্থা জানার জন্য এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার স্বার্থে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডিপিডিসির সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। জুলাই ২০১৭ থেকে চালু সিস্টেমটিতে মামলা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন-আইনজীবী, বাদী-বিবাদী, সাক্ষী, আদালত, মামলার খরচ প্রভৃতি তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। সংস্থাসমূহ তাদের মামলাগুলোর পরবর্তী শুনানির তারিখ এবং মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়মিতভাবে এই সিস্টেমে হালনাগাদ করতে পারে। ফলে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট এ সিস্টেম থেকে তৈরি করা যায়। বিদ্যুৎ বিভাগ সকল সংস্থার মামলাসমূহ এ সিস্টেম থেকে মনিটর করতে পারে।

এছাড়াও বিদ্যুৎখাতে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগ যেমন হ্যাকাথন, আইডিয়া প্রতিযোগিতা, নিয়োগ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১৩) পেপারলেস অফিস রূপান্তরে কর্মপরিকল্পনা: বিদ্যুৎখাতের অফিসসমূহ পেপারলেস করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত (ক) ই-ফাইলিং, (খ) অন-লাইন নতুন সংযোগ, (গ) বিল অন ওয়েব/বিলিং সিস্টেম অটোমেশন, (ঘ) ইআরপি বাস্তবায়ন, (ঙ) সমন্বয় সভা/বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বোর্ড সভা পেপারলেসকরণ এবং (চ) অন-লাইন কমপ্লেইন ও ফিডব্যাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

৯.২ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে পিজিসিবির OPGW:

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে পিজিসিবির সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত Optical Ground Wire (OPGW) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মূলত আধুনিক স্ক্যাডা সিস্টেমের দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার যথাযথ মনিটরিং ও কন্ট্রোলের মাধ্যমে সুষ্ঠু, নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য বিভিন্ন গ্রিড ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ডেটা সংগ্রহ ও ভয়েজ কমিউনিকেশন নিশ্চিতকরণে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও, বজ্রপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য OPGW বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পিজিসিবি ১৯৯৬ সাল হতে সঞ্চালন লাইনের ওপরে গ্রাউন্ড-ওয়্যারের পরিবর্তে OPGW প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। পিজিসিবি কর্তৃক ইতোমধ্যেই প্রায় ৭,৩৭৭ কিলোমিটার OPGW স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পিজিসিবির OPGW নেটওয়ার্ক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি শক্তিশালী ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চলমান তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবকে আরও বেগবান করার অপার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশে বিস্তৃত এ ওভারহেড OPGW তথ্যপ্রযুক্তি, বিশেষ করে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানে ব্যবহার করলে প্রযুক্তির সমন্বয়ে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শক্তিশালী হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি শুধুমাত্র নিজস্ব যোগাযোগ ও সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তার জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে সারাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে ২০০৬ সালে জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ফোন লিং-এর নিকট ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কিলোমিটার ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার লিজ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে গ্রামীণ ফোন লিং (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ), বাংলালিংক, রবি, ইউজিসি, বিটিসিএল, ফাইবার@হোম লিং এবং সামিট কমিউনিকেশন লিং-কে অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, টেলিটক বাংলাদেশ লিং-কে দেশব্যাপী প্রায় ১৯৮৪ কিলোমিটার ০১ (এক) জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উক্ত লিজ প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে পিজিসিবির আয় বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের সকল ক্যান্টনমেন্টকে একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে পিজিসিবির অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবনা পেশ করেছে, যার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উল্লেখ্য, পিজিসিবি ২০১৪ সালে বিটিআরসির কাছ থেকে NTTN (Nationwide Telecommunication & Transmission Network) লাইসেন্স পাওয়ায় দেশব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যে পিজিসিবি দেশব্যাপী ১০০ জিবি ব্যান্ড-উইথ ট্রান্সমিশনের একটি বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর, IIG ও ISP অপারেটরদের নিকট উল্লিখিত পরিমাণ উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এতে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমগ্রদেশে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে।



গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



মুন্সিগঞ্জ ৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বার্ষিক প্রতিবেদন

আর্থিক বছর ২০১৯-২০২০



মানব সম্পদ উন্নয়ন



১০.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিদ্যুৎখাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎখাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থায় লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বৈদ্যুতিক কর্মপেশায় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল সৃজনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' বা বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহ দেশের অভ্যন্তরে (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) মোট ২,১৫৪ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৩৬,৪৪৪ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	০৭	৪৪১
বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল	০১	০৯
শ্বেডা	১৪	১৬৬
বাবিউবো	৩৫৫	১৩,৩২৭
বাপবিবো	৬৯	৪৫১
ডেসকো	৮৬	৯৭৭
ডিপিডিসি	৩৪৯	১০,২৮০
ইজিসিবি	১০৫	৪০৭
পিজিসিবি	১৯১	৫,১১০
আরপিসিএল	৪৫	১৩৯
ওজোপাডিকো	৪০	১,৮৭৭
নওপাজেকো	২৭৭	৭১৮
এপিএসসিএল	১৭১	৩৯৯
সিপিজিসিবিএল	৫৩	১৩৬
নেসকো	৬৩	১,৮৫৭
বি-আর পাওয়ারজেন	৩২৮	১৫০
মোট	২,১৫৪	৩৬,৪৪৪

১০.২ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিপিএমআই-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' (বিপিএমআই) কর্তৃক ৩৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ২টি কর্মশালার মাধ্যমে মোট ১,২৬৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১০.৩ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নাম	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩
বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল	০৯	৭৫০
বাবিউবো	৯৪	৩৪৩
বাপবিবো	০৪	১৩
ডেসকো	০৪	১৯০
ডিপিডিসি	০৬	১৭০
ইজিসিবি	১০	১৯
পিজিসিবি	১৯	২৩৭
আরপিসিএল	০৫	৮৭
শ্রেডা	২১	৪০৯০
ওজোপাডিকো	০১	৪৭
নওপাজেকো	০৬	০৯
সিপিজিসিবিএল	১২	২৫
নেসকো	০১	১৫০
বি-আর পাওয়ারজেন	৪	৯
মোট	১৯৬	৬১৩৯



প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

১০.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎখাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমির আধুনিকীকরণের পাশাপাশি কক্সবাজারে নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করেছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্ক্যাডা ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমি ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসসিডিপি প্রকল্পের অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দানের সুবিধার্থে ষোড়শাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) বর্তমানে পূর্বাচলে ডেসকোর একটি সাব-স্টেশন ভবনে নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিপিএমআই একত্রে কাজ করছে। ভবিষ্যতে কেরাণীগঞ্জে নিজস্ব জমিতে ভবনাদি নির্মাণ করার পর সেখানে কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যাতে বিদ্যুৎখাতে প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।



বিপিএমআই-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন



বিপিএমআই-এর নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণের স্থান



বার্ষিক প্রতিবেদন
সংস্করণ ২০১৯-২০২০



ইডিপি বাস্তবায়ন



১১.০ এডিপি বাস্তবায়ন

১১.১ উন্নয়ন বাজেট

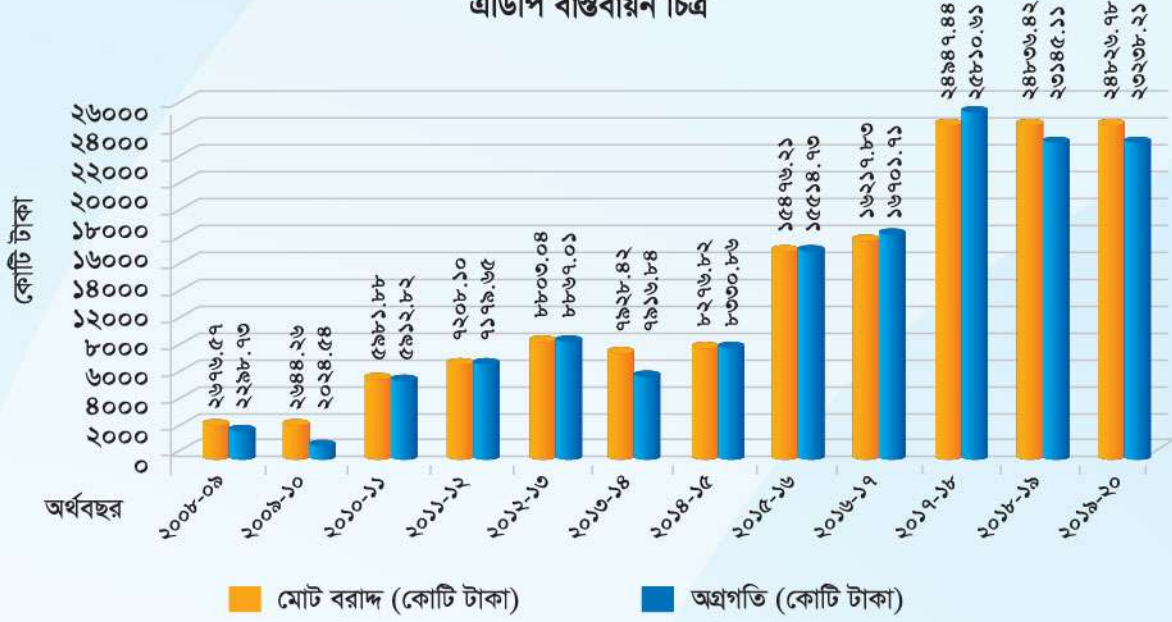
২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিতে বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির আওতাভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৪,৮২৬.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৩,২৩৮.২১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৩.৬০%। বিদ্যুৎ বিভাগের বছর-ওয়ারি এডিপি বরাদ্দ ও বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
২০০৮-০৯	৪৭	২৬৭৬.৫৭	১১৮৮.১৩	১৪৮৮.৪৪	২২৯৮.৭৩ (৮৬%)	১০২২.৭৬ (৮৬%)	১২৭৫.৯৮ (৮৬%)
২০০৯-১০	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮	১৪১৭.১৮	২০২৪.৫৪ (৭৭%)	১১৪৩.২৩ (৯৩%)	৮৮১.৩০ (৬২%)
২০১০-১১	৫৩	৫৯৮১.৮৮	৪৩১৭.৯০	১৬৬৩.৯৮	৫৯১২.৮২ (৯৮.৮৫%)	৪৩০৪.৫০ (৯৯.৬৯%)	১৬০৮.৩২ (৯৬.৬৫%)
২০১১-১২	৫৬	৭২০৮.১০	৪৭২৫.০০	২৪৮৩.১০	৭১৭৯.৬৫ (৯৯.৬১%)	৪৬১০.৮৪ (৯৭.৫৮%)	২৫৬৮.৮২ (১০৩.৪৫%)
২০১২-১৩	৬১	৮৮০৩.০৪	৫৪০০.০০	৩৪০৩.০৪	৮৮৬৮.০১ (১০১%)	৫২৯৮.৩৪ (৯৮%)	৩৫৬৯.৬৭ (১০৫%)
২০১৩-১৪	৬৯	৭৯২৮.৪২	৪৭১৯.৩১	৩২০৯.১১	৭৯১৬.৮৪ (৯৯.৮৫%)	৪৬৩০.৮৭ (৯৮.১৩%)	৩২৮৫.৯৭ (১০২.৪%)
২০১৪-১৫	৭১	৮২৭৬.৮২	৪৬৮৩.৮১	৩৫৯৩.০১	৮৩৩০.৮৬ (১০০.৬৫%)	৪৫৩৯.৪৬ (৯৬.৯২%)	৩৭৯১.৪০ (১০৫.৫২%)
২০১৫-১৬	৭৭	১৫৪৭৬.২১	৭১৭৭.৫০	৮২৯৮.৭১	১৫৫১৪.৭৩ (১০০.২৫%)	৭০৮৩.৬৪ (৯৮.৬৯%)	৮৪৩১.০৯ (১০১.৬০)
২০১৬-১৭	৮৮	১৬২১৭.৮৩	৮৮৪৪.০৯	৭৩৭৩.৭৪	১৬৭০১.৭১ (১০২.৯৮%)	৮৬৮৯.১৯ (৯৮.২৫%)	৮০১২.৫২ (১০৮.৬৬%)
২০১৭-১৮	৯৬	২৪৯৪৭.৪৪	১১৭৩০.৬৮	১৩২১৬.৭৬	২৫৮১০.৬১ (১০৩.৪৬%)	১১৭১৭.৪৬ (৯৯.৮৯%)	১৪০৯৩.৬৪ (১০৬.৬৩%)
২০১৮-১৯	১০৮	২৪৮৩৬.৪২	১৪৮২২.২৭	১০০১৪.১৫	২৩১৪৫.১১ (৯৩.১৯%)	১৪৬৮৬.৩৭ (৯৯.০৮%)	৮৪৫৮.৭৪ (৮৪.৪৭%)
২০১৯-২০	৯৮	২৪৮২৬.৭৮	১৩৩২৮.৭১	১১৪৯৮.০৭	২৩২৩৮.২১ (৯৩.৬০%)	১২৪৬১.৩৬ (৯৩.৪৯%)	১০৭৭৬.৮৫ (৯৩.৭৩%)

২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপিতে বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১,২০৫.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬৭০.৩৪ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন মোট ১০৪ টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৬,০৩২.৬৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৩,৯০৮.০৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯১.৮৪%।

এডিপি বাস্তবায়ন চিত্র



বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছর-ওয়ারি এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়



বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব ড. সুলতান আহমেদ মহোদয়ের বাংলাদেশ স্মার্ট ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড পরিদর্শন



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য অর্জন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

১১.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুৎখাতের ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট ৬-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১১.৩ অডিট আপত্তি

বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	বাবিউবো	২৩০৮	৩৩৬.০৭৮৩	১০১৫	৮২০	২.৯০৫০	১৪৮৮	৩৩৩.১৭৪৩
০২.	বাপবিবো	১১২৩	৩৪৩২৭.৬৩	১১২৩	১৬৬	১৫১৬.৬২	৯৫৭	৩২৮১১.০১
০৩.	ডেসকো	১২৪	২৫৫.০৯	১২৪	১৪	৬৯.৩৮	১১০	১৮৫.৭১
০৪.	ডিপিডিসি	১০৭৮	৬৪০২.৬৮	১২৪	৩১৮	৭৭৯.০৪	৭৬০	৫৬২৩.৬৪
০৫.	ইজিসিবি	৩৬	২২১৫.৫২	৩৫	৭	৫৩৫.২১	২৯	১৬৮০.৩১
০৬.	পিজিসিবি	৩৩৭	২৪২১.২৯	২৭০	৪৬	৮৬.০৬	২৯১	২৩৩৫.৩৯
০৭.	ওজোপাড়িকো	৪৬৪	১১৮২.৮২	৭২	৫২	৩৬৪	৪১২	৮১৮.৮০
০৮.	নওপাজেকো	৫	৪.৪৩	৫	১	১.০৬	৪	৩.৩৭
০৯.	পাওয়ার সেল	১৬	৬.৭৩৮৫	১৬	০৭	১.৭৩	৯	৫.০০৮৫
১০.	এপিএসসিএল	৬২	১৪৬৮.৩৬	৬০	১২	৮১.৬৬	৫০	১৩৮৬.৭০
১১.	সিপিজিসিবিএল	০৫	১৪৯.৫৪	০৫	০২	১.৫৪	০৩	১৪৮.০০
১২.	নেসকো	৬৮০	৫৮৫.৩০	৩৭	১৩৭	৪৫.০৪৪	৫৪৩	৫৪০.২৫৬
	সর্বমোট	৬২৩৮	৪৯৩৫৫.৪৭৬৮	২৮৮৬	১৫৮২	৩৪৮৪.২৪৯	৪৬৫৬	৪৫৮৭১.৩৬৮৮



ସାଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୯-୨୦୨୦



ସାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ



১২.০ বিশেষ কার্যক্রম

১২.১ বিদ্যুৎখাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং শোকেসিং

সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎখাতে বিগত ১১ বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎখাতে নিয়মিত নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাফল্য এবং লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের তালিকা:

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	ইনোভেশন তালিকা ও সিদ্ধান্ত
১	বিদ্যুৎ বিভাগ	“বিদ্যুৎ স্থাপনাসমূহে পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন এ্যাপস” শীর্ষক ডিজিটাল সার্ভিস বিদ্যুৎ সেবা উন্নতকরণের জন্য মতামত আহবান
২	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	অনলাইন সোলার নেট মিটারিং সিস্টেম ক্যালকুলেশন প্ল্যাটফরম
৩	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	স্পট বিলিং এন্ড স্পট কালেকশনের পাইলট বাস্তবায়ন
৪	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	Fault Locator পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক
৫	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড	অনলাইনে বৃহৎ সংযোগের ক্ষেত্রে লোড ছাড়পত্র প্রদান
৬	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	গ্রাহক সেবায় ভারুয়াল যোগাযোগ গ্রাহক সেবায় ই তথ্য বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ
৭	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	হাই ভোল্টেজ ফল্ট প্যাসেজ ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক লাইনের ফল্ট ফাইন্ডিং পদ্ধতি
৮	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ	গ্রাহকসেবা কেন্দ্রে নতুন সংযোগের কাজে নিবেদিত ডেব্লু স্থাপন “নেসকো গ্রাহক সেবা মোবাইল এ্যাপস” প্রস্তুত করার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ ডিসপ্লে এবং ব্যাটারি বক্স ব্যবহার করে ডিসপ্লে সাদা মিটার হতে ব্যবহৃত রিডিং উদ্ধারকরণ
৯	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ	এস এম এস-এর মাধ্যমে ঠিকাদারের নিকট তথ্য প্রদান Knowledge base তৈরির মাধ্যমে প্লান্টের সংরক্ষণ কাজ ত্বরান্বিত করা
১০	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ	ফোম এবং আর্দ্রতার জন্য সংবেদনশীল ট্যাঙ্কগুলোতে সঠিক লেভেল ট্রান্সমিটার নির্বাচনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ
১১	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড	Alarm based নিরাপত্তা সেবা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কম্পোস্ট সার Digitalized Knowledge Sharing & Learning Through Incidents

ক্রম নং	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	ইনোভেশন তালিকা ও সিদ্ধান্ত
১২	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড	অ্যাপসের মাধ্যমে স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা HFO বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্লাশিং অয়েল পুনঃব্যবহার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সোলার প্যানেল পরিষ্কারকরণ Charge Air Temperature কমিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি
১৩	বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ	Passive Infrared Sensor স্থাপনের মাধ্যমে কর্পোরেট অফিস ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত সকল Air Conditioner-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ Dash Board স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচালন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য Head office থেকে পর্যবেক্ষণ।
১৪	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ	আইসোলেশন ও আর্থ সুইচে ইন্টারলকড মেকানিজম সংযোজন ডিজিটাল ফোনবুক অ্যাপ ইমপ্লিমেন্টেশন অভ স্পেশাল প্রোটেকশন স্কিম (এসপিএস) টু এভয়েড ওভারলোডিং অভ অটো ট্রান্সফরমার ডিউরিং কন্ট্রোলিং Leave Management System
১৫	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	
১৬	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)	মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের থ্রিডি মডেল অনলাইন রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ইনোভেশন টিমের সভা প্রতি মাসে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিদ্যুৎখাতের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ নিয়মিত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালা/সেমিনার, ২ এবং ৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা প্রদান করা হয়ে থাকে।



বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে ১০ এপ্রিল ২০১৯ অনুষ্ঠিত ইনোভেশন শোকেসিংয়ের সমাপনী অনুষ্ঠান

ইনোভেশন শোকেশিং/সার্কেল আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের উৎকর্ষ সাধন, ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উদ্ভাবকগণের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান এবং রিপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিগত ১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে ইনোভেশন শোকেশিং আয়োজন করা হয়। করোনাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইনোভেশন শোকেশিং আয়োজন সম্ভব হয়নি।



ইয়ং বাংলা আয়োজিত পাওয়ার সেল, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স ও সিআরআই-এর যৌথ উদ্যোগে আইডিয়া প্রতিযোগিতা বিচ্ছুরণ-এর Grand Finale অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ

১২.২ শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভুক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ৯৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করবে।



১২.৩ সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ এ দুই সেক্টরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/প্রকৌশলীগণের অংশগ্রহণে উভয় খাতের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-২৮ মার্চ ২০১০ তারিখে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষে প্রথম, ০৩-০৪ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে কুমিল্লার বার্ডে দ্বিতীয়, ১১ মে ২০১১ তারিখে ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে তৃতীয় ওয়ার্কশপ এবং চতুর্থ সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ ২০-২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে “বিজয়” হলে আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ পঞ্চম সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ ১নং আব্দুল গণি রোডস্থ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে ২৪-২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আয়োজন করা হয়। সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজনের ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বয় সুদৃঢ় হয়েছে এবং নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করাসহ ভবিষ্যৎ জ্বালানি প্রাপ্যতার বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতার পথ উন্মোচিত হয়েছে। আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদার হওয়ায় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।



পঞ্চম সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান

১২.৪ জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ পালন

“অনির্বাণ আগামী” এই শ্লোগান সামনে রেখে দেশব্যাপী ৬-৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জনগণের কাছে তুলে ধরাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। কাজের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান, দেশব্যাপী স্কুল/কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গঠনমূলক সমালোচনা ও সেবা প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদেরকে পুরস্কার প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভাবনী গবেষণামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উৎসাহ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সেবা গ্রাহকদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে নিম্নরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে “বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৮”-এর শুভ উদ্বোধন করেন

বিদ্যুৎখাত

- (১) সেরা বিদ্যুৎ কর্মী (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পুরস্কার
- (২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার
- (৩) সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট পুরস্কার
- (৪) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা পত্রিকা রিপোর্টিং পুরস্কার
- (৫) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা ইলেকট্রনিক রিপোর্টিং পুরস্কার
- (৬) সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক (আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প) পুরস্কার
- (৭) স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা পুরস্কার
- (৮) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র/ছাত্রীদের সেরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে উদ্ভাবনী পুরস্কার
- (৯) সেরা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী (আইপিপি) পুরস্কার

জ্বালানিখাত

- (১) সেরা জ্বালানি কর্মী (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পুরস্কার
- (২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার
- (৩) সেরা সরকারি প্রতিষ্ঠান (পেট্রোবাংলা ও বিপিসির আওতাধীন কোম্পানি) পুরস্কার
- (৪) সেরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (পেট্রোবাংলা ও বিপিসির আওতাধীন কোম্পানি) পুরস্কার
- (৫) সেরা গ্রাহক (বাণিজ্যিক ও শিল্প) পুরস্কার
- (৬) সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন পুরস্কার

১২.৫ মাঠ পরিদর্শন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সিস্টেম লস হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহারে সংস্থাসমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। পরিদর্শন ব্যতিরেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কাজের তৎপরতা, দক্ষতা, মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।



পটিয়া ৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১২.৬ সুপারিশসমূহ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে সাজেশন প্রদান চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মাসিক অভ্যন্তরীণ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের পরামর্শের আলোকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

১২.৭ গণশুনানী

বর্তমানে উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গণশুনানী ও প্রান্তিক অফিসসমূহ পরিদর্শন করেন। প্রতিমাসে বিদ্যুৎখাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিষয়ক সমস্যা যেমন নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে বিলম্ব, ওভার বিলিং, বকেয়া, লো-ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ চুরি, মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত গণশুনানীর ফলে গ্রাহকদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সুশাসন নিশ্চিত হয়।

১২.৮ মাসিক সমন্বয় সভা

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন/পরিকল্পনাধীন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।



১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখ জাতীয় শোক দিবসে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি



ড. সুলতান আহমেদ, সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক
বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম



বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক
বরগুনা জেলার সমন্বয়ক হিসেবে কার্যক্রম



কোভিড-১৯ এর প্রারম্ভে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে
সচেতনতামূলক সভা আয়োজন এবং সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

১২.৯ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিভাগ

অত্যাবশ্যিকীয় সেবা হিসাবে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা চলমান রাখতে বিদ্যুৎ কর্মীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ডাক্তার/স্বাস্থ্য কর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরও বিদ্যুৎখাতের ১,৪০০-এর বেশি কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ১৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিসহ ঘূর্ণিঝড় আফানের সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে এই দুর্ঘটনার সময়েও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

মহামারি কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের সময়ে এলাকাভিত্তিক লক-ডাউন কার্যকর করায় এবং মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধ থাকায় গ্রাহকদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সরকার আবাসিক গ্রাহকদের ফেক্সরি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ ছাড়া পরিশোধের সুযোগ প্রদান করে। এ সময়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার রিডিং গ্রহণের পরিবর্তে যৌক্তিক বিল ইস্যু করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ বিলের বকেয়ার কারণে যাতে কোন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়, সে জন্য প্রি-পেইড গ্রাহকদের ব্যালেন্স শেষ হলেও ফ্রেডলি আওয়ার বাড়িয়ে দেওয়া হয়। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

১. কোভিড-১৯-এর প্রারম্ভে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা আয়োজন এবং সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ;
২. কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ হতে ১৬ কোটি ০৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়;
৩. কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ হতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ৫০,০০০ PPE এবং ২৫,০০০ PCR Test kit প্রদান করা হয়। এছাড়া কোভিড-১৯-এর সেবা প্রদানকারী ০৪টি হাসপাতালের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ২,৪০০ N95 মাস্ক এবং সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের জন্য ১টি হাই ফ্লো নেজাল কেনুলা প্রদান করা হয়। তদুপরি বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলায় ১৪টি হাই ফ্লো নেজাল কেনুলা এবং বরগুনা জেলার জন্য একটি এম্বুলেন্স দেওয়া হয়;
৪. মোবাইল, বিকাশ, জি-পে, রবিক্যাশ, অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি।



কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট পিপিই, পিসিআর টেস্ট কিট এবং মাস্ক হস্তান্তর



কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ হতে ১৬ কোটি ০৬ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর



কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট হাই ফ্লো নেজাল কেনুলা হস্তান্তর

১৩. ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা যথাসময়ে যোগান দেওয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বেজ লোড বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক প্রাথমিক জ্বালানির উৎস সন্ধান করা এবং স্বল্প ব্যয়ে তা পরিবহন এবং সময়মত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বিদ্যুৎখাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ খাতে ব্যাপক সংখ্যক কারিগরি কর্মকর্তার নিয়োগ, পাশাপাশি এ সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নয়ন করতে হলে, একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ



জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১.	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ জানুয়ারি ২০০৯
০২.	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদি)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৩.	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৪.	উল্লাপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২ মার্চ ২০০৯
০৫.	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদি) (দেশ এনার্জি)	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ ২০০৯
০৬.	মহিপাল, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২২ এপ্রিল ২০০৯
০৭.	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১২ মে ২০০৯
০৮.	বাড়বকুও এসআইপিপি (রিজেন্ট)	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে ২০০৯
০৯.	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	৯ জুন ২০০৯
১০.	জামালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন ২০০৯
১১.	ভোলা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভেনচার)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০০৯
১২.	ফেঞ্চুগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বৎসর মেয়াদি) (বরকতুল্লাহ)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর ২০০৯
১৩.	আশুগঞ্জ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রিশিসান এনার্জি)	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৭ এপ্রিল ২০১০
১৪.	শিকলবাহা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিস এনার্জি)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মে ২০১০
১৫.	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আরজেড পাওয়ার)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২ আগস্ট ২০১০
১৬.	খুলনা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এগ্রিকো)	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
১৭.	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল (এগ্রিকো)	৪৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০ ২৮ আগস্ট ২০১০
১৮.	শিকলবাহা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং বিঃ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট ২০১০
১৯.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০মেঃওঃ (২য় ইউঃ) বিঃকেঃ	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর ২০১০
২০.	পাগলা কুইক রেন্টাল (ডিপিএ)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১০
২১.	ভেড়ামারা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১০
২২.	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (দেশ এনার্জি)	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
২৩.	বি-বাড়ীয়া কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এগ্রিকো)	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ ২০১১
২৪.	মদনগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট)	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ এপ্রিল ২০১১

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
২৫.	আশুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পিপি	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল ২০১১
২৬.	মেঘনাঘাট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আইইএল)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মে ২০১১
২৭.	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ম্যাক্স পাওয়ার)	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে ২০১১
২৮.	নোয়াপাড়া কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (খানজাহান আলী)	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১১
২৯.	আশুগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এথিকো)	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে ২০১১
৩০.	খুলনা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কেপিসিএল-২)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১১
৩১.	আশুগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১১
৩২.	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডাচ বাংলা)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই ২০১১
৩৩.	নোয়াপাড়া, যশোর রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট ২০১১
৩৪.	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট ২০১১
৩৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর ২০১১
৩৬.	বেড়া ৭০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর ২০১১
৩৭.	দাউদকান্দি ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ অক্টোবর ২০১১
৩৮.	ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	নভেম্বর ২০১১
৩৯.	গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেঃ	১০৯	এইচএফও	বিউবো	১৬ নভেম্বর ২০১১
৪০.	বগুড়া রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জি প্রীমা)	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর ২০১১
৪১.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১১
৪২.	হাটহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর ২০১১
৪৩.	সাংগু, দোহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিঃ কোঃ)	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৪.	আমনুরা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিনহা পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারি ২০১২
৪৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জি প্রীমা)	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪৬.	কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (একর্ণ)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ মার্চ ২০১২
৪৭.	কেরানীগঞ্জ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাওয়ার প্যাক)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ ২০১২
৪৮.	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিউবো	২৮ মার্চ ২০১২
৪৯.	কাটাখালী কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (নর্দান পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে ২০১২

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৫০.	গাজীপুর ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই ২০১২
৫১.	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	জুলাই ২০১২
৫২.	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	ডিসেম্বর ২০১২
৫৩.	সানতাহার, ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫৪.	কাটাখালী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫৫.	রাউজান ২৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৩ মে ২০১৩
৫৬.	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১৩
৫৭.	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস/ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫৮.	আশুগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিঃ)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৯.	শাজাহান উল্লাহ্ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	২৫	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	ডিসেম্বর ২০১৩
৬০.	নাটোর, রাজশাহী ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাজ-লংকা পাওয়ার লিঃ)	৫২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ জানুয়ারি ২০১৪
৬১.	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বরকত উল্লাহ্ ডায়নামিক)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩ মে ২০১৪
৬২.	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	২০৩	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১৪
৬৩.	গগনগর ১০২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস)	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩ জুন ২০১৪
৬৪.	আপথ্রোডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র টু ২২৫ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৮	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৪ জুলাই ২০১৪
৬৫.	ঘোড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ)	১০৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ জুলাই ২০১৪
৬৬.	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা ৫২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (লাকধানবি বাংলা পাওয়ার লিঃ)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ডিসেম্বর ২০১৪
৬৭.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECPV Chittagong Ltd.)	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জানুয়ারি ২০১৫
৬৮.	কাঠপাতি, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিনহা পিপলস এনার্জি লিঃ)	৫১	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৬৯.	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	১৪২	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৭ এপ্রিল ২০১৫
৭০.	আশুগঞ্জ ১৯৫ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	১৯৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মে ২০১৫
*	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	১০২	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১৫

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৭১.	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	২২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ জুন ২০১৫
৭২.	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯	গ্যাস/এইচএফও	BPDB-RPCL JV	১৬ আগস্ট ২০১৫
৭৩.	ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	১৯৪	গ্যাস	বিউবো	২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
*	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	৭৫	গ্যাস	এপিএসসিএল	১০ ডিসেম্বর ২০১৫
*	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	১১৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ ডিসেম্বর ২০১৫
৭৪.	মদনগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট পাওয়ার)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৭৫.	বরিশাল ১১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট পাওয়ার)	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৫ এপ্রিল ২০১৬
৭৬.	নবাবগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট (ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার লিঃ)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ জুন ২০১৬
৭৭.	আপহ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৮ জুন ২০১৬
৭৮.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (দক্ষিণ)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	২২ জুলাই ২০১৬
৭৯.	মানিকগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট (ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ আগস্ট ২০১৬
৮০.	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি	৩৩০	গ্যাস	বিউবো	জিটিঃ ২০ আগস্ট ১৬ এসটিঃ ২০ ডিসেম্বর ১৬
৮১.	জামালপুর ৯৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা)	৯৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ নভেম্বর ২০১৬
৮২.	বসিলা, কেরাণীগঞ্জ ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ)	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৮৩.	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২৭৮	গ্যাস/এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	৯ মে ২০১৭
৮৪.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (উত্তর)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	১১ জুন ২০১৭
৮৫.	কুশিয়ারা ১৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ)	১০৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুলাই ২০১৭
৮৬.	সরিষাবাড়ি ৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	৩ আগস্ট ২০১৭
৮৭.	চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৪	এইচএফও	বিউবো	১২ আগস্ট ২০১৭
৮৮.	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)	২২৫	গ্যাস/ এইচএসডি	বিউবো	৮ নভেম্বর ২০১৭
*	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	১ জানুয়ারি ২০১৮
৮৯.	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৪	কয়লা	বিউবো	১ জানুয়ারি ২০১৮
৯০.	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Banco Energy)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জানুয়ারি ২০১৮



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৯১.	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি	৩৬৫	গ্যাস	বিউবো	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯২.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি (২য় ইউনিট)	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯৩.	নোয়াপাড়া, যশোর ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বাংলাট্র্যাক)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ এপ্রিল ২০১৮
*	কুশিয়ারা ১৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি) (কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ)	৫৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৪.	দাউদকান্দি ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বাংলাট্র্যাক)	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৫.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২১৭	গ্যাস	ইজিসিবি	৩০ এপ্রিল ২০১৮
৯৬.	কড্ডা, গাজীপুর ৩০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (সামিট পাওয়ার)	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ মে ২০১৮
৯৭.	ব্রাহ্মণগাঁও, কেরাণীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এগ্রিকো)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মে ২০১৮
৯৮.	ময়মনসিংহ ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (ইউনাইটেড পাওয়ার)	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ জুন ২০১৮
৯৯.	আওরাহাটি, কেরাণীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এগ্রিকো)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ জুন ২০১৮
১০০.	কড্ডা, গাজীপুর ১৪৯ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-১) (Summit Power & Alliance Holding Ltd.)	১৪৯	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০১৮
১০১.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (জিটি)	১৪১	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ আগস্ট ২০১৮
১০২.	পানগাঁও, কেরাণীগঞ্জ ৩০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এপিআর)	৩০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১৮
১০৩.	টেকনাফ, কক্সবাজার ২০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিঃ)	২০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮
১০৪.	সিরাজগঞ্জ ৪০০+১০ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (SNWPCL)	২৮২	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৪ অক্টোবর ২০১৮

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১০৫.	রূপসা, খুলনা ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (ওরিয়ন রূপসা পাওয়ার)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ অক্টোবর ২০১৮
১০৬.	চাঁদপুর ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (দেশ এনার্জি চাঁদপুর পাওয়ার কোম্পানি লিঃ)	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ নভেম্বর ২০১৮
১০৭.	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-৩) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (একর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ নভেম্বর ২০১৮
১০৮.	আশুগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (মিডল্যান্ড ইস্ট পাওয়ার)	১৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ নভেম্বর ২০১৮
*	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এস টি)	৭৯	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	২০ জানুয়ারি ২০১৯
১০৯.	বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (জিটি ইউনিট)	২৮৫	গ্যাস	বিপিডিবি	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১০.	বাঘাবাড়ি ২০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (প্যারামাউন্ট বিট্রাক)	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১১.	জামালপুর ১১৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১২.	বগুড়া ১১৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মার্চ ২০১৯
*	সিরাজগঞ্জ ৪০০+-১০ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (SNPCL)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ এপ্রিল ২০১৯
১১৩.	মধুমতি, বাগেরহাট ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	এইচএফও	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৫ এপ্রিল ২০১৯
১১৪.	শিকলবাহা ১০৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বারাকা পতেঙ্গা-রয়েল হোম'স)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ মে ২০১৯
১১৫.	গাজীপুর ১০০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	এইচএফও	আরপিসিএল	২৫ মে ২০১৯
১১৬.	কাণ্ডাই সোলার পাওয়ার প্র্যান্ট	৭	সৌর	বিপিডিবি	২৮ মে ২০১৯
১১৭.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৩০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ লিঃ)	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১৯
১১৮.	মাঝিপাড়া, তেতুলিয়া ৮ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Sympa Solar Ltd.)	৮	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ জুলাই ২০১৯

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১১৯.	রংপুর ১১৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ আগস্ট ২০১৯
১২০.	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ১১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কর্ণফুলি পাওয়ার)	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ আগস্ট ২০১৯
১২১.	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ৫৪ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (জোড়িয়াক পাওয়ার)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ আগস্ট ২০১৯
*	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১১৮	গ্যাস	ইজিসিবি	০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
*	বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এসটি)	১১৫	গ্যাস	বিপিডিবি	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১২২.	বগুড়া ১১৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-১) (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ নভেম্বর ২০১৯
১২৩.	ফেনী ১১৪ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (লাকধানাভি)	১১৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১৯
১২৪.	চৌমুহনী, নোয়াখালি ১১৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এইচ এফ পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
১২৫.	আপগ্রুডেশন অব সিলেট ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	৮৯	গ্যাস	বিপিডিবি	১৪ মার্চ ২০২০
১২৬.	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট-২ (একর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস লিঃ)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ মার্চ ২০২০
১২৭.	পায়রা, পটুয়াখালি ২*৬৬০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিপিএল (JV of NWPGL & CMC, China)	১৫ মে ২০২০
১২৮.	মেঘনাঘাট ১০৪ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ওরিয়ন পাওয়ার সোনারগাঁও লিঃ)	১০৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ জুন ২০২০
	মোট	১৫,৯০১			

- এছাড়াও ভারতের বহরামপুর থেকে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে।





বার্ষিক প্রতিবেদন
জানুয়ারি ২০২১-২০২০



দয়িমিষ্ট “থ”

চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন এবং দরপত্র প্রক্রিয়াধীন
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি



বেসরকারি খাতে চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ২,৭৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১২ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (LOI এবং NOA প্রদান করা হয়েছে)

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	পঞ্চগড় ৫০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (৮ মিনিট সিঙ্গাপুর হোল্ডিংস)	৫০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২১	২০/০৮/২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২	পাবনা ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সাপরজি পালনজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া)	১০০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২১	৩১/১২/২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৩	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনআরবি)	৫০	আইপিপি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২১	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
৪	ডিমলা, নিলফামারি ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এসকেটিক সোলার এএসএ)	৫০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২১	২৭/০১/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৫	মাদারগঞ্জ, জামালপুর ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিআরইসি এবং বি-আর পাওয়ার জেন লিঃ)	১০০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২১	২৭/০১/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৬	সোনাগাজী, ফেনী ৩০ মেঃওঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Bhagwati Products Ltd. & Regen Powertech Pvt. Ltd. India)	৩০	আইপিপি	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২১	২৭/০১/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৭	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ২০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (Rahimafrooz Renewable Energy Ltd. & Shunfeng Investment Ltd.)	২০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২১	০৩/০২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৮	বারয়েরহাট, চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২১	১৫/১২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৯	রাঙ্গুনিয়া ৫৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৫	আইপিপি	সৌর	জুলাই ২০২২	০৮/০১/২০২০ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১০	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (আনলিমা পাওয়ার)	৪৫০	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৩	২৫/০৬/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১১	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ)	৫৯০	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৪	২৫/০২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১২	মিরসরাই ১,৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (হাংঝু, চায়না)	১২৪০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৫	২৭/০৩/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
মোট (বেসরকারি খাত)		২,৭৮৫				

সরকারি ও বেসরকারি খাতে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ৬৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার
৬ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে / মূল্যায়ন চলছে)

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	ত্বালানির ধরন	চলুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা	
সরকারি খাত							
১	রাউজান, চট্টগ্রাম মেঃঃঃ সিসিপিপি	৪০০±১০%	৪০০	বিপিভিবি	গ্যাস	জুন ২০২৩	দরপত্র আহ্বানঃ ৩১/১২/২০১৯ দরপত্র গ্রহণঃ ২৬/০৮/২০২০
মোট (সরকারি খাত)		৪০০					
বেসরকারি খাত							
১	চুয়াডাঙ্গা ৫০ মেঃঃঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।	
২	নেত্রকোনা ৫০ মেঃঃঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।	
৩	ইনানী, কক্সবাজার ৫০ মেঃঃঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২২	পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে।	
৪	মংলা বাগেরহাট ৫০ মেঃঃঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২২	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।	
৫	কচুয়া, চাঁদপুর ৫০ মেঃঃঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	বায়ু	জুন ২০২৩	পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে।	
মোট (বেসরকারি খাত)		২৫০					
সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)		৬৫০					



মোড়াশাল ৩৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



পবিসের ভৌগোলিক এলাকায় নৌকা দিয়ে আলোর ফেরিওয়ালার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা দিচ্ছেন বিদ্যুৎ কর্মীরা



প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফনী, আফান ও মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের উদ্ভাবনী উদ্যোগ “দুর্যোগে আলোর গেরিলা”



বার্ষিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০১৯-২০২০



দয়িমিশ্চ “গ”

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের
বাস্তবায়ন অগ্রগতি



সরকারি ও বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন ১৫,২৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(ক) সরকারি খাত: ৯,০৬৫ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	অগ্রগতি
১	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ CEEG, GPEC, China	০৬ জুন ২০১৬	২০০	গ্যাস		আগস্ট ২০২০	৯১%
২	বিবিয়ানা (দক্ষিণ) ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ SAMSUNG C&T Cor.	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	৩৮৩	গ্যাস		জেটিঃ অক্টোবর ২০২০ এসটিঃ ডিসেম্বর ২০২০	৮২%
৩	শাহজিবাজার ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Harbin International Electric Company, China	২১ ডিসেম্বর ২০১৭	১০০	গ্যাস		ডিসেম্বর ২০২০	৯৬%
৪	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Alstom Switzerland Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারি ২০১৪	২০৬	গ্যাস		ডিসেম্বর ২০২০	৯৮%
*	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০- ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) সংস্থাঃ BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China) ইপিসিঃ NEPC & CECC	২৯ মার্চ ২০১৬	৬৬০	আমদানিকৃত কয়লা		২য় ইউনিট ডিসেম্বর ২০২০	৯৮%
৫	মিরসরাই ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ ইপিসিঃ সিনো হাইড্রো, চায়না	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১৫০	এইচএফও/ গ্যাস	সেপ্টেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর ২০২০	৮৭%
৬.	সিরাজগঞ্জ ৭.৬ মেঃওঃ ফটোভোল্টাইক সোলার পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ M/s. Zhongnan Engineering Cop, China	২৭ ডিসেম্বর ২০১৮	৭	সৌর		ডিসেম্বর ২০২০	৬৩%

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	অগ্রগতি
৭	খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ HE-ETERN JV,China	১৭ নভেম্বর ২০১৬	৩৩৬	গ্যাস/ ডিজেল	জিটিঃ ২০/১০/২০২০ এসটিঃ ১৬/১০/২০২১	জিটিঃ জানুয়ারি ২০২১ এসটিঃ ডিসেম্বর ২০২১	২৮%
৮	আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (পূর্ব) সংস্থাঃ APSCL ইপিসিঃ CNTEC	২০ মার্চ ২০১৮	৪০০	গ্যাস	জিটিঃ ৩১/১২/২০২০ এসটিঃ ২৯/০৬/২০২১	জুন ২০২১	৫২%
৯	সৈয়দপুর ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ ডংফেং ইলেক্ট্রিক ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন	২২ জানুয়ারি ২০১৯	১৬২	ডিজেল		জুন ২০২২	৫%
১০	মৈত্রী সুপার ১৩২০ মেঃওঃ ধার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসিঃ BHEL, INDIA	১২ জুলাই ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২য় ইউনিটঃ আগস্ট ২০২১	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২২ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২২	৪৯%
১১	শ্রীপুর, গাজীপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বি-আর পাওয়ারজেন ইপিসিঃ Max Infrac Ltd.	১৪ অক্টোবর ২০১৮	১৫০	এইচএফও		ডিসেম্বর ২০২১	২%
১২	ময়মনসিংহ ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থাঃ আরপিসিএল ইপিসিঃ Harbin Electric Int. Company Ltd.	৩১ অক্টোবর ২০১৯	৪২০	গ্যাস/ ডিজেল		জুন ২০২৩	প্রাথমিক কাজ চলছে
১৩	রূপসা ৮০০ (২*৪০০) মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ এনডব্লিউ পিজিসিএল ইপিসিঃ SEC & Ansaldo	২৮ নভেম্বর ২০১৯	৮৮০	এলএনজি	১ম ইউনিটঃ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২২	১ম ইউনিটঃ সেপ্টেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২২	২১%
১৪	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ RNPCL (JV of RPCL & Norinco, China)	০৫ মার্চ ২০১৯	১২৪৭	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ আগস্ট ২০২৩	১ম ইউনিটঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ আগস্ট ২০২৩	১২%

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	অগ্রগতি
১৫	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়) সংস্থাঃ BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China)	২৭ ডিসেম্বর ২০১৮	১২৪৪	আমদানিকৃত কয়লা		১ম ইউনিটঃ জুন ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২৩	প্রাথমিক কাজ চলছে
১৬	ইপিসিঃ NEPC & CECC মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ সিপিজিসিবিএল BwcwmtSumitomo,	২৭ জুলাই ২০১৭	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	৩০%
সর্বমোট (সরকারি খাত) ৯,০৬৫							

*ইতোমধ্যে চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।



গ্রাহক সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন

(খ) বেসরকারি খাত: ৬,২২৯ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	অগ্রগতি
১	ভোলা ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি (সার্পোজি পালনজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া)	২৮ আগস্ট ২০১৭	২২০	গ্যাস/ ডিজেল	২৮ ডিসেম্বর ২০১৯	আগস্ট ২০২০	৯৪%
২	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১১৬ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রিশিসান এনার্জি)	৩১ জুলাই ২০১৭	১১৬	এইচএফও	২৩ নভেম্বর ২০১৯	আগস্ট ২০২০	৯৮%
৩	টান্কাইল ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুয়েল ফুয়েল) (টান্কাইল পল্লী পাওয়ার জেনারেশন লিঃ)	২৭ ডিসেম্বর ২০১৭	২২	এইচএফও/ গ্যাস	২৭ মার্চ ২০১৯	আগস্ট ২০২০	৯৫%
৪	সুতাখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (HDFC Sin Power Ltd.)	১৯ অক্টোবর ২০১৬	৫০	সৌর	৩১ অক্টোবর ২০১৯	সেপ্টেম্বর ২০২০	৮০%
৫	মানিকগঞ্জ ১৬২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (মানিকগঞ্জ পাওয়ার জেনারেশনস লিমিটেড)	১৮ মার্চ ২০১৯	১৬২	এইচএফও	০১ জানুয়ারি ২০১৯	সেপ্টেম্বর ২০২০	৯৭%
৬	কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কাঞ্চন পূর্বাচল পাওয়ার লিঃ)	১৪ মে ২০১৮	৫৫	এইচএফও/ গ্যাস	১২ আগস্ট ২০১৯	অক্টোবর ২০২০	৮৫%
৭	ভৈরব ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Alliance Holdings Ltd.)	১২ অক্টোবর ২০১৭	৫৪	এইচএফও	১২ অক্টোবর ২০১৮	অক্টোবর ২০২০	৯০%
৮	ঠাকুরগাঁও ১১৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন)	০৩ মে ২০১৮	১১৫	এইচএফও	০৩ নভেম্বর ২০১৯	অক্টোবর ২০২০	৬০%
৯	পটুয়াখালী ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পায়রা পাওয়ার লিঃ)	২১ আগস্ট ২০১৯	১৫০	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০২০	নভেম্বর ২০২০	৬৫%
১০	চাঁদপুর ১১৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুরিন পাওয়ার)	১৭ জানুয়ারি ২০১৮	১১৫	এইচএফও	১৬ জুলাই ২০১৯	মার্চ ২০২১	৫৫%



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	অগ্রগতি
১১	মানিকগঞ্জ ৩৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Inspectra Solar Ltd.)	০৪ নভেম্বর ২০১৮	৩৫	সৌর	০৪ নভেম্বর ২০১৯	আগস্ট ২০২১	৩৩%
১২	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট ৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (GHSL, BD & CETC, China)	২৯ জানুয়ারি ২০১৮	৫	সৌর	১৩ জুলাই ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১	Financial Closing সম্পন্ন হয়েছে
১৩	গয়ানগাট সিলেট ৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইকি সুজি অ্যান্ড সান সোলার পাওয়ার)	০২ আগস্ট ২০১৮	৫	সৌর	৩০ ডিসেম্বর ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলছে
১৪	গঙ্গাচড়া, রংপুর ৩০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (ইন্ট্রাকো সোলার লিঃ)	২৭ আগস্ট ২০১৭	৩০	সৌর	২৭ মার্চ ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১	১৫%
১৫	লাটশাল, গাইবান্ধা ২০০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (তিস্তা সোলার লিঃ)	২৬ অক্টোবর ২০১৭	২০০	সৌর	২৬ এপ্রিল ২০১৯	ডিসেম্বর ২০২১	Financial Closing সম্পন্ন হয়েছে
১৬	বড়দুর্গাপুর, মংলা, বাঘেরহাট ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনারগন)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১০০	সৌর	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলছে
১৭	তেতুলিয়া, পঞ্চগড় ৩০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (করতোয়া সোলার লিঃ)	২৭ জানুয়ারি ২০২০	৩০	সৌর		ডিসেম্বর ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলছে
১৮	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (EDISUN-Haor Bangla - Korea Green Energy Ltd.)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩২	সৌর	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	প্রাথমিক কাজ চলছে
১৯	কেরাণীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্র্যান্ট (খুলনা) (পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা)	২৫ আগস্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	নভেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০২১	৩% *স্থান পরিবর্তন অনুমোদিত
২০	কক্সবাজার ৬০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউএস-ডিকে গ্রীন এনার্জি (বিডি) লিঃ)	১৫ মে ২০১৪	৬০	বায়ু	৩১ ডিসেম্বর ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১	২২%
২১	মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি (সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ)	১৪ মার্চ ২০১৯	৫৮৩	এলএনজি/ এইচএসডি	১৪ মার্চ ২০২২	মার্চ ২০২২	১৭%

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	অগ্রগতি
২২	বরিশাল ৩০৭ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বরিশাল ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি)	১২ এপ্রিল ২০১৮	৩০৭	আমদানিকৃত কয়লা	১২ জানুয়ারি ২০২২	জুন ২০২২	২৫%
২৩	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড)	২৪ জুলাই ২০১৯	৫৮৪	গ্যাস/ এলএনজি	২৩ জুলাই ২০২২	জুলাই ২০২২	১০%
২৪	মেঘনাঘাট ৭৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (রিলায়েন্স পাওয়ার লিঃ)	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৭১৮	এলএনজি	৩১ আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	০৯%
২৫	চট্টগ্রাম ২x৬১২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (এসএস পাওয়ার)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	১২২৪	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর ২০২২	২১%
২৬	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ওরিয়ন ঢাকা পাওয়ার লিঃ ঢাকা-১))	২৭ জুন ২০১২	৫২২	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৬	৩% *Financial Closing হয়নি * EIA অনুমোদিত
২৭	ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ ঢাকা-২))	২১ এপ্রিল ২০১৬	৬৩৫	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৬	২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে GE, USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে
সর্বমোট (বেসরকারি খাত)		৬,২২৯					
সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)		১৫,২৯৪					





সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০x২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



আনোয়ারা ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বার্ষিক প্রতিবেদন
জানুয়ারি ২০১৯-২০২০



দায়িত্ব “স্ব”

পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন
প্রকল্পসমূহ





বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



সরকারি ও বেসরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক	১০০	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	Feasibility Study চলছে
২	গঙ্গাছড়া, রংপুর ৫৫ মেগাওয়াট সৌর পার্ক	৫৫	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	Feasibility Study চলছে
৩	পায়রা ১২০০x৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৩৬০০	এনডব্লিউপি জিসিএল	এলএনজি	জুন ২০২৪ জুন ২০২৭ জুন ২০৩৩	Siemens এবং NWPGCL এর মধ্যে JDA স্বাক্ষর করা হয়েছে
৪	সিদ্ধিরগঞ্জ ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৫	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৫	৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (JV of CPGCBL & Mitsui & Co. Ltd, Japan)	৬০০	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৬	প্রকল্পের Feasibility Study এবং ESIA Study এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৬	মহেশখালি ১২০০x৩ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি	৩৬০০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৬ জুন ২০২৮ জুন ২০৩১	GE এবং BPDB এর মধ্যে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
৭	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১৩২০	বিপিডিবি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৭	পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে
৮	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of CPGCBL & Sumitomo, Japan)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৮	০৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে CPGCBL এবং Sumitomo এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
৯	কোহেলীয়া ৭০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of CPGCBL & Sembcorp, Singapore)	৭০০	যৌথ উদ্যোগ (সিঙ্গাপুর)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৯	Feasibility Study ও EIA সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১০	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৯	Company এর ২য় বোর্ড সভা গত ২১/১১/২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুর এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১১	ভেড়ামারা ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	গ্যাস/ ডিজেল	ডিসেম্বর ২০৩০	প্রাথমিক কাজ চলছে
১২	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	এপিএসসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০৩১	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন
১৩	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (মালয়েশিয়া)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০৩৩	২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর হয়েছে
১৪	বরিশাল ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২২৫	বিপিডিবি	গ্যাস/ ডিজেল	ডিসেম্বর ২০৩৩	প্রাথমিক কাজ চলছে
১৫	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & SEPCO, China)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০৩৫	২৭ জুন ২০১৬ তারিখে BPDB এবং SEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে। JVA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন
১৬	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & KEPCO, South Korea)	১৩২০	যৌথ উদ্যোগ (দক্ষিণ কোরিয়া)	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০৩৭	১৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে BPDB এবং KEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

মোট (সরকারি খাত) ১৯,১০০

বিদ্যুৎ আমদানি কার্যক্রম

ক্রঃ নং	নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	ঝাড়খণ্ড, ইন্ডিয়া ১৬০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আদানি গ্রুপ)	১৪৯৬	আমদানি	জুন ২০২২	অগ্রগতিঃ ৪৪%
২	বিদ্যুৎ আমদানি (জি এম আর)	৫০০	আমদানি	জুন ২০২৬	

মোট ১,৯৯৬



মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নকশা



রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নকশা



বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ২০১৯-২০২০



দায়িত্ব “৬”

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেটরে
প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২০)



২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেক্টরে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০১৯) বিবরণ: (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		৩০-জুন ২০১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
		প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			প্রকল্প সাহায্য			
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ			সংস্থার অর্থ			
		ভৌত অগ্রগতি (%)						ভৌত অগ্রগতি (%)	
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)									
১	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [রহমত উল্লাহ মোঃ দস্তগীর এনডিসি (অতিরিক্ত সচিব)]	১৪০৪২.০০	৬৫২.৪০	৪.৬৫ %	৭২২.০০	৫১.৬০	৬৯২.০৯	৯৫.৮৬ %	
		২০০৫.০০	৬৮.৪৯	৩.৪২ %	৫২.০০		৫১.৬০	৯৯.২৪ %	
		১২০৩৭.০০	৫৮৩.৯১	৪.৮৫ %	৬৭০.০০		৬৪০.৪৯	৯৫.৬০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)-এর সর্বমোট:		---	---	---	৭২২.০০	০.০০	৬৯২.০৯	---	
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড									
২	কন্সট্রাকশন অব বিবিয়ানা-III ৪০০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প। (০১/০৭/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০২১), ইসিএ, জেবিআইসি, ECA, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোঃ আতিয়ার রহমান (প্রকল্প পরিচালক, প্রধান প্রকৌঃ)]	৩৩৫৭৭২.৯৮	২২৯৬৭৪.৩৭	৬৮.৪০ %	৭২৫৯৪.০০	২১০৯৪.০০	২২৫৩৪.১৭	৩১.০৪ %	
		৯১৩৩৫.৫২	৬৭৬১৩.১৬	৭৪.০৩ %	২১০৯৪.০০		২১০৯৪.০০	১০০.০০ %	
		২২৫৭৪৭.৫৭	১৬১৭৯০.৭৫	৭১.৬৭ %	৫১৫০০.০০-		১৪৪০.১৭	২.৮০ %	
		১৮৬৮৯.৮৯	২৭০.৪৬	১.৪৫ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৯৯.০৪ %	---	---		৫০.০০ %	---	
৩	প্রিপেইড মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ, (০১/০৭/২০১৩ থেকে ৩১/১২/২০২০), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [মোঃ মোজাহারুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী))]	১৩২৪৯.২২	২৪৫৪.২৪	১৮.৫২ %	৩০০.০০	০.০০	৫৮.১৯	১৯.৪০ %	
		১৮২৫.৭৪	৫৯৬.৫৬	৩২.৬৮ %	২৪১.০০		০.০০	০.০০ %	
		১০৪০৪.৮৫	১৮৫৭.৬৮	১৭.৮৫ %	৫৯.০০		৫৮.১৯	৯৮.৬৩ %	
		১০১৮.৬৩	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	২৫.৫৯ %	---	---		৮০.০৫ %	---	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৪	চিটাগাং জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, বিউবো, চট্টগ্রাম।, (০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ দুলাল হোসেন (প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব) (তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ))]	১৪২১৪৮.৪১	৮৮৭৭৩.০০	৬২.৪৫ %	২১৩০০.০০	১৯৬০০.০০	১৯৫৮৮.৪৭	৯১.৯৬ %	
		১৩৭৮৮৬.০৯	৮৮৭৭৩.০০	৬৪.৩৮ %	২১৩০০.০০		১৯৫৮৮.৪৭	৯১.৯৬ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৪২৬২.৩২	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৭০.১৫ %		---		৯২.৫০ %		
৫	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট, (০১/০১/২০১৫ থেকে ৩১/১২/২০২০), ECA, অনুমোদিত, [হাওলাদার মোঃ সিরাজুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ প্রধান প্রকৌঃ))]	২৫১৯৩৪.৭৮	১৫৮৩৮৯.৯৪	৬২.৮৭ %	৮০০০.০০	০.০০	৩৩১৯.২৬	৪১.৪৯ %	
		৪৯৯৭৯.৭৯	৫০০০.০০	১০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		২০১৯৫৪.৯৯	১৫৩৩৮৪.৯৪	৭৫.৯৫ %	৮০০০.০০		৩৩১৯.২৬	৪১.৪৯ %	
		০.০০	৫.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৯৫.০০ %		---		৯০.০০ %		
৬	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন। (০১/০৭/২০১৫ থেকে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ))]	৯৬৪১৬.০১	৬০৬১৮.০০	৬২.৮৭ %	১৫০০০.০০	৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০	৬৫.০০ %	
		৯২৫৫৭.০৭	৬০৬১৮.০০	৬৫.৪৯ %	১৫০০০.০০		৯৭৫০.০০	৬৫.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৩৮৫৮.৯৪	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৭২.৮০ %		---		৯৪.১২ %		
৭	ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট রি-পাওয়ারিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোঃ তোফাজ্জল হোসেন (প্রকল্প পরিচালক (অঃ প্রঃ প্রঃ))]	২০৭১৯৮.৫৬	১২৮১৭১.১৭	৬১.৮৬ %	৯৫০০.০০	২০০০.০০	৯৫০০.০০	১০০.০০ %	
		২২০৫৬.৯৭	১৩৬৫০.০০	৬১.৮৯ %	২০০০.০০		২০০০.০০	১০০.০০ %	
		১৬০৪৬৯.৩৮	১১৪৫২১.১৭	৭১.৩৭ %	৭৫০০.০০		৭৫০০.০০	১০০.০০ %	
		২৪৬৭২.২১	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৮৫.০০ %		---		১০০.০০ %		
৮	পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর জোন, (০১/০১/২০১৬ থেকে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [ধূর্তী প্রসাদ সেন ()]	১৩৩৪২৮.৭৩	৬০৯৮৪.৮০	৪৫.৭১ %	১৭০০০.০০	১৬৯৫৮.৬৫	১৫৭৭৪.০৩	৯২.৭৯ %	
		১২৭৪৫৭.৬৮	৬০৯৮৪.৮০	৪৭.৮৫ %	১৭০০০.০০		১৫৭৭৪.০৩	৯২.৭৯ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৫৯৭১.০৫	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৮০.০০ %		---		৯৭.০০ %		



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	মোট টাকা
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট বিভাগ, বিউবো, (০১/০৪/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [পল্লবী জামান (প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ))]	২০৫২৯৫.২৮	৬৫৫০০.০০	৩১.৯১ %	২৬০৮০.০০	২৬০৮০.০০	২৪৫৪৯.০৬	৯৪.১২ %
		১৯৪২৮৮.০৭	৬৫৫০০.০০	৩৩.৭১ %	২৬০৮০.০০			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০			
		১১০০৭.২১	০.০০	০.০০ %	০.০০			
		---	৬৭.০০ %		---			
১০	খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২২), ECA, অনুমোদিত, [মোঃ কামরুল আহসান (অতিঃ প্রঃ প্রঃ)]	৩৯১৯২৫.৯২	৪২৫০৯.৩২	১০.৮৫ %	৬৪৭০০.০০	২৭৬০.০০	৩৭৮১৫.৫৭	৫৮.৪৫ %
		১০০৩৬৩.৫২	৪২৫০৯.৩২	৪২.৩৬ %	৪৭০০.০০			
		২৩৭০৪১.৪১	০.০০	০.০০ %	৬০০০০.০০			
		৫৪৫২০.৯৯	০.০০	০.০০ %	০.০০			
		---	১২.৮৬ %		---			
১১	তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৭ থেকে ৩১/১২/২০২০), সং অনুঃ, [উজ্জ্বল বড়ুয়া (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৫৮১০.৭৯	২৮০০০.০০	৫০.১৭ %	১৪০০০.০০	১২০১৩.৫০	১২০১৩.৫০	৮৫.৮১ %
		৫৩৪৭৫.৮৬	২৮০০০.০০	৫২.৩৬ %	১৪০০০.০০			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০			
		২৩৩৪.৯৩	০.০০	০.০০ %	০.০০			
		---	৫৯.০০ %		---			
১২	মহেশখালী পাওয়ার হাব এর ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মীর রুহুল কুদ্দুস (প্রধান প্রকৌশলী)]	১৩২৪৬৫.৯৮	১৩১৬৬১.৩২	৯৯.৩৯ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %
		৭৪২৫৬.১৯	৭৪২৫৬.০০	১০০.০০ %	১.০০			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০			
		৫৮২০৯.৭৯	৫৭৪০৫.৩২	৯৮.৬২ %	০.০০			
		---	৯৫.০০ %		---			
১৩	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন, (০১/০১/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ আশরাফুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক [অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী])]	১৫৭৫৪৬.০০	১৬৮৪৪.০০	১০.৬৯ %	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০	১০০.০০ %
		১৫২৪৫৮.০০	১৬৮৪৪.০০	১১.০৫ %	২৭০০০.০০			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০			
		৫০৮৮.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০			
		---	১৭.২৪ %		---			

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
১৪	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন, (০১/০১/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ মতিউর রহমান (অতি: প্রধান প্রকৌশলী)]	১৫২১৭৬.০০	১৬১৪২.০০	১০.৬১ %	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০	১০০.০০ %	
		১৪৫৫৯৪.৭৪	১৬১৪২.০০	১১.০৯ %	৩২০০০.০০		৩২০০০.০০	১০০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৬৫৮১.২৬	০.০০	০.০০ %	০.০০		১২৮.০০	---	
		---	১৫.১০ %	---	১০০.০০ %				
১৫	সৈয়দপুর ১৫০ মেঃওঃ +/- ১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএসডি ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২১), ECA, অনুমোদিত, [মোঃ আসলাম উদ্দীন (প্রকল্প পরিচালক (তঃ প্রঃ))]	১০০০৯৯.৫৮	৫২.৪৯	০.০৫ %	৯৩৩৬.০০	৯৩৩৬.০০	৯৩৩৬.০০	১০০.০০ %	
		৩০২৪৭.৪১	১৬.০০	০.০৫ %	৯৩৩৬.০০		৯৩৩৬.০০	১০০.০০ %	
		৪৮৩০৫.১৫	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		২১৫৪৭.০২	৩৬.৪৯	০.১৭ %	০.০০		৭১.০৯	---	
		---	০.০৩ %	---	১০০.০০ %				
১৬	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়), (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ মকবুল হোসেন (প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ))]	২৫৫১৯০.৫৫	২৫৯.৮৫	০.১০ %	১০০০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৯৯.৮০	৫০.০০ %	
		২৪৫৬৯৬.৬৩	১৯৩.৪৬	০.০৮ %	১০০০০.০০		৪৯৯৯.৮০	৫০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৯৪৯৩.৯২	৬৬.৩৯	০.৭০ %	০.০০		১২৮.৪৫	---	
		---	০.০৭ %	---	১০০.০০ %				
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সর্বমোট:		---	---	---	৩২৬৮১১.০০	১৮৩৫৯২.১৫	২২৮২৩৬.০৫	---	
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড									
১৭	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-II, (০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩১/১২/২০১৯), সং অনুঃ, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১৫১৭৮২.০০	১৪৫৮০৫.৬৬	৯৬.০৬ %	৪৯৪৮.০০	৪৯৪৬.৬২	৪৯৪৬.৬২	৯৯.৯৭ %	
		১৫১৭৮২.০০	১৪৫৮০৫.৬৬	৯৬.০৬ %	৪৯৪৮.০০		৪৯৪৬.৬২	৯৯.৯৭ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৮৪.৩০ %	---	১০০.০০ %				
১৮	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের আপগ্রেডেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন) শীর্ষক প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, সং অনুঃ, [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৭৯৪৭৩.২২	৩১৯২৮০.০৯	৬৬.৫৯ %	৫৬৯৬৪.০০	৮৭৫০.০০	৫৮৪২১.৪৭	১০২.৫৬ %	
		৯৯৯৭৩.২৩	৬১০৪১.৪৩	৬১.০৬ %	৮৭৫০.০০		৮৭৫০.০০	১০০.০০ %	
		৩৭০৪৯৯.৯৯	২৫৮২৩৮.৬৬	৬৯.৭০ %	৪৮২১৪.০০		৪৯৬৭১.৪৭	১০৩.০২ %	
		৯০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৮২.৪৬ %	---	১০০.০০ %				



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
১৯	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-II, (০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩১/১২/২০১৯), সং অনুঃ, [মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	১৫২৮৫৭.০০	১৪২৭৯১.৫৯	৯৩.৪২ %	৮৮৬৪.০০	৮৮৬৩.০০	৮৮৬২.৯৮	৯৯.৯৯ %	
		১৫২৮৫৭.০০	১৪২৭৯১.৫৯	৯৩.৪২ %	৮৮৬৪.০০		৮৮৬২.৯৮	৯৯.৯৯ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৮৪.৩৫ %		---		১০০.০০ %		
২০	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্‌দেনিং অব রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন প্রোগ্রাম, (০১/০৭/২০১৫ থেকে ৩০/০৬/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, সং অনুঃ, [দেবানীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৭৯৩.৬৯	২৭৮১.৯২	৪৮.০২ %	১১৭৫.০০	১০৭.৫০	১১৭৫.১৬	১০০.০১ %	
		১১১৩.৬৯	৪৮৫.৬৭	৪৩.৬১ %	১০৮.০০		১০৭.৫০	৯৯.৫৪ %	
		৪৬৮০.০০	২২৯৬.২৫	৪৯.০৭ %	১০৬৭.০০		১০৬৭.৬৬	১০০.০৬ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৪৬.৪৯ %		---		১০০.০০ %		
২১	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায়-১), (০১/০৭/২০১৫ থেকে ৩০/০৬/২০২০), এডিবি, সং অনুঃ, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৪২৭২৭.৫৬	২১৫৮৫.২৮	৫০.৫২ %	৯৯০০.০০	৫১.৬০	৯৮২৪.০৫	৯৯.২৩ %	
		১৪৮৯৭.০০	৯৬০০.৫৪	৬৪.৪৫ %	৩০০.০০		২৯৮.৩৫	৯৯.৪৫ %	
		২৭৪৩৭.৯১	১১৯৭৪.৩৫	৪৩.৬৪ %	৯৬০০.০০		৯৫২৫.৭০	৯৯.২৩ %	
		৩৯২.৬৫	১০.৩৯	২.৬৫ %	০.০০		২৯.০৮	---	
		---	৪৯.৭১ %		---		১০০.০০ %		
২২	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (০১/০১/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৬৯০৮৯.০৭	৫২৪২০৬.০২	৬০.৩২ %	১৭১৬১১.০০	১৬০০০০.০০	১৫৯৯৯৯.৯৯	৯৩.২৩ %	
		৮৬৯০৮৯.০৭	৫২৪২০৬.০২	৬০.৩২ %	১৭১৬১১.০০		১৫৯৯৯৯.৯৯	৯৩.২৩ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৭১.১৭ %		---		৯৯.৪০ %		
২৩	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, (০১/০১/২০১৬ থেকে ৩১/১২/২০২০), সং অনুঃ, [মোঃ মোহসীন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪০১১৬.৫৯	৯৩২৮৯.৫৯	৬৬.৫৮ %	২৪৫০০.০০	২৪৫০০.০০	২৪৫০০.০০	১০০.০০ %	
		১৩৯৪৫২.৭২	৯৩২২৩.০০	৬৬.৮৫ %	২৪৫০০.০০		২৪৫০০.০০	১০০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৬৬৩.৮৭	৬৬.৫৯	১০.০৩ %	০.০০		২৬.৯৬	---	
		---	৬৬.২০ %		---		১০০.০০ %		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৪	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩১/১২/২০২০), এডিবি, সং অনুঃ, [মোঃ নাজমুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৭৯৪১৬.৭০	১৬৯৫৮৬.৯৩	৬০.৬৯ %	৩৪৬০০.০০	১৩৯৯৬.০০	৩৩৫০৮.৫৭	৯৬.৮৫ %
		৯৪০৩৭.২৯	২৩৭২৪.২৭	২৫.২৩ %	১৪৬০০.০০		১২৯৫১.৯৯	৮৮.৭১ %
		১৮৪৯৫২.৬০	১৪৫৮০৪.২৪	৭৮.৮৩ %	২০০০০.০০		২০৫৫৬.৫৮	১০২.৭৮ %
		৪২৬.৮১	৫৮.৪২	১৩.৬৯ %	০.০০		০.০০	---
		---	৪৭.৬১ %	---	৯৯.৬৯ %			
২৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩১/১২/২০২০), এডিবি, সং অনুঃ, [মহিউদ্দিন আহমদ (প্রকল্প পরিচালক)]	২৪৬৬৫২.০০	১৩৩১৩২.৮৯	৫৩.৯৮ %	৫৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৫৬১৮২.২৬	১০০.৩৩ %
		৭১৭৪৫.০০	২২৯০৪.৮০	৩১.৯৩ %	১৬০০০.০০		১৫৯৯৯.৬৫	১০০.০০ %
		১৭৪৪৩৭.০০	১১০১৫০.৬৭	৬৩.১৫ %	৪০০০০.০০		৪০১৮২.৬১	১০০.৪৬ %
		৪৭০.০০	৭৭.৪২	১৬.৪৭ %	০.০০		৭৯.৩০	---
		---	৪৫.৪৬ %	---	১০০.০০ %			
২৬	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), (০১/০১/২০১৭ থেকে ৩১/১২/২০২১), সং অনুঃ, [মোঃ জাহিরুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৬৭৭৬৯১.২৬	২৩২৮৯৮.০০	৩৪.৩৭ %	১৫১০০০.০০	১৫১০০০.০০	১৫১০০০.০০	১০০.০০ %
		৬৭৬০০০.৮৩	২৩২৮৯৮.০০	৩৪.৪৫ %	১৫১০০০.০০		১৫১০০০.০০	১০০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		১৬৯০.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---
		---	৩০.৭৮ %	---	১০০.০০ %			
২৭	“শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ থেকে ৩১/১২/২০২১), সং অনুঃ, [আহসান হাবীব (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৭১৩২৩০.৯০	২৮৯২৭৩.৮৩	৪০.৫৬ %	১৫৭৩০০.০০	৫১.৬০	১৫৭২৯৯.০৩	১০০.০০ %
		৭১১৫৪০.৪৭	২৮৯২৭৩.৮৩	৪০.৬৫ %	১৫৭৩০০.০০		১৫৭২৯৯.০৩	১০০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		১৬৯০.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---
		---	২০.৩৫ %	---	১০০.০০ %			
২৮	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২০), এডিবি, অনুমোদিত, [সাকিল ইবনে সাঈদ (উপ- পরিচালক (কারিগরি))]	৪০৭২০.১৩	২৪২.৬১	০.৬০ %	৬৭৮.০০	১২০.৫০	৩০৫.৩১	৪৫.০৩ %
		৩৭৯৪.০৯	১৭২.৪৮	৪.৫৫ %	১২১.০০		৮৮.৬৬	৭৩.২৭ %
		৩৬৭৬২.৫৭	৭০.১৩	০.১৯ %	৫৫৭.০০		২১৬.৬৫	৩৮.৯০ %
		১৬৩.৪৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---
		---	১.৪০ %	---	৮৫.৫০ %			



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
২৯	গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২০), এডিবি, অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (উপ- পরিচালক (কার্যক্রম পরিকল্পনা))]	২৩০৩.৬৭	৬৫.১৮	২.৮৩ %	৫৪৩.০০	২০.০০	৫৩৮.৫২	৯৯.১৭ %	
		৫৮৪.৬৪	৮.৭৭	১.৫০ %	২৪.০০		২০.০০	৮৩.৩৩ %	
		১৬৫৯.৬০	৫৬.৪১	৩.৪০ %	৫১৯.০০		৫১৮.৫২	৯৯.৯১ %	
		৫৯.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	১০.০০ %		---		১০০.০০ %		
৩০	জরুরি সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, সং অনুঃ, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৩৮৩.৫৩	২০৭৭.৭৬	২০.০১ %	৫৪০৭.০০	৪৬১.৭৫ বিস্তারিত তথ্য	৩৬২০.৮৬	৬৬.৯৭ %	
		২৪৬১.৩৪	৩৯৮.৫৭	১৬.১৯ %	৪৬২.০০		৪৬০.১৪	৯৯.৬০ %	
		৭৮১৮.৪৭	১৬৭৯.১৯	২১.৪৮ %	৪৯৪৫.০০		৩১৬০.৭২	৬৩.৯২ %	
		১০৩.৭২	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	২২.০০ %		---		৯৫.০০ %		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সর্বমোট:		---	---	---	৬৮৩৪৯০.০০	৫৪৬৩৬৫.৬১	৬৭০১৮৪.৮২	---	
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড									
৩১	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (০১/০১/২০১৩ থেকে ৩১/১২/২০২০), জাইকা, অনুমোদিত, [জামিল আহমেদ (প্রধান প্রকৌশলী (অঃ দাঃ))]	২৫১৬১৫.৬১	১৭৯২৪৫.০৩	৭১.২৪ %	২৯৫০০.০০	৭৫০০.০০ বিস্তারিত তথ্য	২১৫০০.০৯	৭২.৮৮ %	
		৮০০২৩.৫৩	৫৫৫৭৫.৪৭	৬৯.৪৫ %	১৩৫০০.০০		৭৫০০.০০	৫৫.৫৬ %	
		১৪২২৭৩.৭৪	১১২৩২৪.৬৮	৭৮.৯৫ %	১৬০০০.০০		১৪০০০.০৯	৮৭.৫০ %	
		২৯৩১৮.৩৪	১১৩৪৪.৮৮	৩৮.৭০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৮৮.৭৬ %		---		৭৪.০৮ %		
৩২	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, আইডিবি, সং অনুঃ, [সনজিত কুমার সাহা (প্রকল্প পরিচালক)]	২৭৫৮২৮.৪২	৭৯০৮৫.৭২	২৮.৬৭ %	৩০৭৫০.০০	৭৫০০.০০	২৯৬৯৩.৪০	৯৬.৫৬ %	
		৪৪৮৮৩.২৩	১২৪০৫.০০	২৭.৬৪ %	৭৫০০.০০		৬৪৭২.২৮	৮৬.৩০ %	
		১৯২৬০২.৫৫	৬৬৬৮০.৭২	৩৪.৬২ %	২৩২৫০.০০		২৩২২১.১২	৯৯.৮৮ %	
		৩৮৩৪২.৬৪	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৫৮.৫০ %		---		৯৫.৪১ %		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৩৩	এ্যানহেসমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রিড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন। (০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩১/১২/২০২০), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদ হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	১০৭৯৭০.৪৬	৭৪৯৬৭.০৮	৬৯.৪৩ %	২১৬০.০০	০.০০	২১৬০.২৬	১০০.০১ %	
		১৪৬৯২.৩৩	১৩২২০.০০	৮৯.৯৮ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৭৭৪৬৮.৩৩	৬১৭৪৭.০৯	৭৯.৭১ %	২১৬০.০০		২১৬০.২৬	১০০.০১ %	
		১৫৮০৯.৮০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৯১.৭৬ %	---	১০০.০০ %				
৩৪	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, (০১/০১/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [মোঃ শফিউল্লাহ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১২৭২৫৪.৮৩	৬১৫৬৬.৯৮	৪৮.৩৮ %	১৫০০০.০০	৪০০০.০০	১৭৯০৪.৭৭	১১৯.৩৭ %	
		২৬২১৮.৯৫	১০৭৪৪.৬১	৪০.৯৮ %	৫০০০.০০		৩৯৮৭.২২	৭৯.৭৪ %	
		৫৮২৮১.৬৬	৩৩২৫৩.৯০	৫৭.০৬ %	১০০০০.০০		১৩৯১৭.৫৫	১৩৯.১৮ %	
		৪২৭৫৪.২২	১৭৫৬৮.৪৭	৪১.০৯ %	০.০০		৭৩৮৪.৬০	---	
		---	৭৪.৩১ %	---	৭২.৯৯ %				
৩৫	ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্জেনিং অব পিজিসিবি, (০১/০১/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০১৯), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদ হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	২৫৯৬.৫৪	২০০৪.৫১	৭৭.২০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	
		৮৮.০৮	০.০০	০.০০ %	১.০০		০.০০	০.০০ %	
		২৩৩৩.৪৪	২০০৪.৫১	৮৫.৯০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		১৭৫.০২	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	১০০.০০ %	---	০.০০ %				
৩৬	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [জনাব মোঃ আব্দুল মোনায়েম চৌধুরী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩৫৬৫৯.২৩	২৬৯৬৮.৬১	১৯.৮৮ %	৭৫৮৮৮.০০	৩৭০০০.০০	৭৫৫০০.০১	৯৯.৪৯ %	
		৫৩৮৩৮.১২	১০৩৩০.২৫	১৯.১৯ %	৩৭০০০.০০		৩৫৫০০.০০	৯৫.৯৫ %	
		৬৬২৯৯.২৭	১৫৬৬৪.০০	২৩.৬৩ %	৩৮৮৮৮.০০		৪০০০০.০১	১০২.৮৬ %	
		১৫৫২১.৮৪	৯৭৪.৩৬	৬.২৮ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৪০.২০ %	---	৮০.৫৪ %				
৩৭	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রিড স্ট্রেন্জেনিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩১/১২/২০২০), জাইকা, অনুমোদিত, [বজলুল মুনির (প্রধান প্রকৌশলী)]	৪৫৬৭৪৯.৩৭	৩৬৭৯৪.২৯	৮.০৬ %	৬৭৬০০.০০	১৯৫৫০.০০	৬৭৪২৩.৯৩	৯৯.৭৪ %	
		১৩৪০৪০.৬৯	২১৭৮.৩৩	১.৬৩ %	১৯৬০০.০০		১৯৩৪৬.৩৭	৯৮.৭১ %	
		২৭৬৭৫৫.৫৮	২৮১২৯.৬০	১০.১৬ %	৪৮০০০.০০		৪৮০৭৭.৫৬	১০০.১৬ %	
		৪৫৯৫৩.১০	৬৪৮৬.৩৬	১৪.১২ %	০.০০		৫১১.৬১	---	
		---	২০.০২ %	---	৯৬.৫৯ %				



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)		
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
৩৮	খ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২১), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [মোঃ শফিউল্লাহ (প্রধান প্রকৌশলী, অতিঃ দায়িত্ব)]	২৯৮২৩৭.৯০	১২১০৩.১৮	৪.০৬ %	২১৯০০.০০	৫৫৯০.৫৪	১৮৫৫২.১৯	৮৪.৭১ %		
		১২৫৩১১.২৩	৯৮৬৬.৫২	৭.৮৭ %	৭০০০.০০				৫৫৯০.৫৪	৭৯.৮৬ %
		১২৪২৫২.৬৬	১০৫৭.১৫	০.৮৫ %	১৪৯০০.০০				১২৯৬১.৬৫	৮৬.৯৯ %
		৪৮৬৭৪.০১	১১৭৯.৫১	২.৪২ %	৩০৩৩.০০				৬৪৯.০০	---
		---	৯.৮৩ %	---	৭৮.৬৭ %					
৩৯	পাওয়ার খ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্ডেনিং প্রজেক্ট আভার পিজিসিবি (জি টু জি), (০১/১০/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [সুকঠ লাল নাগ (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))]	১৪৩২৬২৯.৭৯	৬৬৪৯.৩৮	০.৪৬ %	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	১০০.০০ %		
		৫৯২০৭৩.২৫	৪৬৩৬.০০	০.৭৮ %	৯০০০.০০				৯০০০.০০	১০০.০০ %
		৮০২৭৮০.০২	০.০০	০.০০ %	০.০০				০.০০	০.০০ %
		৩৭৭৭৬.৫২	২০১৩.৩৮	৫.৩৩ %	০.০০				৫৯২.৫৩	---
		---	৬.০০ %	---	১০০.০০ %					
৪০	পটুয়াখালী (পায়রা)- গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি খ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭ থেকে ৩১/১২/২০২০), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ শফিকুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))]	৩২৯৪২৪.৪৬	১৫৫৪২০.৩০	৪৭.১৮ %	৩৭১০৩.০০	৫০০০০.০০	৩২৪৬৯.৩৮	৮৭.৫১ %		
		২৭০৭৭৪.৭৯	১৫০৭০৬.০০	৫৫.৬৬ %	৩৬৭৩০.০০				৩২০৯৬.৩৮	৮৭.৩৮ %
		৩৪৮৭১.২৬	২৫০০.০০	৭.১৭ %	৩৭৩.০০				৩৭৩.০০	১০০.০০ %
		২৩৭৭৮.৪১	২২১৪.৩০	৯.৩১ %	২৬৫০.৫৫				৭৩৭.৮২	---
		---	৬১.৬৪ %	---	৭৫.৭৭ %					
৪১	পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ এনামুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩০৫৩৫.০৫	২৬০৮৬.১২	৮৫.৪৩ %	২৭৮৭.০০	২৫৮৬.৭৫	২২৪৩.০৫	৮০.৪৮ %		
		২৭৯৬০.৬৮	২৪৫৮৫.২৯	৮৭.৯৩ %	২৭৮৭.০০				২২৪৩.০৫	৮০.৪৮ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০				০.০০	০.০০ %
		২৫৭৪.৩৭	১৫০০.৮৩	৫৮.৩০ %	১৯২৪.১০				৩৬১.৫৫	---
		---	৯০.৩৩ %	---	৮৪.১৭ %					

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৪২	মাতারবাড়ী আন্ডা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প (২) (পিজিসিবি অংশ: “মাতারবাড়ী-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন”) প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩১/১২/২০২০), জাইকা, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোরশেদ আলম খান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১০৯০৮০.৯০	৮৫০৭.৭৯	৭.৮০ %	৪৫০০০.০০	১৬০০০.০০	৪৪৭৪৪.১৬	৯৯.৪৩ %	
		২২৩৬০.৬৭	৪০৫.১১	১.৮১ %	১৬০০০.০০		১৫৮৩৯.৮৬	৯৯.০০ %	
		৭৮৭১০.০২	৭৯৮০.৫৭	১০.১৪ %	২৯০০০.০০		২৮৯০৪.৩০	৯৯.৬৭ %	
		৮০১০.২১	১২২.১১	১.৫২ %	০.০০		০.০০	---	
		---	১৯.০০ %	---	৮৮.৩৩ %				
৪৩	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলেয়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাশেম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৭৯৯৫.২০	৩৮৯.২৬	০.৬৭ %	২৫৬২.০০	৭০০.০০	২৫১২.২০	৯৮.০৬ %	
		৯২৪৯.৮৪	০.০০	০.০০ %	৭১২.০০		৬৬২.২০	৯৩.০১ %	
		৪৩০৪২.৪০	২৭২.৯০	০.৬৩ %	১৮৫০.০০		১৮৫০.০০	১০০.০০ %	
		৫৭০২.৯৬	১১৬.৩৬	২.০৪ %	০.০০		৯৭.০৬	---	
		---	১.৩১ %	---	১০০.০০ %				
৪৪	বাকেরগঞ্জ-বরগুনা ১৩২ কেভি সঞ্চালন এবং বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাশেম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব))]	১৪৩১৫.১৫	৬১৮৬.৪৭	৪৩.২২ %	৪০০০.০০	২৮৩৪.০০	২৫৭৮.৫৭	৬৪.৪৬ %	
		১২০৭৪.১৬	৫৩৫৬.২৫	৪৪.৩৬ %	৪০০০.০০		২৫৭৮.৫৭	৬৪.৪৬ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		২২৪০.৯৯	৮৩০.২২	৩৭.০৫ %	০.০০		১০৫.৬৭	---	
		---	৪০.৪৪ %	---	৬৭.০৮ %				
৪৫	ভেড়ামারা (বাংলাদেশ) - বহরমপুর (ভারত) দ্বিতীয় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন (বাংলাদেশ অংশ) নির্মাণ, (০১/১০/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৮৯৩০.৫৫	১০২৪৮.৯৭	৫৪.১৪ %	৩২২৩.০০	৩০৫০.৫০	২৬৭২.০০	৮২.৯০ %	
		১৭৪০৩.৯১	১০০২২.৪১	৫৭.৫৯ %	৩২২৩.০০		২৬৭২.০০	৮২.৯০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		১৫২৬.৬৪	২২৬.৫৬	১৪.৮৪ %	০.০০		২২.১০	---	
		---	৬১.০০ %	---	৯৬.১০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
৪৬	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [মোহাম্মাদ রুকাউল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩২৪৫৮.৫২	৭৯৯৮.৫৬	২৪.৬৪ %	১৩৮১৬.০০	১৩৪৯৯.০০	১৩১৭২.২৯	৯৫.৩৪ %		
		৩০৫৬৫.৭৯	৭৮৫৬.৪০	২৫.৭০ %	১৩৮১৬.০০				১৩১৭২.২৯	৯৫.৩৪ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০				০.০০	০.০০ %
		১৮৯২.৭৩	১৪২.১৬	৭.৫১ %	০.০০				০.০০	---
		---	২৯.৪১ %		---				৮১.৯৭ %	
৪৭	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন, (০১/০১/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোরশেদ আলম খান (প্রধান প্রকৌশলী (অতিঃদাঃ))]	৫৮০৩৯৩.৮২	১১৫৯.৫৮	০.২০ %	১১৪০৫.০০	৮৭০০.০০	৯৬৯৫.৪৩	৮৫.০১ %		
		১৬৮৩৩৮.৪৩	০.০০	০.০০ %	৯০০০.০০				৮৭০০.০০	৯৬.৬৭ %
		৩৬৪২৪৮.৩৫	৯২৪.৭০	০.২৫ %	২৪০৫.০০				৯৯৫.৪৩	৪১.৩৯ %
		৪৭৮০৭.০৪	২৩৪.৮৮	০.৪৯ %	০.০০				৩২২.৩৬	---
		---	১.৮০ %		---				৮৫.০০ %	
৪৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রান্সমিশন গ্রিড সম্প্রসারণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২৩), এডিবি, অননুমোদিত, [মোঃ আলমগীর হোসেন ()]	৩২৭৩৮৭.৬৮	৫৮৮৫.০০	১.৮০ %	২৫৫০০.০০	০.০০	২৩৭৭৯.৬৫	৯৩.২৫ %		
		৬৮৩৫০.৫৯	০.০০	০.০০ %	৭৫০০.০০				৫৮৩৬.০৪	৭৭.৮১ %
		২২৭৫৫৩.৬১	৫৮৮৫.০০	২.৫৯ %	১৮০০০.০০				১৭৯৪৩.৬১	৯৯.৬৯ %
		৩১৪৮৩.৪৮	০.০০	০.০০ %	০.০০				০.০০	---
		---	২.২৯ %		---				১০০.০১ %	
৪৯	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন, (০১/০৪/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২২), LOC, অনুমোদিত, [কিউ এম শফিকুল ইসলাম (প্রধান প্রকৌশলী)]	১০৯৮১৭৪.৯২	১১৪.৬৮	০.০১ %	২৬০০.০০	০.০০	২৫৭৪.০০	৯৯.০০ %		
		১৫২৭৬৩.৬৮	০.০০	০.০০ %	০.০০				০.০০	০.০০ %
		৮২১৯০৪.৫০	০.০০	০.০০ %	২৬০০.০০				২৫৭৪.০০	৯৯.০০ %
		১২৩৫০৬.৭৪	১১৪.৬৮	০.০৯ %	০.০০				৩৭৯.৭১	---
		---	০.৬০ %		---				১০০.০০ %	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
			মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)			মোট টাকা	মোট টাকা
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৫০	সূর্যমণিনগর (ত্রিপুরা, ভারত) হতে কুমিল্লা উত্তরে (বাংলাদেশ) বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কুমিল্লা উত্তরে (বাংলাদেশ) ৫০০ মেগাওয়াট এইচভিডিসি ব্যাক টু ব্যাক স্টেশন নির্মাণ, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [মুহম্মদ জসীম উদ্দিন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অঃদাঃ))]	১৩৪২২৬.৪১	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %
		১২৭২৩০.১৩	০.০০	০.০০ %	১.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		৬৯৯৬.২৮	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		---	০.০০ %		---				
৫১	আন্তর্গঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [প্রদীপ কুমার সূত্রধর (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩৫৬৯৯.২৪	০.০০	০.০০ %	১৮৪৫.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	৯২.১৪ %
		৩৪২০৬.১১	০.০০	০.০০ %	১৮৪৫.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		১৪৯৩.১৩	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		---	০.০০ %		---				
৫২	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া- কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২২), LoC, অনুমোদিত, [কাজী ইসতিয়াক হাসান (প্রধান প্রকৌশলী (অঃদাঃ))]	৩৩২২৩৩.৯৯	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %
		১৪২৪২৬.৭০	০.০০	০.০০ %	১.০০				
		১৭৪৪৬২.৬৯	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		১৫৩৪৪.৬০	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		---	০.০০ %		---				
৫৩	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ, (০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২২), AIIB, অনুমোদিত, [মুহম্মদ জসীম উদ্দিন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অঃদাঃ))]	১৩৫৮৮৮.০০	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %
		৩৫৩৯২.১০	০.০০	০.০০ %	১.০০				
		৯২৫৯৭.১৮	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		৭৮৯৮.৭২	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		---	০.০০ %		---				



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৫৪	ভারতের ঝাড়খণ্ড হতে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানি করার লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর থেকে মনাকমা সীমান্ত পর্যন্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, (০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ মিজানুর রহমান সরকার (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	২২৫৪৯.২২	০.০০	০.০০ %	৩০১১.০০	০.০০	২০৩৯.০০	৬৭.৭২ %	
		২১৬৩২.৭২	০.০০	০.০০ %	৩০১১.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		৯১৬.৫০	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		---	০.০০ %		---				৯৫.০০ %
৫৫	ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প, (০১/১০/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২৪), AIIB, এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ শরফুদ্দিন হোসেন (প্রধান প্রকৌশলী)]	৫৯৪৯৯৫.২২	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	
		১৪১৫৯৫.৯৫	০.০০	০.০০ %	১.০০				
		৪২১২৩০.৪১	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		৩২১৬৮.৮৬	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		---	০.০০ %		---				১০০.০০ %
৫৬	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [মোঃ আলমগীর হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪৩১.১৪	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		৪২২.৫০	০.০০	০.০০ %	১.০০				
		৮.৬৪	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		---	০.০০ %		---				৯৮.০০ %
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	৪০৪৬৫৬.০০	১৮৯২১০.৭৯	৩৮১৯১৪.৩৮	---	
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড									
৫৭	প্রিপেইড মিটারিং প্রোজেক্ট অফ সিস্ট্র এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩ থেকে ৩১/১২/২০২০), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [এ এইচ এম মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	১৭৩৩৫.৫১	১৭০৫.১৭	৯.৮৪ %	১৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	
		৬৮২৩.৮৭	০.০০	০.০০ %	১৯৫.০০				
		৯০৯৯.৪৯	১৭০৫.১৭	১৮.৭৪ %	০.০০				
		১৪১২.১৫	০.০০	০.০০ %	০.০০				
		---	১৮.৬৩ %		---				৮৬.৬৯ %

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সমন্বিত জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
৫৮	কম্প্রটাকশন অব নিউ ১৩২/১১ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, AFD, সং অনুমোদিত, [মোঃ গিয়াস উদ্দিন জোয়ারদার(প্রকল্প পরিচালক)]	২৩৮৭৬৮.৭৯	১৮০০৭৫.৯৫	৭৫.৪২ %	১৪০৩৯.০০	৫১৪৬.৫০	১৬৫০৬.০০	১১৭.৫৭ %		
		৫৮৯১২.০২	৫২০৫০.০০	৮৮.৩৫ %	৪৫০০.০০		৪৫০০.০০	১০০.০০ %		
		১৫২০০১.৮১	১১৮৩৫৩.৯৯	৭৭.৮৬ %	৯৫৩৯.০০		১২০০৬.০০	১২৫.৮৬ %		
		২৭৮৫৪.৯৬	৯৬৭১.৯৬	৩৪.৭২ %	০.০০		২৬৯৫.০১	---		
	---		৮০.০০ %	---			১০০.০০ %			
৫৯	এক্সপানশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া, (০১/০১/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২৪), চায়না জি টু জি, সং অনুমোদিত, [মোঃ একরামুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	২০৪৬৮৪১.৯৬	০.০০	০.০০ %	২১১৩৮৮.০০	৩২০০০.০০	২১০৬২০.০৮	৯৯.৬৪ %		
		৭৪৪১০২.৩৬	০.০০	০.০০ %	৩২৭২৪.০০		৩১৯৫৬.৪১	৯৭.৬৫ %		
		১১৭৭৭৬৩.২৫	০.০০	০.০০ %	১৭৮৬৬৪.০০		১৭৮৬৬৩.৬৭	১০০.০০ %		
		১২৪৯৭৬.৩৫	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---		
	---		০.০২ %	---		১০০.০০ %				
৬০	ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোহাম্মাদ শাহেদ মাহবুব ভূইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১৯৫৭৩৪.০৯	০.০০	০.০০ %	১২৪৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %		
		১৮৮২৫৪.৩৮	০.০০	০.০০ %	১২৪৭৫.০০		০.০০	০.০০ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		৭৪৭৯.৭১	০.০০	০.০০ %	০.০০		১০৯.৩৭	০.০০ %		
	---		০.৫০ %	---		১০০.০০ %				
৬১	ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোহাম্মাদ শাহেদ মাহবুব ভূইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৫৭৯৫.৩১	০.০০	০.০০ %	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০	২৩৬১.৫২	৬৩.৮২ %		
		৬০৭৪১.০১	০.০০	০.০০ %	৩৭০০.০০		২৩৬১.৫২	৬৩.৮২ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		৫০৫৪.৩০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---		
	---		১.০০ %	---		১০০.০০ %				
৬২	ডিপিডিসির আওতাধীন কাওরানবাজারে ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২৩), জাইকা, অনুমোদিত, [এস. এম শহীদুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৯৫০৩৯.৫৩	০.০০	০.০০ %	২১০০.০০	৫০০.০০	২২৬৭.৬৩	১০৭.৯৮ %		
		২৪৮১৫.৩৬	০.০০	০.০০ %	৫০০.০০		৪৪৯.২৭	৮৯.৮৫ %		
		৬২৬১৮.৫৯	০.০০	০.০০ %	১৬০০.০০		১৮১৮.৩৬	১১৩.৬৫ %		
		৭৬০৫.৫৮	০.০০	০.০০ %	০.০০		১৩.৮১	---		
	---		০.০০ %	---		১০০.০০ %				
	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:	---	---	---	২৪৩৮৯৭.০০	৪১৩৪৬.৫০	২৩১৭৫৫.২৩	---		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড									
৬৩	কনস্ট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রিড সাব স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া (২য় সংশোধন), (০১/০৭/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোঃ রশিদুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯৫৪৭৫.৪৬	৭৩০৬১.৬৬	৭৬.৫২ %	৩৫৯৬.০০	১৮০.০০	৩৩০৭.৩৮	৯১.৯৭ %	
		১৮০০০.০০	১৭৬৬৪.৬৭	৯৮.১৪ %	৩০৩.০০		১৩.৭৮	৪.৫৫ %	
		৫৭৪৪৬.৪৮	৪৬১৬০.৬৫	৮০.৩৫ %	৩২৯৩.০০		৩২৯৩.৬০	১০০.০২ %	
		২০০২৮.৯৮	৯২৩৬.৩৪	৪৬.১১ %	২৫৫০.১৫		২৩৮২.২৬	---	
		---	৯১.১৯ %	---	৯৬.৩৩ %				
৬৪	অগমেন্টেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া, (০১/০৭/২০১৩ থেকে ৩১/১২/২০২০), এডিবি, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৬৪৪৫৬.৪৪	১১৪৩৬২.৬৬	৬৯.৫৪ %	৯০০০.০০	৩০০০০.০০	৮৩০৮.৮৮	৯২.৩২ %	
		৩৬০০০.০০	৩২০৪১.৩০	৮৯.০০ %	৩০০০.০০		৩৪৪৫.১৬	১১৪.৮৪ %	
		৯০৩৯১.৭৮	৭৫৮০২.০৪	৮৩.৮৬ %	৬০০০.০০		৪৮৬৩.৭২	৮১.০৬ %	
		৩৮০৬৪.৬৬	৬৫১৯.৩২	১৭.১৩ %	০.০০		১০৪০.৪৯	---	
		---	৯১.১২ %	---	৯২.০৫ %				
৬৫	ডেসকো এলাকায় সুপারভাইজারি কন্ট্রোল ও ডাটা একুইজিশন (স্কাডা) সিস্টেম স্থাপন, (০১/০১/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ মনজুরুল হক (প্রধান প্রকৌশলী)]	১৫২১৯.৯৮	১৬০৮.২৭	১০.৫৭ %	৪৪৯.০০	০.০০	১৪৫.৪৮	৩২.৪০ %	
		২৭৯৮.৯৫	০.০০	০.০০ %	৩০৪.০০		০.০০	০.০০ %	
		৯৯১৬.৮৮	১২০৮.০০	১২.১৮ %	১৪৫.০০		১৪৫.৪৮	১০০.৩৩ %	
		২৫০৪.১৫	৪০০.২৭	১৫.৯৮ %	০.০০		২০৩.৬৮	---	
		---	২২.০০ %	---	৭২.২৬ %				
৬৬	ডেসকোর উত্তরা ও বসুন্ধরা ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন ও পুনর্বাসন, (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২০), AIB, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোঃ মঈনুদ্দিন খান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৬১৫৫.২৫	২০১৮১.৯১	৭৭.১৬ %	৬৬৭.০০	০.০০	৬৬৭.৪৫	১০০.০৭ %	
		৫৩৫০.০০	৫১৬৭.৩৯	৯৬.৫৯ %	১৪.০০		১৪.১৩	১০০.৯৩ %	
		১৬৬৮৭.৮১	১৪২১৭.৬১	৮৫.২০ %	৬৫৩.০০		৬৫৩.৩২	১০০.০৫ %	
		৪১১৭.৪৪	৭৯৬.৯১	১৯.৩৫ %	১৭৩৬.৯২		৯৭৮.০২	---	
		---	৭৭.০৫ %	---	১১৩.২৪ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
			মোট টাকা	মোট টাকা			আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৬৭	ডেসকোর এলাকায় ৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন স্থাপন ও ওভারহেড থেকে আন্ডারগ্রাউন্ডে রূপান্তর, (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২০), AIB, অনুমোদিত, [প্রকৌঃ সনাতন দত্ত (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৪১৪০.৩৯	৩২৮৭৯.৩৪	৬০.৭৩ %	৮০৭৭.০০	০.০০	৮০৭৭.৭৩	১০০.০১ %
		১২৫৩২.০০	১২৪৩১.৫২	৯৯.২০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		৩৫৬০০.০১	১৮২৭২.৩১	৫১.৩৩ %	৮০৭৭.০০		৮০৭৭.৭৩	১০০.০১ %
		৬০০৮.৩৮	২১৭৫.৫১	৩৬.২১ %	৭০০.০০		৭১৫.০৩	---
		---	৮০.৪৭ %		---		১০০.০৮ %	
৬৮	কন্সট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রিড সাব স্টেশন এ্যাট গুলশান ইন ঢাকা, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২০), জাইকা, অনুমোদিত, [মোঃ শরিফুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯৫০৯৭.৩৩	০.০০	০.০০ %	২৩০০.০০	৭০০.০০	২৭৩৫.৬৬	১১৮.৯৪ %
		২৪৭৩৭.৮৬	০.০০	০.০০ %	৭০০.০০		৬৭২.৫৮	৯৬.০৮ %
		৬২৮৯৬.৮০	০.০০	০.০০ %	১৬০০.০০		২০৬৩.০৮	১২৮.৯৪ %
		৭৪৬২.৬৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		৩৬৯.৬১	---
		---	৪.৯০ %		---		১১০.৮৪ %	
৬৯	ডেসকো এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেইন্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ আশফাক আহমেদ (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	১৮৬৫০.২৫	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %
		১৭৮৫২.২৬	০.০০	০.০০ %	১.০০		০.০০	০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		৭৯৭.৯৯	০.০০	০.০০ %	০.০০		৬২.১১	---
		---	০.০০ %		---		১০০.০০ %	
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	২৪০৯০.০০	৩০৮৮০.০০	২৩২৪২.৫৮	---
পাওয়ার সেল								
৭০	ইমপ্লিমেন্টেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম (ফেইজ-২), (০১/০১/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৯), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোহাম্মদ হোসাইন (মহাপরিচালক)]	১৫০৯৪.৬১	১২৯৭২.১২	৮৫.৯৪ %	১৬৬৩.০০	০.০০	১৬৬৪.৪৭	১০০.০৯ %
		২১১৩.৬৫	১৬৭৮.১৭	৭৯.৪০ %	৩৬৩.০০		২১৯.৪৭	৬০.৪৬ %
		১২৯৮০.৯৬	১১২৯৩.৯৫	৮৭.০০ %	১৩০০.০০		১৪৪৫.০০	১১১.১৫ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---
		---	৯৫.০০ %		---		১০৩.০০ %	
পাওয়ার সেলের সর্বমোট:		---	---	---	১৬৬৩.০০	০.০০	১৬৬৪.৪৭	---



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড									
৭১	স্ট্রেংদেনিং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ আব্দুল মজিদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৮৫০৫১.৪২ ৭৮৭৭৪.৭৮ ০.০০ ৬২৭৬.৬৪ ---	৫৩৩২৫.০০ ৫৩৩২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮১.০০ %	৬২.৭০ % ৬৭.৬৯ % ০.০০ % ০.০০ % ---	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ---	৬৬৭৩.৭৫	৫৮৯৭.৪০ ৫৮৯৭.৪০ ০.০০ ০.০০ ৮০.৮৮ %	৭৩.৭২ % ৭৩.৭২ % ০.০০ % ---	
৭২	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (১ম সংশোধন), (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ আবু হাসান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৬৮৭২৭.৭৯ ১৬৩৭১৫.৪০ ০.০০ ৫০১২.৩৯ ---	৩৪০০০.০০ ৩৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৫০ %	২০.১৫ % ২০.৭৭ % ০.০০ % ০.০০ % ---	১৩৫০০.০০ ১৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ---	১৩৪৩৯.১৮	১২৬২৭.০৫ ১২৬২৭.০৫ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ %	৯৩.৫৩ % ৯৩.৫৩ % ০.০০ % ---	
৭৩	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) এলাকার জন্য স্মার্ট গ্রি-পেমেস্ট মিটারিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [প্রকৌঃ মোঃ শহিদুল আলম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪২৬৩৭.০০ ৪১২৫৩.৯১ ০.০০ ১৩৮৩.০৯ ---	৭৮১০.০০ ৭৮১০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৯০ %	১৮.৩২ % ১৮.৯৩ % ০.০০ % ০.০০ % ---	৬২৪৭.০০ ৬২৪৭.০০ ০.০০ ০.০০ ---	৬২৪৭.০০	৬২৩২.৫৩ ৬২৩২.৫৩ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ %	৯৯.৭৭ % ৯৯.৭৭ % ০.০০ % ---	
৭৪	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১২৪৯০৫.০৪ ১১৯৭৮৯.৫০ ০.০০ ৫১১৫.৫৪ ---	১৯১৬৬.০০ ১৯১৬৬.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.৫০ %	১৫.৩৪ % ১৬.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ---	২৮০০০.০০ ২৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ---	২৮০০০.০০	২৬৭২৮.৮৯ ২৬৭২৮.৮৯ ০.০০ ০.০০ ৬৮.৫২ %	৯৫.৪৬ % ৯৫.৪৬ % ০.০০ % ---	
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	৫৫৭৪৭.০০	৫৪৩৫৯.৯৩	৫১৪৮৫.৮৬	---	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা			মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড									

৭৫	রূপসা ৮০০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২২), এডিবি, আইডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ মশিউর রহমান (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))]	৮৪৯৮৬৪.৭৩	২৮৮৪৫.৩১	৩.৩৯ %	৩১৫৫০.০০	২০৫০.০০	৩৪৪৩৭.৯৪	১০৯.১৫ %
		২৪৬০৭৭.৭৭	২৭০৫৫.৩১	১০.৯৯ %	২০৫০.০০		১৬২৯.১৩	৭৯.৪৭ %
		৫৯৮৭৮৬.৯৬	১৭৯০.০০	০.৩০ %	২৯৫০০.০০		৩২৮০৮.৮১	১১১.২২ %
		৫০০০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		১৭৬৫.৬৪	---
		---	৫.৬০ %	---	---		৯৩.৩৭ %	
৭৬	লং টার্ম সার্ভিস এপ্রিমেন্ট ফর ভেড়া মারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [মোঃ সাইফুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৬৫২৪৯.১৪	৮২৮০.০০	১২.৬৯ %	৯০০০.০০	০.০০	৯৮৭৭.১৭	১০৯.৭৫ %
		১৫২৫৫.৯০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		৩৩৫৩৭.৫০	৮২৮০.০০	২৪.৬৯ %	৯০০০.০০		৯৮৭৭.১৭	১০৯.৭৫ %
		১৬৪৫৫.৭৪	০.০০	০.০০ %	০.০০		৮১৫.৭২	---
		---	১২.২১ %	---	---		১০০.১৯ %	
৭৭	পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প ১, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [অরুণ কুমার দত্ত (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	২৫০৬১.৯৭	০.০০	০.০০ %	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০	১০০.০০ %
		২৪৭৬৬.১৭	০.০০	০.০০ %	৪২০০.০০		৪২০০.০০	১০০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		২৯৫.৮০	০.০০	০.০০ %	০.০০		১৬২.৩৩	---
		---	৬.২৪ %	---	---		৯০.৩২ %	
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	৪৪৭৫০.০০	৬২৫০.০০	৪৮৫১৫.১১	---

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড									
৭৮	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০১/২০০৯ থেকে ৩০/০৬/২০২০), বিশ্ব ব্যাংক, সং অনুমোদিত, [জনাব মোঃ নাজমুল আলম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৭১২৯.১৯	২৭০৫১৩.৬৬	৬৮.১২ %	৩২০০০.০০	২৫০০.০০	৫০৯৬৯.২৭	১৫৯.২৮ %	
		৫৪০৫১.২১	৯৪১২৮.০১	১৭৪.১৫ %	৬০০০.০০		৫৫৩৬.৭৬	৯২.২৮ %	
		২৯৪১৪৭.৬৬	১৭৪২২৬.৪৮	৫৯.২৩ %	২৬০০০.০০		৪৫৪৩২.৫১	১৭৪.৭৪ %	
		৪৮৯৩০.৩২	২১৫৯.১৭	৪.৪১ %	০.০০		৩৮৮.৬৯	---	
		---	৯৪.৫৬ %	---	---		১০০.০০ %		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট টাকা		প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
		টাকা	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				
		প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		সংস্থার অর্থ				
				জৌত অগ্রগতি (%)				জৌত অগ্রগতি (%)	
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৭৯	সোনগাজী ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৭৪৬৭৬.০০	০.০০	০.০০ %	১৮৫.০০	০.০০	৮৯.৮৭	৪৮.৫৮ %	
		৭৪৬৭৬.০০	০.০০	০.০০ %	৫.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	১৮০.০০		৮৯.৮৭	৪৯.৯৩ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	০.০০ %		---		২৬.৮৯ %		
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	৩২১৮৫.০০	২৫০০.০০	৫১০৫৯.১৪	---	
আন্তগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড									
৮০	আন্তগঞ্জ ৪০০ (+/- ৫%) মেগাওয়াট কন্ডাইড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৫ থেকে ৩০/০৬/২০২০), আইডিবি, এডিবি, অনুমোদিত, [ফিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস (প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী পরিচালক))]	২৯৩১৩৬.৩৯	১৯১১৪.৩৭	৬.৫২ %	৫৩৩৭৫.০০	২৫৫০.০০	৫৪৫৮১.৫৮	১০২.২৬ %	
		৪২০৬৮.৫৩	৫৯৯.১৩	১.৪২ %	৩৩৭৫.০০		১৫৬০.১২	৪৬.২৩ %	
		২৩৫৮২৮.০২	১৮৫১৫.২৪	৭.৮৫ %	৫০০০০.০০		৫৩০২১.৪৬	১০৬.০৪ %	
		১৫২৩৯.৮৪	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	৩.০৮ %		---		১১৪.৪৮ %		
৮১	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ সুপার থার্মাল পাওয়ার প্র্যান্ট এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, (০১/০১/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [প্রকৌঃ মোঃ কামরুজ্জামান ভূইয়া (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))]	৮১৯৫১.৪৬	০.০০	০.০০ %	৮০৮৩.০০	৮০৮২.৭০	৮০৮২.৭০	১০০.০০ %	
		৭৭৩৮৯.০৯	০.০০	০.০০ %	৮০৮৩.০০		৮০৮২.৭০	১০০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৪৫৬২.৩৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		১৮২.৮০	---	
		---	০.০০ %		---		৮৬.২৫ %		
আন্তগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	৬১৪৫৮.০০	১০৬৩২.৭০	৬২৬৬৪.২৮	---	
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড									
৮২	মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেগাওয়াট আন্ড্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফার্মার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০২৩), জাইকা, অনুমোদিত, [মোঃ আবদুল মোত্তালিব (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)]	৩৫৯৮৪৪৫.৯৮	৮৬৯২৮৩.১৪	২৪.১৬ %	৪০৪৫৫০.০০	৬২৫৫০.০০	৪০৪৫৪৯.৯২	১০০.০০ %	
		৪৯২৬৬৫.৬৬	১৪৫৫০৬.৪৮	২৯.৫৩ %	৬২৫৫০.০০		৬২৫৪৯.৯৯	১০০.০০ %	
		২৮৯৩৯০৩.৬৩	৭২৩৭৭৬.৬৬	২৫.০১ %	৩৪২০০০.০০		৩৪১৯৯৯.৯৩	১০০.০০ %	
		২১১৮৭৬.৬৯	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	২৪.৯৭ %		---		১০৬.০৬ %		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৮৩	বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ আন্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প (১ম সংশোধন), (০১/০১/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোহাঃ মনিরুল ইসলাম (প্রধান প্রকৌশলী)]	৮০৩৫০.৯৫	৫২৩৬৭.০০	৬৫.১৭ %	৩৩৩৯.৫০	৩৩৩৯.৫০	৩৩৩৯.৫০	১০০.০০ %	
		৭৭০২৮.৮৮	৫২৩৬৭.০০	৬৭.৯৮ %	৩৩৩৯.৫০		৩৩৩৯.৫০	১০০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৩৩২২.৮৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
	---	৭৩.২০ %		---	১০০.০০ %				
৮৪	সিপিজিসিবিএল-সুমিতোমো ১২০০ মেঃওঃ আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম, (০১/০১/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ মাহমুদ আলম (নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর))]	১২৭০০৮.৮৮	০.০০	০.০০ %	৯২০০০.০০	৯২০০০.০০	৯২০০০.০০	১০০.০০ %	
		১২৩৩৭২.৩২	০.০০	০.০০ %	৯২০০০.০০		৯২০০০.০০	১০০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৩৬৩৬.৫২	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
	---	১০.০০ %		---	১০০.০০ %				
৮৫	৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি বেইজড কয়লাইড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, (০১/১০/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [নিতীশ কুমার মন্ডল (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর))]	১৬৯৯২.৮৬	১৬৮.০০	০.৯৯ %	৪৮০.০০	৪৮০.০০	২৯০.০২	৬০.৮২ %	
		১৬৫৮৮.৬৯	১৬৮.০০	১.০১ %	৪৮০.০০		২৯০.০২	৬০.৮২ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৪০৪.১৭	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
	---	২.৯১ %		---	৮০.৫০ %				
৮৬	সিপিজিসিবিএল-সুমিতোমো ১২০০ মেঃওঃ আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, (০১/০৪/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [জনাব দিপায়ন পাল (নির্বাহী প্রকৌশলী (তড়িৎ))]	১০৬৫.১৬	০.০০	০.০০ %	৩৮৩.০০	৩৭২.০০	৩৭২.০০	৯৭.১৩ %	
		১০৬১.১৬	০.০০	০.০০ %	৩৮৩.০০		৩৭২.০০	৯৭.১৩ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৪.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
	---	০.০০ %		---	৯৮.০০ %				
	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বমোট:	---	---	---	৫০০৭৫২.৫০	১৫৮৭৪১.৫০	৫০০৫৫১.৪৪	---	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
			মোট টাকা	মোট টাকা			আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড

৮৭	ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব গজারিয়া ৩৫০ (+১০%) মেঃ ওঃ কোল ফায়ার্ড থারমাল পাওয়ার প্রাক্ট প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [জনাব প্রশান্ত কুমার সূত্রধর (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	৫০৩৬৭.৬০	৩০৪৮৫.১৩	৬০.৫৩ %	১২০০০.০০	৭২৯২.০০	৭২৯১.৯১	৬০.৭৭ %
		৪৩৯২০.৭০	৩০০০১.০০	৬৮.৩১ %	১২০০০.০০		৭২৯১.৯১	৬০.৭৭ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		৬৪৪৬.৯০	৪৮৪.১৩	৭.৫১ %	০.০০		৪৩৪.৩৫	---
		---	৭৮.২৫ %		---		৮৮.৬০ %	
৮৮	পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ কমলাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন, (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সেলিম ভূঁইয়া (নির্বাহী পরিচালক(প্রকৌশল))]	৮৬৯৭০.৬২	৩৭৫০৯.২৬	৪৩.১৩ %	২০০০০.০০	৭৫৭৯.৫০	১৮৪৩৮.৫৬	৯২.১৯ %
		৮২৩৩৬.৫১	৩৬৬৮০.০০	৪৪.৫৫ %	২০০০০.০০		১৮৪৩৮.৫৬	৯২.১৯ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		৪৬৩৪.১১	৮২৯.২৬	১৭.৮৯ %	০.০০		১৯১.৩০	---
		---	৬৪.৭৫ %		---		১৯১.৩০ %	
৮৯	মোল্লাহাট ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০১৯), অনুমোদিত, [মোঃ ফেরদৌস রহমান (নির্বাহী প্রকৌশলী (ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট))]	০.০০	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	১.০০		০.০০	০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---
		---	২০.০০ %		---		০.০০ %	
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	৩২০০১.০০	১৪৮৭১.৫০	২৫৭৩০.৪৭	---

শ্রেণী

৯০	TA Project for Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation (SREPGen), (০১/০১/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০২০), ইউএনডিপি, সং অনুঃ, [মোঃ হেলাল উদ্দিন (চেয়ারম্যান, শ্রেণী (অতিরিক্ত সচিব))]	৩৯৬০.৮২	২৭৫৬.৫৪	৬৯.৬০ %	১০৩৮.০০	৬৮.০০	৫৭৬.৯০	৫৫.৫৮ %
		৭৯০.৭৪	৭১১.৮৩	৯০.০২ %	৬৮.০০		৩৮.৭৯	৫৭.০৪ %
		৩১৭০.০৮	২০৪৪.৭১	৬৪.৫০ %	৯৭০.০০		৫৩৮.১১	৫৫.৪৮ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---
		---	৭০.০০ %		---		৮৩.০০ %	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৯১	House Hold Energy Platform Programme in Bangladesh, (০১/০৭/২০১৬ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [সালিমা জাহান (সদস্য (নবায়নযোগ্য জ্বালানি))]	২৬৯.২১	১২৮.২০	৪৭.৬২ %	৫৭.৩০	৫৭.৩০	৫৭.৩০	১০০.০০ %	
		১৭১.০৪	৮২.৩৫	৪৮.১৫ %	৫৭.৩০		৫৭.৩০	১০০.০০ %	
		৯৮.১৭	৪৫.৮৫	৪৬.৭১ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	২৭২.৮০ %		---		১০০.০০ %		
৯২	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধি কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২১), জাইকা, অনুমোদিত, [মোঃ রেজাউল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৯২৮.০৪	০.০০	০.০০ %	১৪৮০.০০	১৪৫.৭৫	১৪৬৪.৯২	৯৮.৯৮ %	
		২৩২৫.১০	০.০০	০.০০ %	৪৫৮.০০		৪১২.৩৩	৯০.০৩ %	
		৪৬০২.৯৪	০.০০	০.০০ %	১০২২.০০		১০৫২.৫৯	১০২.৯৯ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	০.০০ %		---		৯৯.০৬ %		
৯৩	নবায়নযোগ্য জ্বালানির রিসোর্স এসেসমেন্ট ও পাইটিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, (০১/০৭/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ মনজুর মোরশেদ (যুগ্ম-সচিব)]	৩০২৪.০০	০.০০	০.০০ %	২৯৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	
		৬৭২.০০	০.০০	০.০০ %	৮৮.০০		০.০০	০.০০ %	
		২৩৫২.০০	০.০০	০.০০ %	২০৫.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	০.০০ %		---		২০.০০ %		
শ্রেডার সর্বমোট:		---	---	---	২৮৬৮.৩০	২৭১.০৫	২০৯৯.১২	---	
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন									
৯৪	মিরসরাই ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [এ কে এম রাশেদুল হক চৌধুরী (নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল))]	১০৬৮১৯.৭৩	৫৩৬৯৯.৬২	৫০.২৭ %	২৭৩৭৫.০০	২৭৩৭৫.০০	২৫২২৬.১৯	৯২.১৫ %	
		৯৩১৩৭.২৫	৫৩৪০০.০০	৫৭.৩৩ %	২৭৩৭৫.০০		২৫২২৬.১৯	৯২.১৫ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		১৩৬৮২.৪৮	২৯৯.৬২	২.১৯ %	০.০০		৫২৬.৩০	---	
		---	৬৪.০০ %		---		৬৩.৮৯ %		
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেনের সর্বমোট:		---	---	---	২৭৩৭৫.০০	২৭৩৭৫.০০	২৫২২৬.১৯	---	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড									
৯৫	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারঃ))]	৪১৪৮২.৬২	০.০০	০.০০ %	৩০০০.০০	৪১০০.০০	২৭৬৫.০০	৯২.১৭ %	
		৪০০৬৯.৮৩	০.০০	০.০০ %	৩০০০.০০		২৭৬৫.০০	৯২.১৭ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		১৪১২.৭৯	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	০.০০ %		---		৯৬.০০ %		
৯৬	রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ মখলেসুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১০৯১৩২.০০	০.০০	০.০০ %	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৯৯৯.৩৬	৯৯.৯৯ %	
		১০৯১৩২.০০	০.০০	০.০০ %	৯০০০.০০		৮৯৯৯.৩৬	৯৯.৯৯ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	০.০০ %		---		১০০.০০ %		
৯৭	রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল ()]	১১২৩৮৫.০০	০.০০	০.০০ %	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৭৯৯৯.২৬	৯৯.৯৯ %	
		১১২৩৮৫.০০	০.০০	০.০০ %	৮০০০.০০		৭৯৯৯.২৬	৯৯.৯৯ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	০.০০ %		---		৯৬.৮৫ %		
	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:	---	---	---	২০০০০.০০	২১১০০.০০	১৯৭৬৩.৬২	---	
বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর									
৯৮	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তরের ডিজিটলাইজেশন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [আবুল খায়ের মোঃ আক্বাস আলী (বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক)]	৯৯০.০০	০.০০	০.০০ %	২০০.০০	৫১.৬০	০.০০	০.০০ %	
		৯৯০.০০	০.০০	০.০০ %	২০০.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---	
		---	০.০০ %		---		০.০০ %		
	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সর্বমোট:	---	---	---	২০০.০০	০.০০	০.০০	---	

দায়িত্ব “চ”

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন
কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেक्टरে নিজস্ব অর্থায়নে
প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২০)



২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেक्टरে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০২০) বিবরণ : (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু-জুন ২০১৯ এর ত্র্যমুখিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ			জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			ম স্ত ব্য
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)			
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ					
		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন						
		ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০			
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড											
১	কনভার্সন অব সিলেট ১৫০ মেঃওঃ টু ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০১/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [প্রকৌশলী শেখ মঈন উদ্দীন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	৯১০০৬.০৮	৩৬৩২০.১২	৩৯.৯১ %	৪৫৭৫৮.০০	২০২৬৭.৬১	৪৪.২৯ %	১০০.০০ %			
		৯১০০৬.০৮	৩৬৩২০.১২	৩৯.৯১ %	৪৫৭৫৮.০০	২০২৬৭.৬১	৪৪.২৯ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %				
		---	৫৪.৬৯ %		---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			
২	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা সাউথ ৪০০ মেঃওঃ গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [জনাব রনদা প্রাসাদ রায় ()]	২৬৮৩৯৫.৩৯	১৬১৫৩৯.৭৪	৬০.১৯ %	২৬৩০০.০০	২৩৭০৯.৬৫	৯০.১৫ %	১০০.০০ %			
		২৬৮৩৯৫.৩৯	১৬১৫৩৯.৭৪	৬০.১৯ %	২৬৩০০.০০	২৩৭০৯.৬৫	৯০.১৫ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %				
		---	৫৫.০০ %		---	৭৪.৬৭ %		১০০.০০ %			
৩	শাহজীবাজার ১০০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ থেকে ৩০/০৬/২০২০), সং অনুঃ, [এ, কে, মফিজউদ্দিন আহমেদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯১০৯২.৯২	৪২৭৮১.৩৩	৪৬.৯৬ %	৪৬০৭৫.০০	২১৮৬৮.২৯	৪৭.৪৬ %	১০০.০০ %			
		৯১০৯২.৯২	৪২৭৮১.৩৩	৪৬.৯৬ %	৪৬০৭৫.০০	২১৮৬৮.২৯	৪৭.৪৬ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %				
		---	৭৪.৩৯ %		---	৭৯.৬৪ %		১০০.০০ %			
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সর্বমোট:		---	---	---	১৮৭৮৭০.০০	---	---	---	--		
পিজিসিবি											
৪	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেডি ব্রিড সাবস্টেশন উইথ অ্যাসোসিয়েটেড ট্রান্সমিশন লাইন, (০১/০১/২০১৪ থেকে ৩১/১২/২০১৯), অনুমোদিত, [বজলুল মুনির (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯১৬৭.০০	৬৬৬৬.১৫	৭২.৭২ %	৬৬৬.০০	৭২২.৬৭	১০৮.৫১ %	১০০.০০ %			
		৯১৬৭.০০	৬৬৬৬.১৫	৭২.৭২ %	৬৬৬.০০	৭২২.৬৭	১০৮.৫১ %				
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %				
		---	১৩০.৭০ %		---	১০০.০০ %		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু-জুন ২০১৯ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		ম স্ত ব্য
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ				
		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন				
ভৌত অগ্রগতি (%)				ভৌত অগ্রগতি (%)				মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০		
৫	মংলা-খুলনা (দঃ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন, (০১/০১/২০১৫ থেকে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ আব্দুল মোনামেম চৌধুরী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩৯৭৮.০০	১২৪৩২.৯৫	৮৮.৯৫ %	১০০০.০০	৪৬৫.২৮	৪৬.৫৩ %	১০০.০০ %		
		১৩৯৭৮.০০	১২৪৩২.৯৫	৮৮.৯৫ %	১০০০.০০	৪৬৫.২৮	৪৬.৫৩ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	৩২.২৩ %		---	১৪.০৬ %		১০০.০০ %		
পিজিসিবিবির সর্বমোট:		---	---	---	১৬৬৬.০০	১১৮৭.৯৫	---	---	--	
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি										
৬	কনসালটেন্সি সার্ভিস ফর জিআইএস বেইজড ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক সিস্টেম এন্ড প্রিপারেশন অব এ ২০ ইয়ার্স ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ফর ডিপিডিসি, (০৯/০২/২০১৭ থেকে ২৮/১০/২০১৯), অনুমোদিত, [স্বপন কুমার ভৌমিক (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	৩৯৯৬.০০	৩৩৫.০০	৮.৩৮ %	৮০০.০০	০.০০	০.০০ %	১০০.০০ %		
		৩৯৯৬.০০	৩৩৫.০০	৮.৩৮ %	৮০০.০০	০.০০	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %			
		---	৮৭.০০ %		---	১০০.০০ %		১০০.০০ %		
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির সর্বমোট:		---	---	---	৮০০.০০	---	---	---	--	



প্রকাশনা ও প্রস্পাদনা কমিটি

প্রকাশনা উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও বনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
জনাব নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও বনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রস্পাদনায়

ড. সুলতান আহমেদ
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

মহ-প্রস্পাদনায়

জনাব রহমত উল্লাহ মোঃ দস্তগীর এনভিসি
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ
মোহাঃ মাকছুদা খাতুন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব এ. কে. এম. হুমায়ূন কবীর
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোহাম্মদ হোসাইন
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

মহযোগিতায়

জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোঃ সাজিবুল হক
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পাওয়ার সেল
জনাব এস এম মাসুদুজ্জামান
সহকারী পরিচালক, পাওয়ার সেল

যোগাযোগ

ই-মেইল : shazib@powercell.gov.bd
মোবাইল : 01552480523



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mpemr.gov.bd
www.powerdivision.gov.bd

